

www.icsbook.info

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও ভাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও ভাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'রী হিসেবে আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত ভর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক ভর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রন্ধের সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেন্ধ, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্সের মুফতী হাসানাইন মাখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত্ তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্দির আহম্মাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শান্দিক তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শান্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মূল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মূহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran, (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমায় ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শান্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ)-এর তর্জমায়ে কুরআন হতে স্বার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বন্ধু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বৃথতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন– (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পথক অর্থ থাকে না। পুরো বাকোর উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যেসব ক্ষেত্রে দু'টি আরবী শব্দ মিলে একটি বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দু'টোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আথিরাতের বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে; এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আথিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সুরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দূ'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান

সর্বশেষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের ভৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ক্রটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান– এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান

রবিউল আউয়াল-১৪২১ হিঃ আগস্ট- ২০০০ শ্রাবন-১৪০৭

		াপত্ৰ	o-b-
	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা নম্বর
8 (সূরা আন্-নিসা	8/ <i>৫/</i> ৬	œ
₹ 1	সূরা আল-মায়েদা	৬/৭	১০৩
৬।	সূরা আল-আন'আম	५/ ৮	696

•			

			C
6		**************************************	

সূরা আন্-নিসা

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও বিষয়-বস্তু আলোচনা

এই সূরাটি বিভিন্ন ভাষণের সমন্তর। এটা সম্ভবতঃ তৃতীয় হিজরী সনের শেষ ভাগ হতে শুরু করে ৪র্থ হিজরীর শেষ কিংবা মে হিজরীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অবজীর্ণ হয়েছে। কোন স্থান হতে কোন স্থান পর্যন্তকার আয়াত এক একটি ভাষণের প্রসংগে নাযিল হয়েছে এবং ঠিক কোন সময়ে তা নাযিল হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিছু কোন কোন আদেশ ও ঘটনা সম্পর্কে এমন কিছু ইশারা পাওয়া যায় যার অবজীর্ণ হবার সময় ও তারিখ আমরা অন্যান্য বর্ণনার সাহায্যে জানতে পারি। এ জন্যে এর সাহায্যে এই সূরার বিভিন্ন ভাষণের যাতে এই সব আদেশ ও ঘটনার দিকে ইংগিত উল্লেখ হয়েছে— বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মীরাস বর্টন ও ইয়াতীমদের হক সম্পর্কীয় বিধান ওহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে কেননা এই যুদ্ধেই মুসলমানদের সন্তর জন লোক শহীদ হয়েছিল। মদীনার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র উপ-শহরে এই দুর্ঘটনার কারণে শহীদদের মীরাস কিভাবে বর্টন করা হবে ঐ সম্পর্কে এবং যেসব ইয়াতীম শিশু তারা রেখে গিয়েছেন তাদের অধিকার কিভাবে রক্ষিত হবে এই প্রশ্ন বহু পরিবারের সম্মুখেই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। আমরা ধারণা করতে পারি যে, সূরার প্রাথমিক চারটি রুকু ও পঞ্চম রুকুর প্রথমোক্ত তিনটি আয়্রাত সম্ভবতঃ এই সময় নাযিল হয়েছিল।

হাদীসের বর্ণনাসমূহে ভয় কালীন নামায (যুদ্ধকালীন নামায) পড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় 'জা-তুর-রিকা' যুদ্ধ প্রসংগে। এই যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। এ জন্যে মনে করা যেতে পারে যে, স্রার যে ভাষণাংশে ভয় কালীন নামায পড়ার রীতি-নীতির বিবরণ রয়েছে (১৫ রুকু) তা উল্লেখিত সময়ের কোন এক মুহূর্তে নাযিল হয়েছিল।

মদীনা হতে বনী-নজীর গোত্রের বহিষ্কার ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। কাজেই এই সূরার যে অংশে ইয়াহুদীদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল এই বলে যে, "ঈমান আন" –অন্যথায় মুখ-মন্ডল বিকৃত করে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে" সেই অংশ তার পূর্বে কোন এক সময়ে অবতার্ণ হয়েছিল।

পানি না পেলে' তারামুম করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরী সনে। কাজেই যে অংশে তায়ামুমের উল্লেখ রয়েছে তা এরই নিকটবর্তী কোন এক সময়ে নাথিল হয়েছিল বলে মনে করতে হবে। (৭ম রুকু)

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ও বিষয়-বস্তু

এরূপ আলোচনা হতে সমগ্র সূরাটি অবতরণ কাল মোটামূটি জেনে নেয়ার পর সে সময়কার ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক। এই আলোচনা হতে সূরার আলোচ্য বিষয়সমূহ সুম্পষ্টরূপে বুঝতে বিশেষ সাহায্যে হবে।

এ সময় নবী করীমের (সঃ) সামনে যে বিরাট কাজ ছিল তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হিজরতের পর মৃহুর্তেই মদীনার ও তার আশে-পাশে যে নতুন সুসংবদ্ধ সমাজ গঠনের সূচনা হয়েছিল তার ক্রমবিকাশ দান এবং জাহেলী যুগের পুরাতন রীতি-নীতি ও স্বভাব নির্মূল করে নৈতিক চরিত্র, তমদুন, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন আনর্শ প্রচলন করাই ছিল সর্ব প্রথম কর্তব্য। দ্বিতীয়, আরবের মুশরিক, ইয়াহুদী উপ-জাতি ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তি সমূহের সংগে যে দন্দ ও সংগ্রাম ছিল, পূর্ণ শক্তিতে তার মোকাবিলা করা।

আর তৃতীয় হচ্ছে, এই সব বিরোধী শক্তির হাজার বিরুদ্ধতাকেও পদদলিত করে ইসলামের আন্দোলনকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা, আরও অসংখ্য জনগণের মন ও মগজকে তার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত করে তোলা। এই সময় আল্লাহর নিকট হতে যতগুলি ভাষণ নাযিল হয়েছে তা সবই এই তিনটি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ইসলামী সমাজ গঠন সম্পর্কে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ-উপদেশ দান করা হয়েছিল বর্তমান পর্যায়ে এই সমাজের আরো অধিক আদেশ-উপদেশের প্ররোজন ছিল। এই জন্যই সূরা নিসার এই ভাষণসমূহে এ সম্পর্কে অধিক বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হয়েছে। মৃসলমানগণ তাদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবন ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী কিভাবে গঠন করবে তা এতে বিবৃত হয়েছে। পরিবার সংগঠনের নিয়ম পদ্ধতিও এতে বলে দেয়া হয়েছে, বিবাহ-শাদীর উপর নানা প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, সমাজ জীবনে দ্রী-পুরুষ্টের সম্পর্ক-সম্বন্ধের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, ইয়াতীমদের 'হক' ঠিক করা হয়েছে, মীরাস বর্দ্টনের নিয়ম-ধারা ঠিক করা হয়েছে, অর্থনৈতিক জীবনকে সৃসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়া হয়েছে, পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ ও মন কষা-কষির মীমাংসার পদ্ধা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, দভ-বিধি আইনের ভিত্তি স্থাপনও করা হয়েছে। মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, পবিত্রতা লাভের জন্য বিভিন্ন আইন জারী করা হয়েছে, আল্লাহ ও মানুষের সংগে একজন নেককার ব্যক্তির কী ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত তা মুসলমানদের বলে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ জামাআতী সংগঠনের দৃঢ়তা ও সংহতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করা হয়েছে। আহলি-কিতাব লোকদের নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণের সমালোচনা করে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যেন তারা এই সব পূর্বগামীদের পদাংক অনুসরণ হতে বিরত থাকে। মুনাফিকদের আচার-আচরণের সমালোচনা করে প্রকৃত ও সত্যকার ঈমানদারীর পরিচয় কি হতে পারে তা বিশ্রেষণ করা হয়েছে এবং ঈমান ও মুনাফেকীর তারতম্যপূর্ণ বৈলিষ্ট্য সুম্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে।

সংস্কার-বিরোধী শক্তিসমূহের সংগে যে ছন্দু ছিল ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর তা অধিকতর নাজুক হয়ে দেখা দেয়। ওহুদের পরাজয়ে চতৃষ্পার্শস্থ মুশরিক গোত্রা, ইয়াহুদী প্রতিবেশী ও ঘরের মুনাফিকদের সাহস খুবই বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানগণ চতুর্দিক হতে কঠিন বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় আল্লাহতা আলা একদিকে অত্যন্ত তেজপূর্ণ ভাষণের সাহায়্যে মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ কার্যের জন্য উদ্বৃদ্ধ করেন অপর দিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্যে তাদেরকে বিভিন্ন জরুরী উপদেশ দান করেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা সকল প্রকার বিভীষিকাপূর্ণ খবরা-খরব প্রচার করে চরম হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। আদেশ করা হয়েছিল যে, এই ধরণের প্রত্যেকটি খবরকেই সর্ব প্রথম দায়িতৃশীল লোক পর্যন্ত পৌছাতে হবে এবং তিনি যতক্ষণ কোন খবরের সত্যাসতা যাচাই করে না নেবেন ততক্ষণ যেন কোন খবরই প্রচার না হয়।

এই মুসলমানদের বারবার বিভিন্ন প্রকার সামরিক মিশনে ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ যুদ্ধে গমন করতে হত এবং প্রায়শঃ এমন সব এলাকা অতিক্রম করতে হত যেখানে পানি পাওয়া যেত না। এজন্য তখন অনুমতি দেওয়া হল যে, পানি পাওয়া না গেলে গোশল ও অজু উভয়েরই পরিবর্তে তায়াশ্বম করা যেতে পারে। উপরুদ্ধ এরূপ পরিস্থিতিতে নামায সংক্ষেপ করারও অনুমতি দেয়া হল এবং বিপদ ঘনীভূত সময়ে-ভয়্ম-কালীন নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেয়া হল। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যে সব মুসলমান কাফের-গোত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন-যাপন করছিল এবং অনেকে যুদ্ধের আওতায় পড়ে জীবন দান করতে বাধ্য হ'ত তাদের ব্যাপারটি মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত জটিল ও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। এ সম্পর্কে ইসলামী জামায়াতকে একদিকে বিস্তারিত উপদেশ দান করা হল, অপরদিকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ও কাফের পরিবেষ্টিত মুসলমানদেরকে হিজরত করে দারুল ইসলামে সমবেত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হল।

ইয়াহ্দীদের মধ্যে বনী নঞ্জীর গোত্রের আচরণ বিশেষ ভাবে শত্রুতামূলক ছিল। তারা সম্পাদিত চুক্তি সমূহ প্রাকশ্যভাবে ভংগকরে ইসলামের দুশমনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছিল। অপর দিকে মদীনায় স্বয়ং নবী করীম(সঃ).এবং তার জামাআতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার কাজে ব্যস্ত হয়েছিল। তাদের এরপ আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং সুষ্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এর অব্যবহিত পর মদীনা হতে তাদেরকে বহিষার করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন উপদলের কর্মনীতি বিভিন্ন ধরনের ছিল। ফলে কোন ধরনের মুনাফিকদের সংগে কোন ধরণের আচরণ করা উচিত তা ঠিক করা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাড়ায়। এজন্য এই সকল শ্রেণীর মুনাফিকদের আলাদা আলাদা উল্লেখ করে তাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিরপেক্ষ চুক্তি-সম্পন্ন গোত্র সমূহের সাথে মুসলমানদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তাও বিস্তারিত রূপে বলে দেয়া হয়েছে।

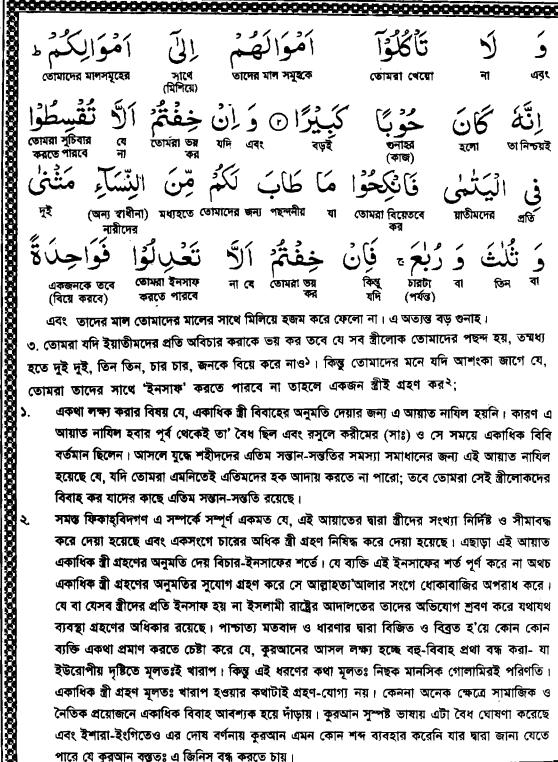
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল মুসলমানদের চরিত্র নির্মল হওয়া। কেননা এই সাংঘাতিক ধরণের দ্বন্ধ ও সংখামে একমাত্র উন্নত ও নির্মল চরিত্রের সাহায্যেই জয়লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এজন্যে মুসলমানদের উন্নত ধরনের চরিত্র শিক্ষাদান করা হয় এবং তাদের সামাজ্জ-জামা'আতে যে দুর্বলতাই দেখা গিয়েছে তারই উপর আপত্তি জানানো হয়েছে।

আদর্শ প্রচার ও আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জ্বানানার দিকটিও এই সূরায় পরিত্যক্ত হয়নি। জাহেলী আদর্শ, সভ্যতা ও তমন্দুনের বিপক্ষে ইসলাম যে ধরনের নৈতিক চরিত্র ও তমন্দুনিক সংশোধনের দিকে গোটা দুনিয়াকে আহ্বান জ্বানান্দিল তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা ছাড়াও ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক এই তিন শ্রেণীর লোকদের ভ্রান্ত ধার্মিকতা ও ধর্মীয় ধারণা এবং ভূল চরিত্র ও ভ্রান্তিপূর্ণ কাজ-কর্মের সমালোচনা করে তাদেরকে এই সূরায় একমাত্র সত্য দ্বীন ইসলাম কর্ল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

(٧) سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَكَ نِيَّتُ ایاتُها ۲۰۱ رُكُوْعَاتُهَا ٢٣ (৪) একশত ছিহান্তর তার আয়াত আন-নিসা সূরা মাদানী চব্রিশ তার ক্লকু (সংখ্যা) (সংখ্যা) আল্লাহর নামে (শুরু করছি) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা তয় কর তোমাদের রবকে একটি (অর্থাৎ আদম (আঃ)) তার জুড়ি তার থেকে প্রাণ (অর্থাৎ হাওয়া) স্ত্রীলোক তোমরা পরস্পরে (ইক) দাবী কর এবং তোমরা আলাহকে ভয় কর (অনেক) তোমাদের উপর আছেন আলাহ নি চয় সম্পর্কে সতর্কথাক (দোহাই)দিয়ে তাদের মাল সম্পদ সমূহ য়াতীমদেরকে এবং না থারাব (মালকে) (ফেরত)দাও পরিবর্তে ভাল (মালের)

ৰুকু-১

- ১. হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি 'প্রাণ' হতে সৃষ্টি করেছেন, তা হতেই তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং এই উভয় হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট হতে নিজের নিজের হক দাবী কর। এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্ত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।
- ২ ইয়াতীমদের মাল-সম্পত্তি তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও, ভাল মাল খারাব মালের সাথে বদল করো না



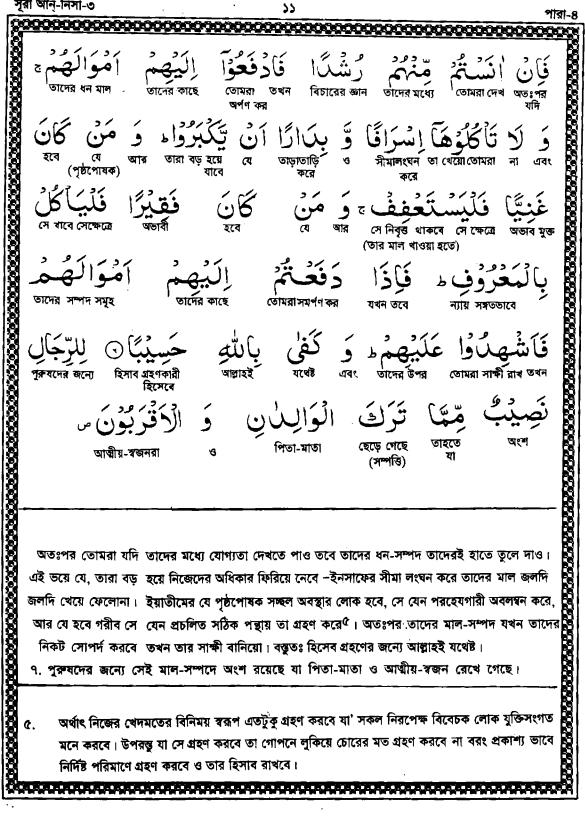
এবং তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে হজম করে ফেলো না। এ অত্যন্ত বড গুনাহ।

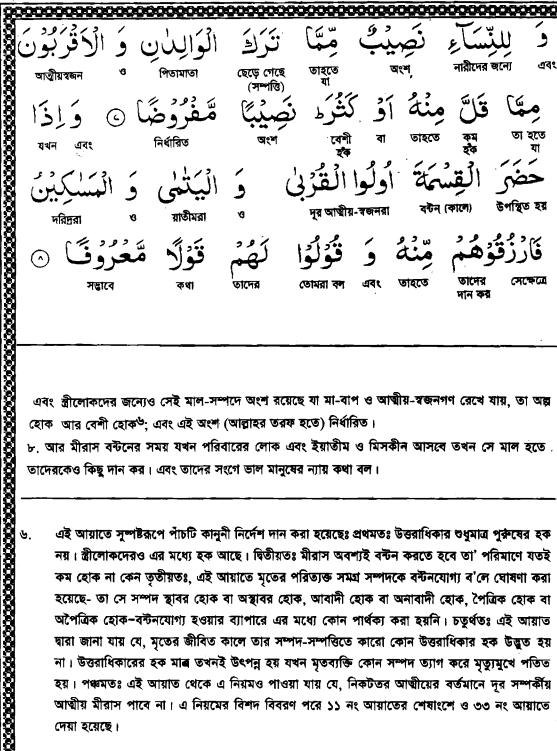
- ৩. তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তবে যে সব ব্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তম্মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন, চার চার, জনকে বিয়ে করে নাও?। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে 'ইনসাফ' করতে পারবে না তাহলে একজন ব্রীই গ্রহণ কর^২:
- একথা লক্ষ্য করার বিষয় যে, একাধিক ব্রী বিবাহের অনুমতি দেয়ার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়নি। কারণ এ আয়াত নাযিল হবার পূর্ব থেকেই তা' বৈধ ছিল এবং রসুলে করীমের (সাঃ) ও সে সময়ে একাধিক বিবি বর্তমান ছিলেন। আসলে যুদ্ধে শহীদদের এতিম সন্তান-সন্তুতির সমস্যা সমাধানের জন্য এই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি তোমরা এমনিতেই এতিমদের হক আদায় করতে না পারো: তবে তোমরা সেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর যাদের কাছে এতিম সম্ভান-সম্ভতি রয়েছে।
 - সমস্ত ফিকাহ্বিদগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, এই আয়াতের দ্বারা স্ত্রীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং একসংগে চারের অধিক দ্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই আয়াত একাধিক ব্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় বিচার-ইনসাফের শর্তে। যে ব্যক্তি এই ইনসাফের শর্ত পূর্ণ করে না অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে সে আল্লাহতা আলার সংগে ধোকাবাজির অপরাধ করে : যে বা যেসব ন্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ হয় না ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। পাশ্চাত্য মতবাদ ও ধারণার দারা বিজিত ও বিব্রুত হ'য়ে কোন কোন ব্যক্তি একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, কুরআনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে বহু-বিবাহ প্রথা বন্ধ করা- যা ইউরোপীয় দৃষ্টিতে মূলতঃই খারাপ। কিন্তু এই ধরণের কথা মূলতঃ নিছক মানসিক গোলামিরই পরিণতি। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ মৃলতঃ খারাপ হওয়ার কথাটাই গ্রহণ-যোগ্য নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এটা বৈধ ঘোষণা করেছে এবং ইশারা-ইংগিতেও এর দোষ বর্ণনায় কুরুআন এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেনি যার দ্বারা জানা যেতে পারে যে কুরআন বস্তুতঃ এ জিনিস বন্ধ করতে চায়।



কিংবা সেই সব মেয়েলোকদেরকে দ্রীত্ত্বে বরণ করে নাও যারা ডোমাদের মালিকানা ভুক্ত হয়েছে:৩ অবিচার হতে বাঁচার জন্যে এই অধিকতর সঠিক কাজ।

- ৪. এবং ব্রীদের 'মোহরাণা' মনের সন্তোষের সাথে (ফরয মনে করে) আদায় কর। অবশ্য ভারা নিজেরা যদি নিজেদের খুশীতে 'মোহরানার' কোন অংশ মাফ করে দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে (গ্রহণ করতে) পার।
- ৫. এবং তোমাদের সেইসব ধন-সম্পদ যা আল্লাহতা'আলা তোমাদের জন্যে জীবনে প্রতিষ্ঠার উপকরণ' স্বরূপ বানিয়েছেন তা অজ্ঞ লোকদের আয়তে ছেড়ে দিওনা। অবশ্য তাদের খাওয়া ও পরার জন্যে ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও।
- ৬. এবং ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাক্ যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌছে^{৪।}
- এর অর্থ ক্রীতদাসী। অর্থাৎ যেসব দ্রীলোক যুদ্ধবন্ধী হয়ে এসেছে এবং যুদ্ধবন্ধী বিনিময় না-হবার কারণে যাদেরকে স্কুমতের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে।
- অর্থাৎ যখন তারা বয়সে সাবালক হতে চলেছে তখন লক্ষ্য করতে থাকো-তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কতটা বিকাশ লাভ করছে এবং তাদের নিজেদের কাজকর্ম নিজেদের দায়িত্বে চালাবার কতটা যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে।

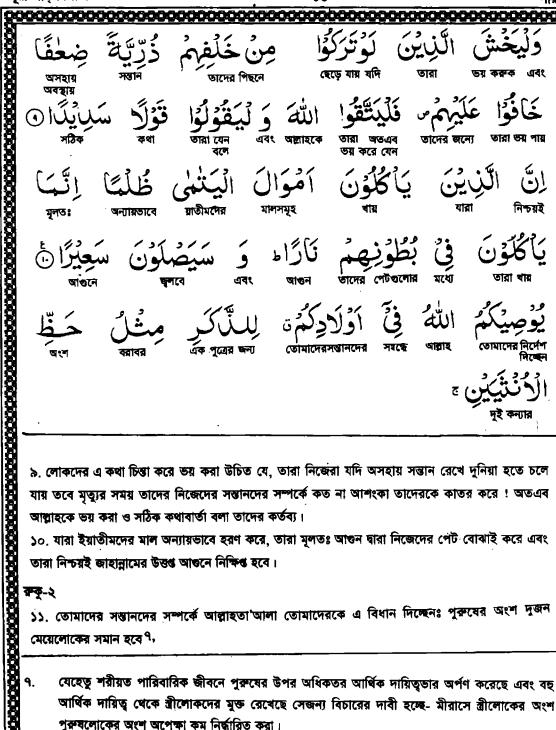




এবং দ্রীলোকদের জন্যেও সেই মাল-সম্পদে অংশ রয়েছে যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বন্ধনগণ রেখে যায়, তা অল্প হোক আর বেশী হোক^৬; এবং এই অংশ (আল্লাহর তরফ হতে) নির্ধারিত।

- ৮, আর মীরাস বউনের সময় যখন পরিবারের লোক এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে তখন সে মাল হতে তাদেরকেও কিছু দান কর। এবং তাদের সংগে ভাল মানুষের ন্যায় কথা বল।
- এই আয়াতে সৃষ্পষ্টরূপে পাঁচটি কানুনী নির্দেশ দান করা হয়েছেঃ প্রথমতঃ উত্তরাধিকার তথুমাত্র পুরুষের হক নয়। স্ত্রীলোকদেরও এর মধ্যে হক আছে। দ্বিতীয়তঃ মীরাস অবশ্যই বন্টন করতে হবে তা' পরিমাণে যতই কম হোক না কেন তৃতীয়তঃ, এই আয়াতে মৃতের পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পদকে বন্টনযোগ্য ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে- তা সে সম্পদ স্থাবর হোক বা অস্থাবর হোক, আবাদী হোক বা অনাবাদী হোক, পৈত্রিক হোক বা অপৈত্রিক হোক-বন্টনযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। চতুর্থতঃ এই আয়াত দারা জানা যায় যে, মৃতের জীবিত কালে তার সম্পদ-সম্পত্তিতে কারো কোন উত্তরাধিকার হক উদ্ভুত হয় না। উত্তরাধিকারের হক মাত্র তখনই উৎপন্ন হয় যখন মৃতব্যক্তি কোন সম্পদ ত্যাগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পঞ্চমতঃ এই আয়াত থেকে এ নিয়মও পাওয়া যায় যে, নিকটতর আত্মীয়ের বর্তমানে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মীরাস পাবে না। এ নিয়মের বিশদ বিবরণ পরে ১১ নং আয়াতের শেষাংশে ও ৩৩ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে।





- ৯. লোকদের এ কথা চিন্তা করে ভয় করা উচিত যে, তারা নিজেরা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া হতে চলে যায় তবে মৃত্যুর সময় তাদের নিজেদের সম্ভানদের সম্পর্কে কত না আশংকা তাদেরকে কাতর করে ! অতএব আল্লাহকে ভয় করা ও সঠিক কথাবার্তা বলা তাদের কর্তব্য।
- ১০. যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে হরণ করে, তারা মূলতঃ আগুন দারা নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা নিক্যাই জাহান্রামের উত্তপ্ত আন্তনে নিক্ষিপ্ত হবে।

ক্কু-২

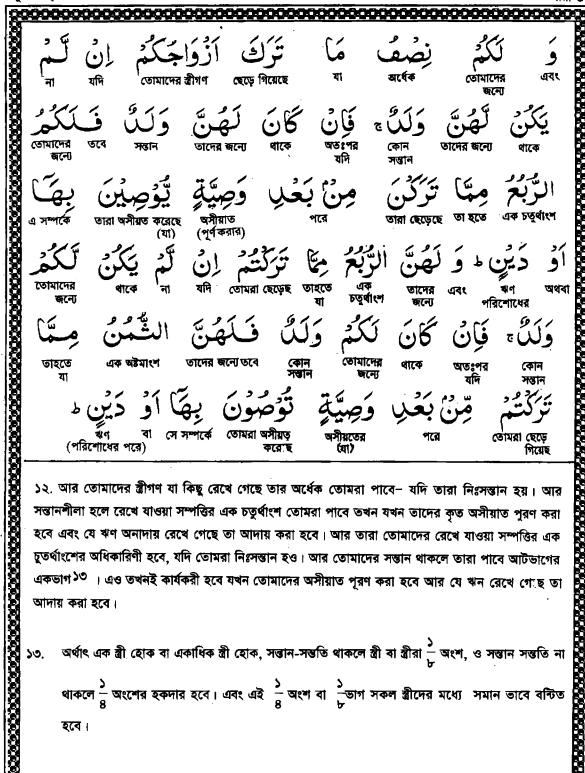
- ১১. তোমাদের সম্ভানদের সম্পর্কে আল্লাহতা আলা তোমাদেরকে এ বিধান দিচ্ছেনঃ পুরুষের অংশ দুজন মেয়েলোকের সমান হবে ^৭,
- যেহেতু শরীয়ত পারিবারিক জীবনে পুরুষের উপর অধিকতর আর্থিক দায়িত্তার অর্পণ করেছে এবং বহু আর্থিক দারিত্ব থেকে ব্রীলোকদের মুক্ত রেখেছে সেজন্য বিচারের দাবী হচ্ছে- মীরাসে ব্রীলোকের অংশ পুরুষলোকের অংশ অপেক্ষা কম নির্দ্ধারিত করা।

2	2000000000	100000000	20000000	9000000	2000000	1000000	
	క్షుర్లో দুই-ভৃতীয়াংশ	فَلَهُنَّ الله	اتنتاين بعورة	فوق	نساءً ساءً	्रेट जाता स्त्र	र्गें यमि
200000	النِّصْفُ م	जारमज बना द्विर्धि हैं (واحِ	_	وَ إِنّ	رُكُ ج	षाठेखेर مَا تَرُ
	مِيًّا تَركَ	ण्डव यक्षन जातकाता प्राप्ती	هنها ا	واجي	اله عود رِيكُلِ	ه هجه ابویم	जिल्ह या
	ছেড়ে গৈছে তাহতে যা		দৃজনের মধ্য হতে	र्गे स्ट्राइटिस स्ट्राइटिस	_	তার মা বাপের	
	हें हैं। जात छेखताधिकाती छ	रहरन महान जात		ना षाणः नव यिन	হ ৩ ৩ ছেলে সম্ভান	ठात थारक करना	
					िर्देधी क ज्जीबारन	ভার মার ভবে জন্যে	ী দুটু বি তারমা-বাপ
a			<u> </u>			4.6.1)	

(মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) যদি দু জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে ত্যাক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেয়া হবে $^{f b}$, আর একজন কন্যা হলে সে ত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ষষ্ঠ অংশ পাবে^{৯।} আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ মা-ই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা-কে দেয়া হবে তিন ভাগের একভাগ^{১০} ।

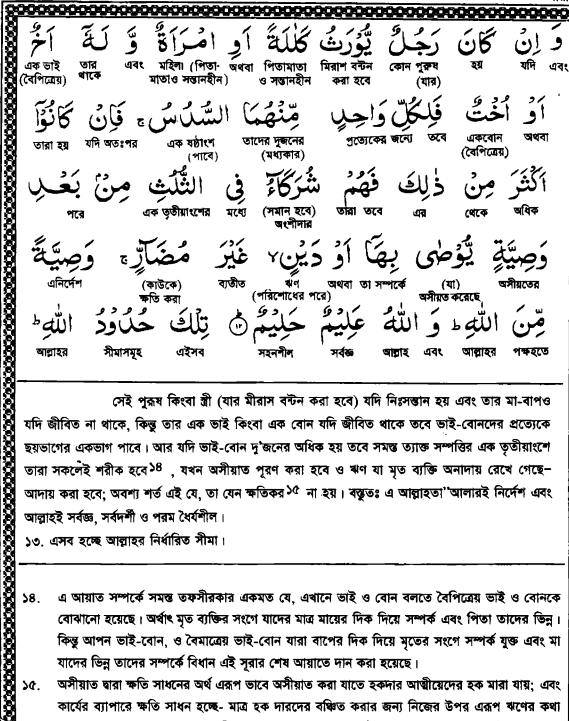
- দুই কন্যার ক্ষেত্রেও এই একই নির্দেশ। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির কোন পুত্রসম্ভান উত্তরাধিকারী না থাকে, তার ওধুমাত্র কন্যা সন্তানই থাকে তবে কন্যাসন্তান সংখ্যায় দু'জন হোক বা দুই এর অধিক হোক, উভয় অবস্থাতেই তার সমগ্র পরিত্যাক্ত সম্পদের 🚡 অংশ উক্ত কন্যা-সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হবে; এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কিছু মৃত ব্যক্তির যদি মাত্র একটি পুত্র সন্তান থাকে, তবে সর্ব সন্মত অভিমত হচ্ছে, অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অবর্তমানে সে সমগ্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে; এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারী যদি বর্তমান থাকে তবে তাদের নির্দিষ্ট অংশ দানের পর অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি সেই পুত্র পাবে।
- অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্ভান-সম্ভতি থাকলে তার মাতা-পিতা প্রত্যেকেই ত্যাক্ত সম্পত্তির 💆 ভাগ হকদার হবে। এক্ষেত্রে মৃতের উন্তরাধিকারী মাত্র কন্যা সন্তান বা পুত্র, বা পুত্র-কন্যা উভয়ই থাকুক কিংবা মাত্র এক পুত্র বা এক কন্যা থাকুক এসব অবস্থাতে একই বিধি। অবশিষ্ট 式 অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা পাবে।
- মাতা-পিতা ছাড়া যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তবে অবশিষ্ট [—] অংশ পিতা পাবে। অন্যথায় [—] অংশে পিতা ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা শরীক হবে।

- ভাই-ভগ্নির বর্তমানে মায়ের অংশ $\frac{1}{2}$ এর স্থলে $\frac{1}{2}$ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই ভাবে মায়ের অংশ থেকে যে $\frac{1}{2}$ অংশ গ্রহণ করা হল তা বাপের অংশে দেয়া হবে, কেননা সে অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। একথা জানা দরকার যে মৃতের মাতা-পিতা জীবিত ধাকলে তার ভাই-ভগ্নীদের কোন অংশ বর্তাবে না।
- যদিও অসীয়াতের উল্লেখ ঋণের উল্লেখের পূর্বে করা হয়েছে, কিন্তু উত্মতের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে ঋণ অসীয়াত অপেক্ষা অর্থাণ্য। অর্থাৎ যদি মৃতের দায়িত্বে কোন ঋণ থাকে তবে সকলের আগে মৃতের ত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে, তারপর অসীয়াত পালন করা হবে; এর পরে উত্তরাধিকার বন্টন করা হবে।



১২. আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমরা পাবে– যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন যখন তাদের কৃত অসীয়াত পুরণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চুতর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আটভাগের একভাগ^{১৩}। এও তখনই কার্যকরী হবে যখন তোমাদের অসীয়াত পূরণ করা হবে আর যে ঋন রেখে গেছে তা আদায় করা হবে।

অর্থাৎ এক স্ত্রী হোক বা একাধিক স্ত্রী হোক, সন্তান-সম্ভতি থাকলে স্ত্রী বা স্ত্রীরা 💆 অংশ, ও সন্তান সন্ততি না ১৩. থাকলে $\frac{3}{8}$ অংশের হকদার হবে। এবং এই $\frac{3}{8}$ অংশ বা $\frac{3}{8}$ ভাগ সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমান ভাবে বন্টিড হবে ৷



সেই পুরুষ কিংবা ল্লী (যার মীরাস বন্টন করা হবে) যদি নিঃসম্ভান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার এক ভাই কিংবা এক বোন যদি জীবিত থাকে তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন দু'জনের অধিক হয় তবে সমস্ত ত্যাক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে তারা সকলেই শরীক হবে ^{১৪}় যখন অসীয়াত পূরণ করা হবে ও ঋণ যা মৃত ব্যক্তি অনাদায় রেখে গেছে-আদায় করা হবে; অবশ্য শর্ত এই যে, তা যেন ক্ষতিকর ^{১৫} না হয়। বস্তুতঃ এ আল্লাহতা''আলারই নির্দেশ এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও পরম ধৈর্যশীল।

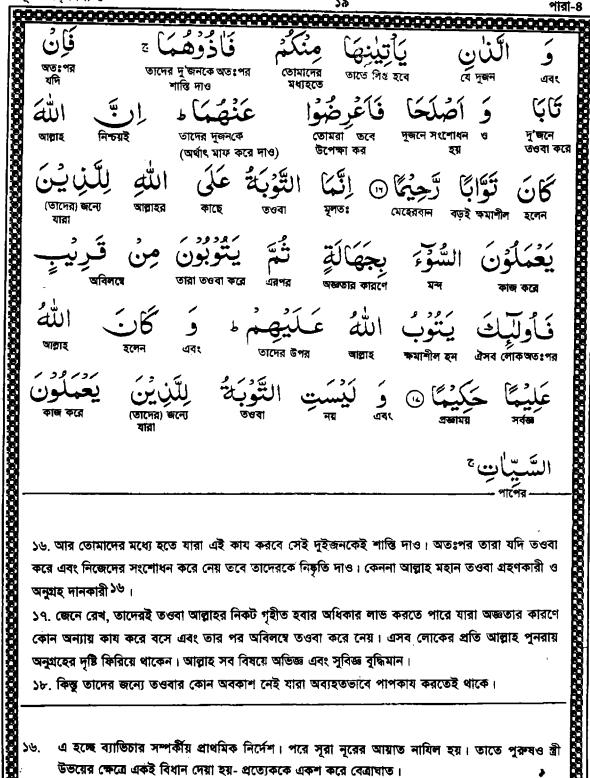
১৩. এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা।

- এ আয়াত সম্পর্কে সমস্ত তফসীরকার একমত যে, এখানে ভাই ও বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সংগে যাদের মাত্র মায়ের দিক দিয়ে সম্পর্ক এবং পিতা তাদের ভিন্ন। কিন্তু আপন ভাই-বোন, ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন যারা বাপের দিক দিয়ে মতের সংগে সম্পর্ক যুক্ত এবং মা যাদের ভিন্ন তাদের সম্পর্কে বিধান এই সূরার শেষ আয়াতে দান করা হয়েছে।
- অসীয়াত দ্বারা ক্ষতি সাধনের অর্থ এরূপ ভাবে অসীয়াত করা যাতে হকদার আত্মীয়েদের হক মারা যায়; এবং **۵**۵. কার্যের ব্যাপারে ক্ষতি সাধন হচ্ছে- মাত্র হক দারদের বঞ্চিত করার জন্য নিজের উপর এরূপ ঝণের কথা বলা যা প্রকতপক্ষে গ্রহণ করা হয়নি, বা এরূপ অন্যকোন অপকৌশল অবলম্বন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে হকদার উত্তরাধিকারীদের তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা।

(10) কোন পথ তাদের **জ**নো

যে লোক আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে আল্লাহ এমন বাগীচার মধ্যে দাখিল করাবেন যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এই বাগীচায় সে চিরদিন বসবাস করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে বিরাট সাফল্য।

- ১৪. পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহকে লংঘন করবে তাকে আল্লাহ আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে সব সময় থাকবে , আর এ তার জন্যে অপমানকর শান্তি বিশেষ। ক্বকু-৩
- ১৫. তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারাই ব্যক্তিচারে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতে চারজন সাক্ষী গ্রহণ কর। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে তবে তাদেরকে (দ্রীলোক) ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখ- যতদিন না তাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্যে কোন পথ বের করে দেন।



১৬. আর তোমাদের মধ্যে হতে যারা এই কায় করবে সেই দুইজনকেই শান্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তাদেরকে নিঙ্গুতি দাও। কেননা আল্লাহ মহান তওবা গ্রহণকারী ও অনুগ্ৰহ দানকারী ^{১৬}।

১৭. জেনে রেখ, তাদেরই তওবা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবার অধিকার লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন অন্যায় কায় করে বসে এবং তার পর অবিলম্বে তওবা করে নেয়। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ পুনরায় অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন। আল্লাহ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বৃদ্ধিমান।

১৮. কিন্তু তাদের জন্যে তওবার কোন অবকাশ নেই যারা অব্যহতভাবে পাপকায করতেই থাকে।

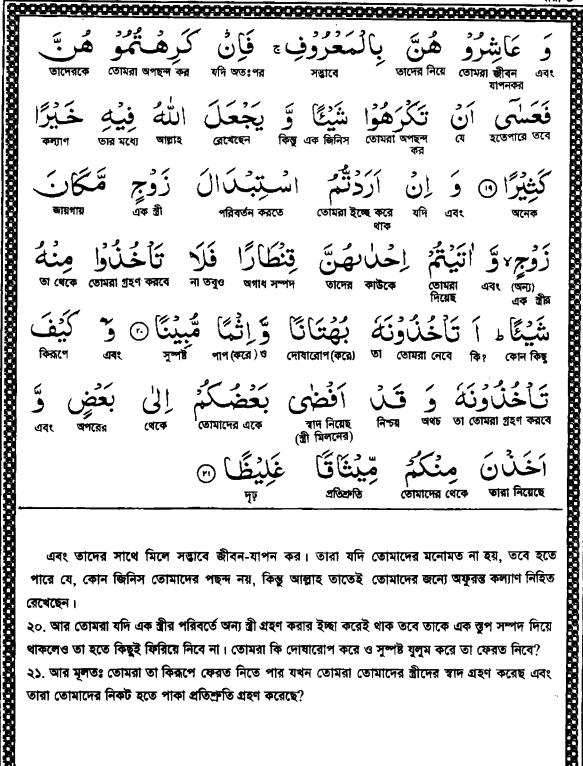
এ হচ্ছে ব্যাভিচার সম্পর্কীয় প্রাথমিক নির্দেশ। পরে সূরা নূরের আয়াত নাযিল হয়। তাতে পুরুষও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান দেয়া হয়- প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত।

28	200000000	00000000	000000	000000	000000	00000	00000	0000000
(2000)	्री स्थाय	الموت الموت	<i>و و</i> এ তাদের	ত্ত্বাক	উপস্থিত উপস্থিত	> হয়	151 यथन	্র ভ্রমনকি
	• 1	তারা এঅবস্থায়	رو و و و يمونو ساها ماها (তাদের জন্যেও)	र्ज र्जु नव जुनः	<u>ं</u> र्री। ७४न	ত ০ ০ ০ ত ৩ বা করছি	আমি নিক্যই
000000000000000000000000000000000000000	ڵؿ <u>ؙؖ</u> ؙؿ	ৰে ি কড় যন্ত্ৰণাদায়ৰ		olani a	्र जिस्क कत्ना	ভামরা তৈ	اَعُ	أوليك عرض معرضة
200000000000000000000000000000000000000	र्ड <u>ज</u> िलाक (मर्ज	ترتُوا । তোমরা উত্তরাধিকা	් බි අ ලො	يُ لَكُمُ	يَحِلْ	करत्रद्वरथ	<u>ছি</u>	الزين
20000000	ن م	_	क्यें सम्रात करन्य	ض المعروة	कें कामता वांधा		ر ع و ماعر	-
	تَبِيْنَةٍ ع	چشچ مهاه	بِفَاءِ	يَّاتِينَ اللهِ اللهِ	(বিবাহ বন্ধন ্ৰ	(S)	هُن تعمد	ا برد وو د اتبتهو البتهو
8	(তা হতে বাধা দি	9)		- MI 1 10 - CC	•			

এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে বলে যে, এখন আমি তওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন তওবা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। এই সব লোকের জন্যে আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শান্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

১৯. হে ঈমানদারগণ, জারপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয়^{১৭} এবং যে 'মোহরাণা' তোমরা তাদের দান করেছ তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে তার একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্যে হালাল নয় ৷ কিন্তু তারা যদি সুষ্পষ্ট ব্যভিচারে লিগু হয়, (তবে তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে, ১৮)

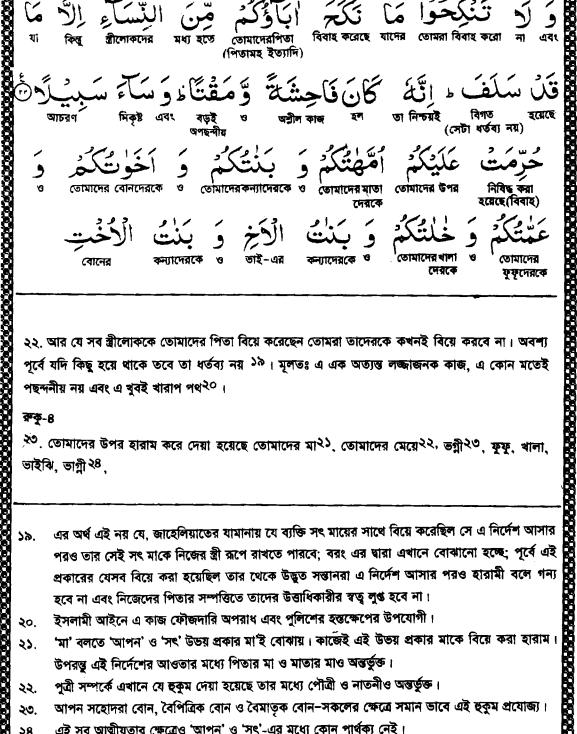
- ১৭. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকজন তার বিধবাকে মৃত্ ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তি মনে করে তার ওলি ও উত্তরাধিকারী হয়ে না বসে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী হবে স্বাধীন। ইদ্দৎ পালনের পর সে যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যার সঙ্গে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবে।
- ১৮. মাল হরণ করার জন্য নয় বরং তার বদ-চলনের শান্তি দান স্বরূপ।



এবং তাদের সাথে মিলে সম্ভাবে জীবন-যাপন কর। তারা যদি তোমাদের মনোমত না হয়, তবে হতে পারে যে, কোন জ্বিনিস তোমাদের পছন্দ নয়, কিন্তু আল্লাহ তাতেই তোমাদের জ্বন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

- ২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করেই থাক তবে তাকে এক স্তুপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা হতে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না। তোমরা কি দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফেরত নিবে?
- ২১. আর মূলতঃ তোমরা তা কিরূপে ফেরত নিতে পার যখন তোমরা তোমাদের ন্ত্রীদের স্বাদ গ্রহণ করেছ এবং ভারা ভোমাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

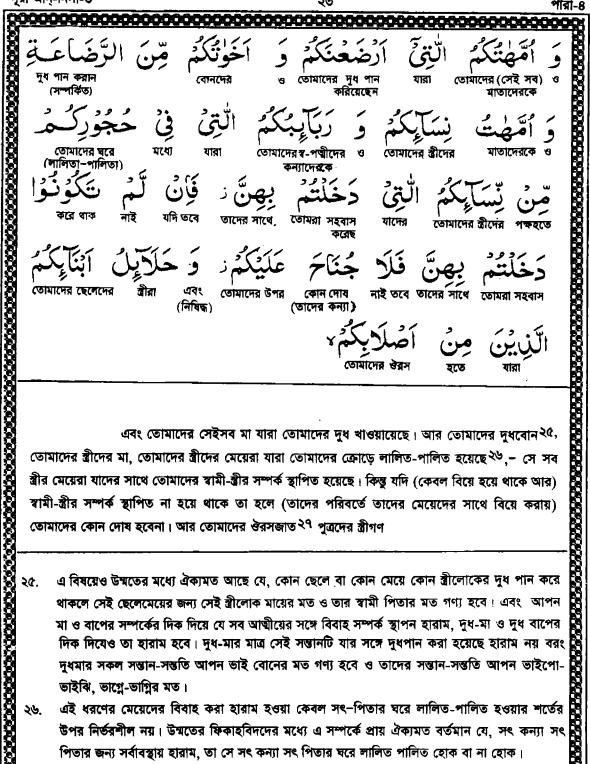




২২, আর যে সব স্ত্রীলোককে তোমাদের পিতা বিয়ে করেছেন তোমরা তাদেরকে কখনই বিয়ে করবে না। অবশ্য পূর্বে যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা ধর্তব্য নয় ^{১৯}। মূলতঃ এ এক অত্যন্ত লঙ্কাজনক কাজ, এ কোন মতেই পছন্দনীয় নয় এবং এ খুবই খারাপ পথ^{২০}।

ক্লকু-৪

- 送 . তোমাদের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা২১, তোমাদের মেয়ে২২, ভগ্নী২৩, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী ২৪
- এর অর্থ এই নয় যে, জাহেলিয়াতের যামানায় যে ব্যক্তি সৎ মায়ের সাথে বিয়ে করেছিল সে এ নির্দেশ আসার **ኔ**৯. পরও তার সেই সং মাকে নিজের স্ত্রী রূপে রাখতে পারবে; বরং এর দ্বারা এখানে বোঝানো হচ্ছে; পূর্বে এই প্রকারের যেসব বিয়ে করা হয়েছিল তার থেকে উদ্ভূত সন্তানরা এ নির্দেশ আসার পরও হারামী বলে গন্য হবে না এবং নিজেদের পিতার সম্পত্তিতে তাদের উত্তাধিকারীর স্বত্ত্ব পুঞ্চ হবে না।
- ইসলামী আইনে এ কাজ ফৌজদারি অপরাধ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের উপযোগী। २०.
- 'মা' বলতে 'আপন' ও 'সং' উভয় প্রকার মা'ই বোঝায়। কার্জেই এই উভয় প্রকার মাকে বিয়ে করা হারাম। **২১**. উপরম্ভ এই নির্দেশের আওতার মধ্যে পিতার মা ও মাতার মাও অন্তর্ভুক্ত।
- পুত্রী সম্পর্কে এখানে যে হ্কুম দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পৌত্রী ও নাতনীও অন্তর্ভুক্ত। **રર**.
- আপন সহোদরা বোন, বৈপিত্রিক বোন ও বৈমাতৃক বোন-সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাবে এই স্থকুম প্রযোজ্য। ২৩.
- এই সব আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও 'আপন' ও 'সং'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ₹8.



তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে ২৬.– সে সব ন্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যদি (কেবল বিয়ে হয়ে থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিড না হয়ে থাকে তা হলে (তাদের পরিবর্তে তাদের মেয়েদের সাথে বিয়ে করায়) তোমাদের কোন দোষ হবেনা। আর তোমাদের ঔরসজাত ^{২৭} পুত্রদের স্ত্রীগণ

- ₹₡.
- এই ধরণের মেয়েদের বিবাহ করা হারাম হওয়া কেবল সং-পিতার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। উন্মতের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রায় ঐক্যমত বর্তমান যে, সং কন্যা সং পিতার জন্য সর্বাবস্থায় হারাম, তা সে সং কন্যা সং পিতার ঘরে লালিত পালিত হোক বা না হোক। ২৬. পিতার জন্য সর্বাবস্থায় হারাম, তা সে সৎ কন্যা সৎ পিতার ঘরে লালিত পালিত হোক বা না হোক।
- পুত্রের ন্যায় পৌত্র ও নাতির স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।



এবং একই সংগে দুই বোনকে বিয়ে করা ভোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে े , কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে, তাতো হয়েই গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী ^{২৯}।

২৪. সে সব মেয়েলোকও তোমাদের প্রতি হারাম যারা অন্য কারো বিবাহাধীন রয়েছে: অবশ্য সে সব ন্ত্রীলোক এর বাইরে যারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হবে^{৩০}। এ আল্লাহতা'আলারই প্রদন্ত আইন, যা মেনে চলা তোমাদের পক্ষে একান্তই কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। এতদ্বাতীত আর যত মেয়েলোক রয়েছে তাদেরকে নিজেদের মাল-সম্পদের বিনিময়ে হাসিল করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে, যদি বিয়ের দূর্গে তাদেরকৈ সুরক্ষিত কর এবং স্বাধীন-মুক্ত যৌনস্পহা পুরণে উদ্যত না হও।

- নবী করীমের (সঃ) নির্দেশ হচ্ছেঃ খালা, ভাগ্নী এবং ফুফি ও ভাইঝিকেও একই সঙ্গে বিবাহ করা হারাম। এ ২৮. সম্পর্কে একটি মূলনীতি বুঝে নেয়া প্রয়োজন- এমন দু'জন ব্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম যাদের একজন যদি পুরুষ হতো, তাহলে অন্যের সংগে তার বিবাহ হারাম হতো।
- অর্থাৎ এর জন্য শান্তিদান করা হবে না. কিন্তু যে ব্যক্তি কাঞ্চের থাকা অবস্থায় দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করে ২৯. রেখেছে ইসলাম গ্রহণের পর তাকে একজনকে রেখে অন্যন্ধনকে ত্যাগ করতে হবে।
- অর্থাৎ যে সব স্ত্রী লোক যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে আসে, ডাদের কাফের স্বামী 'দারুল হরাবে' অর্থাৎ কাফের 90. শক্রদের দেশে বর্তমান থাকলেও তারা তোমাদের জন্য হারাম নয়। কেননা দারুল হারাব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।

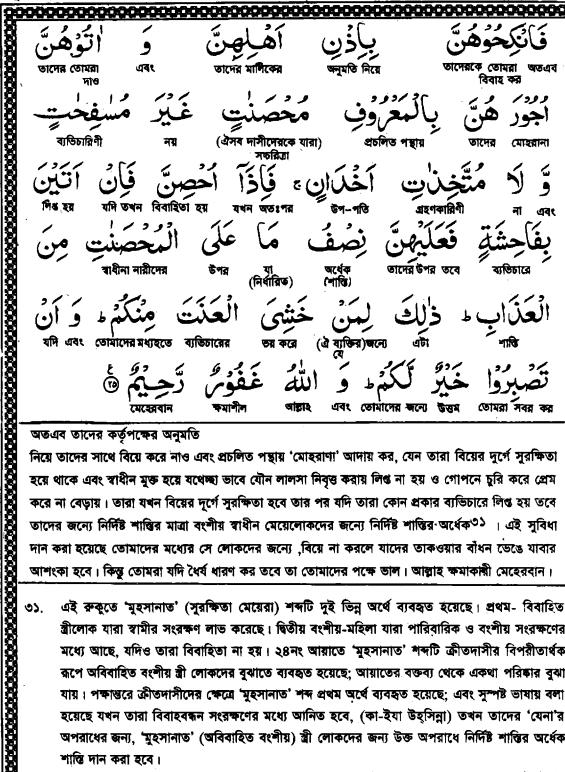


—— অন্য অংশ ——— (অর্থাৎতোমরাসমগোত্রভুক্ত)

অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে মধু তোমরা তাদের ঘারা লাভ কর, তার বিনিময়ে তাদের মোহরাণা করয হিসাবে আদায় কর। অবশ্য মোহরাণার প্রস্তাব হওয়ার পর পারস্পন্নিক রেযামন্দীর সাথে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই আল্লাহ সর্বজ্ঞ জ্ঞানী।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বংশীয় মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করতে পারে না সে যেন তোমাদের মালিকানা ভূক্ত ক্রীতদাসীদের মধ্যে হতে এমন নারীকে বিয়ে করে যে মু'মিনা হবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা সব মূলতঃ একই গোত্রের লোক,

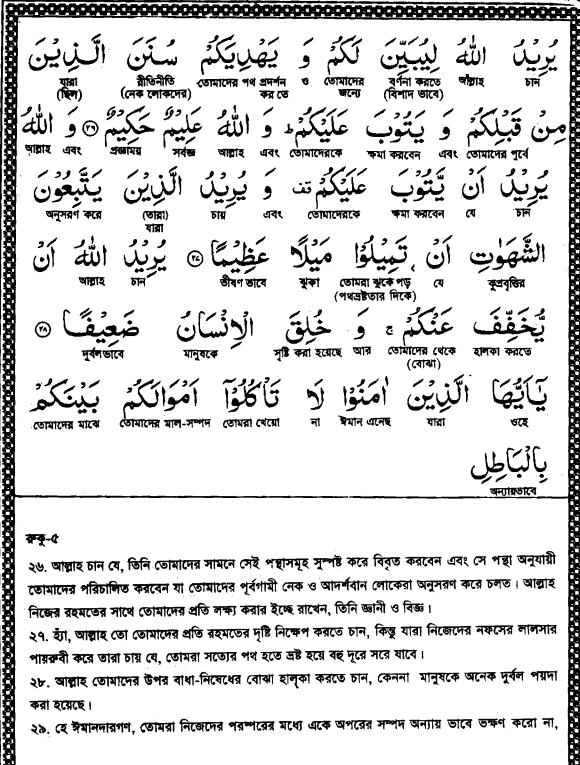




অতএব তাদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি

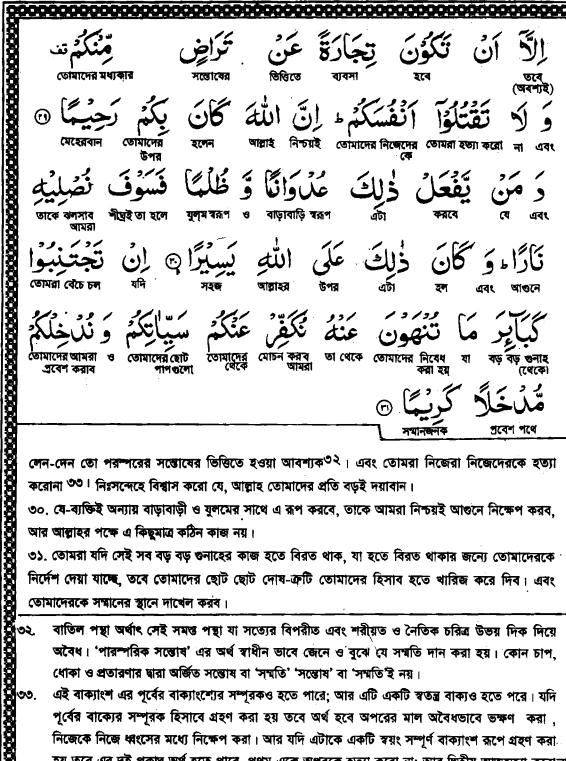
নিয়ে তাদের সাথে বিয়ে করে নাও এবং প্রচলিত পন্থায় 'মোহরাণা' আদায় কর, যেন তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকে এবং স্বাধীন মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা ভাবে যৌন লালসা নিবৃত্ত করায় লিগু না হয় ও গোপনে চুরি করে প্রেম করে না বেড়ায়। তারা যখন বিয়ের দূর্গে সুরক্ষিতা হবে তার পর যদি তারা কোন প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শান্তির মাত্রা বংশীয় স্বাধীন মেয়েলোকদের জন্যে নির্দিষ্ট শান্তির অর্ধেক^{৩১} । এই সুবিধা দান করা হয়েছে তোমাদের মধ্যের সে লোকদের জন্যে ,বিয়ে না করলে যাদের তাকওয়ার বাঁধন ভেঙে যাবার আশংকা হবে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর তবে তা তোমাদের পক্ষে ভাপ। আল্লাহ ক্ষমাকারী মেহেরবান।

এই রুকুতে 'মৃহসানাত' (সুরক্ষিতা মেয়েরা) শব্দটি দুই ভিনু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম- বিবাহিত 93. ন্ত্রীলোক যারা স্বামীর সংরক্ষণ লাভ করেছে। দ্বিতীয় বংশীয়-মহিলা যারা পারিবারিক ও বংশীয় সংরক্ষণের মধ্যে আছে, যদিও তারা বিবাহিতা না হয়। ২৪নং আরাতে 'মুহসানাত' শব্দটি ক্রীতদাসীর বিপরীতার্থক রূপে অবিবাহিত বংশীয় স্ত্রী লোকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; আয়াতের বক্তব্য থেকে একথা পরিষার বুঝা যায়। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে 'মুহসানাত' শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যখন তারা বিবাহবন্ধন সংরক্ষণের মধ্যে আনিত হবে, (কা-ইযা উহ্সিন্না) তখন তাদের 'যেনা'র অপরাধের জন্য, 'মুহসানাড' (অবিবাহিত বংশীয়) ন্ত্রী লোকদের জন্য উক্ত অপরাধে নির্দিষ্ট শান্তির অর্ধেক শান্তি দান করা হবে।



ক্লকু-৫

- ২৬. আল্লাহ চান যে, তিনি তোমাদের সামনে সেই পদ্বাসমূহ সুস্পষ্ট করে বিবৃত করবেন এবং সে পন্থা অনুযায়ী ভোমাদের পরিচালিত করবেন যা ভোমাদের পূর্বগামী নেক ও আদর্শবান লোকেরা অনুসরণ করে চলত। আল্লাহ নিচ্ছের রহমতের সাথে তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করার ইচ্ছে রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।
- ২৭. হাা, আল্লাহ তো ভোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চান, কিন্তু যারা নিজেদের নফসের লাপসার পায়ক্লবী করে তারা চায় যে, তোমরা সত্যের পথ হতে দ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে যাবে।
- ২৮. আল্লাহ তোমাদের উপর বাধা-নিষেধের বোঝা হাল্কা করতে চান, কেননা মানুষকে অনেক দুর্বল পয়দা করা হয়েছে।
- ২৯. হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পরষ্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করো না,

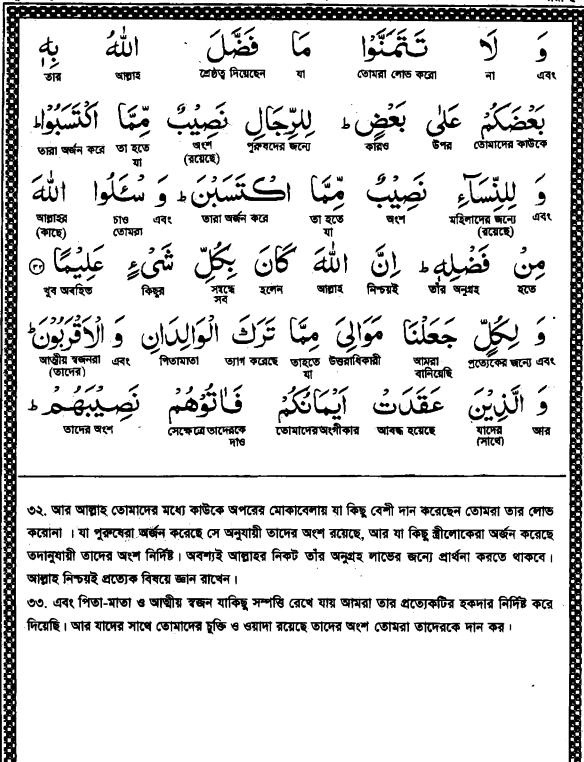


লেন-দেন তো পরস্পরের সম্ভোষের ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক^{৩২}। এবং তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা ^{৩৩।} নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান।

৩০. ষে-ব্যক্তিই অন্যায় বাড়াবাড়ী ও যুশমের সাথে এ রূপ করবে, তাকে আমরা নিক্তয়ই আগুনে নিক্ষেপ করব, আর আল্লাহর পক্ষে এ কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

৩১. তোমরা যদি সেই সব বড় বড় গুনাহের কাজ হতে বিরত থাক, যা হতে বিরত থাকার জন্যে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাছে, তবে তোমাদের ছোট ছোট দোষ-ক্রটি তোমাদের হিসাব হতে খারিজ করে দিব। এবং ভোমাদেরকে সন্মানের স্থানে দাখেল করব।

- বাতিল পদ্মা অর্থাৎ সেই সমস্ত পদ্মা যা সত্যের বিপরীত এবং শরীয়ত ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়ে অবৈধ। 'পারস্পরিক সন্তোষ' এর অর্থ স্বাধীন ভাবে জেনে ও বুঝে যে সন্মতি দান করা হয়। কোন চাপ ধোকা ও প্রতারণার দ্বারা অর্জিত সন্তোষ বা 'সন্মতি' 'সন্তোষ' বা 'সন্মতি'ই নয়।
- এই বাক্যাংশ এর পূর্বের বাক্যাংশ্যের সম্পূরকও হতে পারে; আর এটি একটি স্বডন্ত্র বাক্যও হতে পরে। যদি পূর্বের বাক্যের সম্পূরক হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে অর্থ হবে অপরের মাল অবৈধভাবে ভক্ষণ করা নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা। আর যদি এটাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্যাংশ রূপে গ্রহণ করা হয় তবে এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে, প্রথম একে অপরকে হত্যা করো না; আর দিতীয় আত্মহত্যা করোনা।



৩২. আর আল্লাহ ডোমাদের মধ্যে কাউকে অপরের মোকাবেলায় যা কিছু বেলী দান করেছেন ডোমরা তার লোভ করোনা । যা পুরুষেরা অর্জন করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু দ্রীলোকেরা অর্জন করেছে তদানুবায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্যে প্রার্থনা করতে পাকবে। আল্লাহ নিচয়ই প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

৩৩. এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বন্ধন যাকিছু সম্পত্তি রেখে যায় আমরা তার প্রত্যেকটির হ্কদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও ওয়াদা রয়েছে তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দান কর।

িন-চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই পর্যবেক্ষক ^{৩৪}। রুক-৬

৩৪. পুরুষ দ্বীলোকদের পরিচালক ^{৩৫} এই কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, এবং এ জন্যে যে, পুরুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব যারা সং মেয়েলোক আনুগত্য পরায়ণা হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর রক্ষাণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে।

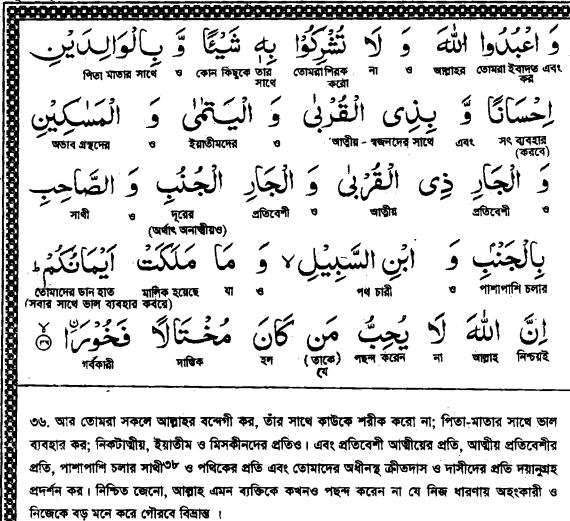
- ৩৪. আরববাসীদের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, যেসব লোকের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও দ্রাতৃ সম্পর্কের অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি করা হতো তারা একে অপরের মীরাস পাওয়ার হকদার হতো। অনুরূপ ভাবে যাকে পালক-পুত্র রাখা হতো সেও মুখ-ডাকা (পালক) পিতার উত্তরাধিকারী হতো। এই আয়াতে জাহেলী যুগের এই নিয়মকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আমি মীরাস বন্টনের যে বিধি দান করেছি, সেই নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তা বন্টন হওয়া চাই। অবশ্য যেসব লোকের সংগে তোমাদের অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি আছে তাদেরকে তোমরা জীবিত কালে তোমাদের যা ইঙ্গা তা দান করতে পারো।
- ৩৫. 'কাউয়াম' অথবা 'কাইয়েম' সেই লোককে বলা হয় যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারসমূহ সুষ্ঠ সঠিকভাবে পরিচালনা করার, রক্ষাণাবেক্ষণ ও পাহারাদারী করার ও তার সকল প্রয়োজন পুরণ করার জন্য দায়িত্শীল হয়ে থাকে।



বুঝাতে চেষ্টা কর, বিছানায় তাদের হতে দূরে থাক এবং তাদেরকে মারধর কর^{৩৬}। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে ওধু ওধুই তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতা তালাশ করো না। নিঃসন্দেহে মনে রেখো যে উপরে আল্লাহ রয়েছেন যিনি অধিক বড ও উচ্চতর।

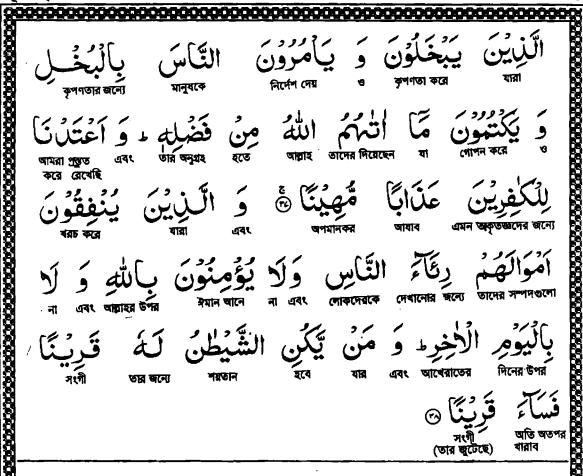
৩৫, আর কোথাও যদি তোমাদের স্বামী-ব্রীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশংকা হয় তবে একজন শালিশ পুরুষের **আত্মী**য়-স্কুনদের মধ্যে হতে এবং আর একজন দ্রীলোকের আত্মীয়দের মধ্যে হতে নিযুক্ত কর। তারা দুইজনই ^{৩৭} সংশোধন ও মিটমাট করতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল-মিশের অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ সবকিছ জানেন, সর্বাভিজ্ঞ।

- **96**. দেখা গেলে এই তিনটি পশ্থায় চেষ্টা তদবির করার অনুমতি আছে। অবশাই এই চেষ্টা—তদবিরের ব্যাপারে ই অপরাধ ও শান্তির মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্যু রক্ষা করা আবশ্যক হবে। যেখানে সহজ ও হালকা তদবিরে সংশোধন সম্ভব সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন উচিৎ হবে না। নবী করীম (সঃ) খ্রীদেরকে প্রহার করার অনুমতি বখনই দিয়েছেন, দিয়েছেন খুবই অনিছা সম্ভেও - তবুও তিনি মারধরকে অপছন্ট করেছেন।
- এখানে 'দুইজন' অর্ধঃ দুইজন শালিশও হয়; এবং স্বামী ও ন্ত্রী এই দুইজ্লন-এও হয়। প্রত্যেক বিবাদ-99. বিসংবাদের মীমাংসা সম্ভব: অবশ্যই যদি পক্ষদ্বয় সন্ধি-প্রিয় হয় এবং মধ্যস্থ ব্যক্তিরাও যে কোন প্রকারে **প্রক্ষৎয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য আন্ত**রিকতার সংগে চেষ্টা-যত্র করে ৷



৩৬, আর তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না: পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর: নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতিও। এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী^{৩৮} ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে নিজ্ঞ ধারণায় অহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গৌরবে বিভ্রান্ত ।

'সাহেবিল জামবে' - 'পার্শ্বের সাথী'র অর্থ- একত্র বসবাসকারী বন্ধু হতে পারে; কোথায়ও কোন সময় ৩৮. সাময়িক ভাবে একজনের সংগী হয় তাকেও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আপনি বাজারে চলেছেন, এবং কোন ব্যক্তি আপনার সংগে পথ চলেছে; বা আপনি কোন দোকানে জিনিষ খরিদ করছেন আর কোন ঘিতীয় খরিদদার ও আপনার পাশে বসেছে: বা সফরে কোন ব্যক্তি আপনার সহযাত্রী হয়েছে। এসব অস্থায়ী ও সাময়িক প্রতিবেশীদেরও প্রত্যেক ভদু ও সদ্ধ্রমশীল মানুষের উপর কিছু না কিছু হক আছে। সূতরাং তার প্রতি যথাসম্ভব ভাল ব্যবহার করা ও তাকে দুঃখ দেয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।



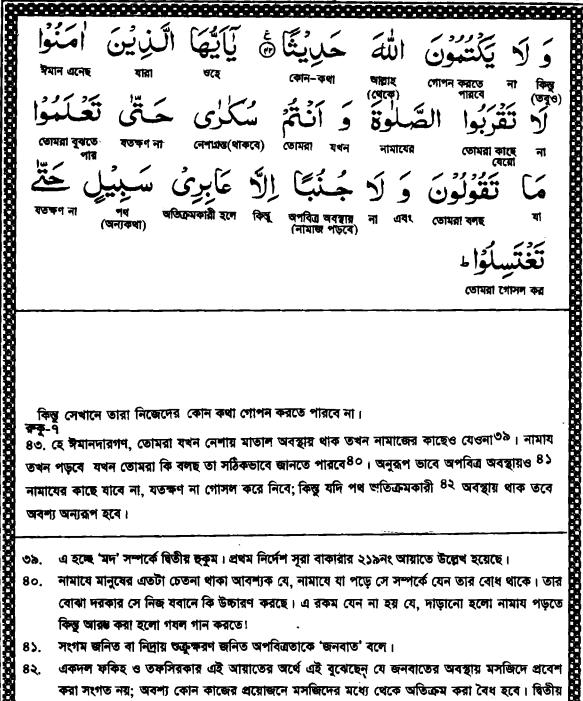
৩৭. সে সব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্য লোককেও কার্পণ্য করার উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুমহে তাদেরকে যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এরপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে আমরা অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

৩৮. আর সে সব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেদের ধন-মাল তথু লোকদের দেখাবার ছলে ব্যয় করে থাকে, আর প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আর না পরকালের প্রতি। সত্য কথা এই যে, শয়তান যার সংগী হয়েছে তার ভাগ্যে খুব খারাব সংগীই জুটেছে।

(PA	100000000	0000000	0000000	000000	20000000	0000000	00000000
Š	ع متا	رو ا	ام	ر کُرُ	عكيه	ماذا	و
	ও বালাহ	র উপর তারা	ঈমান আনত	यमि	তার্দের উপর	কি (হড)	এবং
8	وَ كَانَ	مُ اللهُ م	مربريت	مِیا	انفقوا	اللخير و	اليوم ا
8	হলেন এবং	আল্লাহ 'ড	চাদের রিযিক দি রেছে ন	তা হ তে যা	ভারা খরচ করত	ও অতিবরাতের	। पितन
8	ل ذَسَةِ	لم مِثْقًا	الا يَظِ	क्या (ا 😡 اِتَّ	لَمُ عَلِيْكًا	اللهُ به
			করেন না	আল্লাহ বি	নকরই পু	ব অবগত তা স	দের জারা ছ পর্কে
Š	غُنٰںٝڴ	من من	و يۇپ سى	عِفْهَا	الله الله	تَكُ حَسَّ	و إن
8	তাঁর নিকট			তা দিগুণ ব (তার জ্ব	ন্য) (কা	(8)	ষদি এবং
	يَّةٍ بِشُونِينٍ	، كُلِّ أَمَّ	مِثْنَا مِن	راذا ج	فُكُيْفَ	عَظِيمًا ۞	أجرًا
Š	একদ্রনসাকী উম	•	ধ্যহতে আমরা ই	্যযির যখন	কেমন অতঃপর (হবে)	বিরাট	পুরকার
8	نِ تَيُودُّ	رم نزور آق بومب	شَهِينًا ﴿	الأع	ىكى ھۇ	نَا بِكَ عَ	وَّ جَنُ
	কামনা করবে	त्र मिन	সাকী হি		দর উপর	ভোমাকে আম	রো হাথির এবং করব
Š	الأرض الأرض	را مونی بروم	رُ كُوْ تُسُ	الرّسو(عصوا	گَفُرُوْا وَ	الَّنِينَ
	यमीदन	তাদেরকে মিণি দেয়	दिश्र यमि ः		বোধ্যতা করেছে	ভ কৃফরি করেছে	যারা

৩৯. তাদের উপর কি বিপদটা ঘটত যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনত, এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তা হতে খরচ করত? তারা যদি এরূপ করত, তা হলে তাদের এই নেক কান্ধ আল্লাহর অগোচরে খেকে যেত না।

- ৪০. আল্লাহ কারও উপর একবিন্দু পরিমান যুলম করেন না; কেউ যদি একটি নেকী করে তবে আল্লাহ তাকে দ্বিত্তন করে দেন, তদুপরি তিনি নিজের ভরফ হতে আরও বড় ফল দান করেন।
- 8১. তার পরে চিম্তা কর যে, আমি যখন প্রত্যেক উন্মাতের মধ্যে হতে একজন করে সাচ্চী হাযির করব, এবং এ সমস্ত সম্পর্কে তোমাকে (হে মুহাম্মাদ) সাচ্চী হিসেবে পেশ করব তখন তারা কি করবে!
- 8২. তখন সে সব লোক- যারা রস্লের কথা মেনে নেয়নি, বরং তাঁর না-ফরমানিতেই নিযুক্ত রয়েছে- কামনা করবে, হায়! যমীন যদি ফেটে যেত এবং তার মধ্যে সে প্রবেশ করতে পারত!



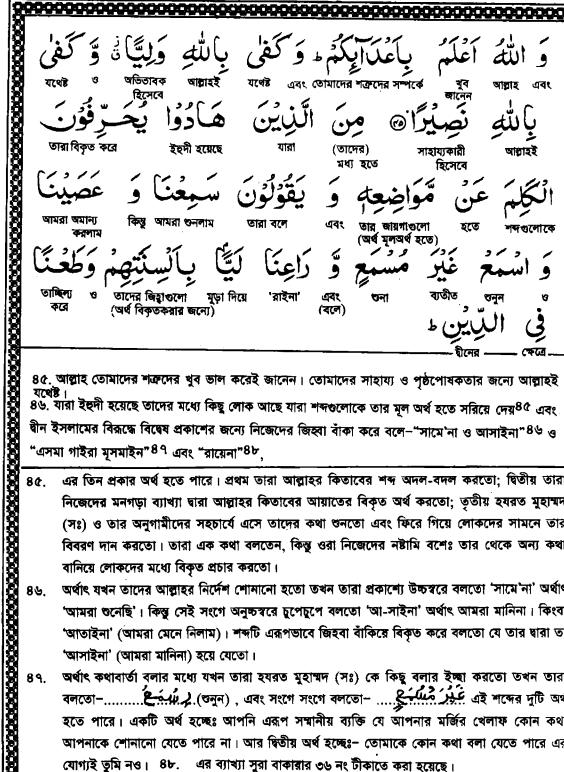
কিন্তু সেখানে তারা নিজেদের কোন কথা গোপন করতে পারবে না।

৪৩. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশায় মাতাশ অবস্থায় থাক তখন নামাজের কাছেও যেওনা^{৩৯}। নামায তখন পড়বে যখন ভোমরা কি বলছ তা সঠিকভাবে জ্ঞানতে পারবে^{৪০}। অনুরূপ ভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও ^{৪১} নামাযের কাছে যাবে না, যভক্ষণ না গোসল করে নিবে; কিন্তু যদি পথ শুতিক্রমকারী ^{৪২} অবস্থায় থাক ডবে অবশ্য অন্যত্রপ হবে।

- এ হচ্ছে 'মদ' সম্পর্কে বিভীয় স্কুম। প্রথম নির্দেশ সূরা বাকারার ২১৯নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। **0**8.
- নামাযে মানুষের এতটা চেতনা থাকা আবশ্যক যে, নামাযে যা পড়ে সে সম্পর্কে যেন তার বোধ থাকে। তার 80. বোঝা দরকার সে নিজ যবানে কি উচ্চারণ করছে। এ রকম যেন না হয় যে, দাড়ানো হলো নামায পড়তে কি**তু আরম্ভ** করা হলো গয়ল গান করতে।
- সংগম জ্বনিত বা নিদ্রায় তকুক্ষরণ জ্বনিত অপবিত্রতাকে 'জনবাত' বলে। 85.
- একদল ফকিহ ও তফসিরকার এই আয়াতের অর্থে এই বুঝেছেন্ যে জনবাতের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ 84. করা সংগত নয়; অবশ্য কোন কাজের প্রয়োজনে মসজিদের মধ্যে থেকে অতিক্রম করা বৈধ হবে। দ্বিতীয় দলের অভিমতে এর অর্থ -সফর। অর্থাৎ সফর কালে কোন ব্যক্তির জনাবতের অবস্থা হলে সে তায়ামুম দ্বারা পবিত্রতা হাসেল করতে পারে।

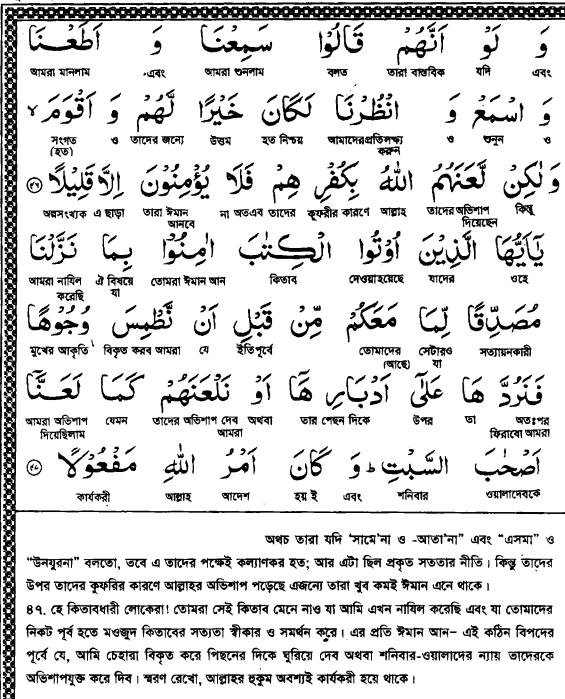
	AL -11	
8	9001	2002020000000000000000000000000000000
	Ţ	أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ
		و رن سام معروری او علی سفیر او ج
H	আ	শে অথবা সফরের উপর বা অসুস্থ তোমরা হও যদি এবং
H	,	11 July 2011 11 1791 1 3000
d	ھ	المحلِّ مِنْكُم مِن العَالِطِ أو ليسائم النِّساءُ في دُ
8	না	অতঃশর ল্রীদের তোমরা সহবাস বা পার্মধানা হতে তোমাদের কেউ
ä	•	(সাথে) কর (গ্রন্থাব পায়খানা করে) মধ্যহতে ৩ / ০ (
S	1	ا تُحِدُوا مَاءً فَتَأَكَّبُوا صَعِيدًا طُدًّا وَأُمْرَحُ
S	'5	
8	তোম:	রা মনেহ অতঃপর পবিত্র মাটি দিয়ে তোমরা তবে পানি তোমরা পাও কর তায়াত্মম কর
ã		
S	@	ا بُوجُوهِكُمْ وَ آيُدِينِكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفَوًّا غَفُورًا
H	,	
		ক্মানীল মাফকারী হলেন আল্লাহ নিক্যুই তোমাদের হাতগুলোকেও তোমাদের মুখ্যভল কৈ
B		الكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ ا
3	>	الماحر رق الورين الوحوا الوحواء
Š		কিতাবের এক অংশ দেওয়াহয়েছিল যাদের তাদের তুমি দেখনাই কি (জ্ঞানের) প্রতি
	ь	
9	@	الشَّدُونُ الضَّلِلَةُ وَ يَرِبُونِ أَنِ نَضِلُوا السَّبِيلِ
5		
	 -	(নাতক) পথ তোমরা খারেরে ফেল থে তারাকামনা করে ও পথ-দ্রন্ততা তারা দ্রেম করে
	. 1	আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাক, কিংবা পৃথিক অবস্থায় থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে
8	কেউ :	যদি পায়খানা করে আসে, কিংবা ভোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাক $^{8\mathfrak{G}_5}$ আর তার পর যদি পানি না পাও,
3	তবে গ	পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ কর এবং তা দিয়ে নিজের মুখমন্ডল ও হাত 'মসেহ' কর ⁸⁸ আল্লাহ নিঃসন্দেহে
	কোম	পতার সাথে কাজ নিয়ে থাকেন ও তিনি ক্ষমাশীল।
	88. 7	হুমি সে সব লোকও কি দেখেছ যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা নিজেরা মূর্খতা
		মরাহীর খরিন্দার সেজে বসেছে, বরং তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চাইছে।
3	0 0 11	
	৪৩.	স্পর্শ করার অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতডেদ আছে। কিছু সংখ্যক ইমামের মতে এর অর্থ স্ত্রী-সহবাস। ইমাম
		আবু হানিফা ও তার সহচরগণ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য কিছু সংখ্যক ফকিহর মতে এর
Ĭ		অর্থ 'স্পর্শ করা' বা 'হাত লাগানো' মাত্র। ইমাম শাফীও এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিকের মতে, যদি
ş		P1
Ş		দেহে অন্যের স্পর্শ লাগে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।
Ĭ	88.	এই নির্দেশের বিস্তারিত কথা এই যে, কেউ যদি ওযুহীন হয়, বা কারো যদি গোশলের প্রয়োজন হয় কিন্তু
Ĭ	J O.	পানি না পাওয়া যায় তবে তায়ালুম করে সে নামায় পড়তে পারে। আর যদি কেউ অসুস্থ্য ও রোগগস্থ হয়
		ाति है है। स्वापन वर्ष कर्ष कर्ष है। स्वाप कर्ष कर्ष है। स्वापन कर्ष कर्ष है। स्वापन कर्ष कर्ष है। स्वापन कर्ष
		পুরুষ বা খ্রীলোক কামনাবশে এক অন্যকে স্পর্শ করে তবে ওয়ূ নষ্ট হবে, কিন্তু কামভাব ছাড়া যদি একের দেহে অন্যের স্পর্শ লাগে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এই নির্দেশের বিস্তারিত কথা এই যে, কেউ যদি ওয়ুহীন হয়, বা কারো যদি গোশলের প্রয়োজন হয় কিন্তু পানি না পাওয়া যায় তবে তায়ান্মুম করে সে নামায় পড়তে পারে। আর যদি কেউ অসুস্থ্য ও রোগগ্রন্থ হয় এবং গোশল বা ওয়ু করলে তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় তবে পানি পাওয়া গেলেও তায়ান্মুম করার
ш		INITINA POUNT OF STATE STATE STATE :

- ৪৪. তুমি সে সব লোকও কি দেখেছ যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা নিজেরা মূর্খতা ও গোমরাহীর ধরিন্দার সেজে বসেছে, বরং তোমাদেরকেও পথন্রষ্ট করতে চাইছে।
- স্পর্শ করার অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিছু সংখ্যক ইমামের মতে এর অর্থ ব্রী-সহবাস। ইমাম 89. আবু হানিফা ও তার সহচরগণ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য কিছু সংখ্যক ফকিহর মতে এর অর্থ 'স্পর্শ করা' বা 'হাত লাগানো' মাত্র। ইমাম শাফীও এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিকের মতে, যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোক কামনাবশে এক অন্যকে স্পর্শ করে তবে ওয়ূ নষ্ট হবে, কিন্তু কামভাব ছাড়া যদি একের দেহে অন্যের স্পর্শ লাগে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।
- এই নির্দেশের বিস্তারিত কথা এই যে, কেউ যদি ওযুহীন হয়, বা কারো যদি গোশলের প্রয়োজন হয় কিছু পানি না পাওয়া যায় তবে তায়াশ্বম করে সে নামায় পড়তে পারে। আর যদি কেউ অসুস্থ্য ও রোগগ্রন্থ হয় এবং গোশল বা ওযু করলে তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় তবে পানি পাওয়া গেলেও তায়ামুম করার অনুমতির সুযোগ সে গ্রহণ করতে পারবে ।



৪৫. আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের খুব ভাল করেই জানেন। তোমাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে আল্লাহই ৪৬. যারা ইহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা শব্দগুলোকে তার মূল অর্থ হতে সরিয়ে দের^{৪৫} এবং দ্বীন ইসলামের বিরূদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের জন্যে নিজেদের জিহ্বা বাঁকা করে বলে–"সামে'না ও আসাইনা"৪৬ ও "এসমা গাইরা মৃসমাইন"^{৪৭} এবং "রায়েনা"^{৪৮},

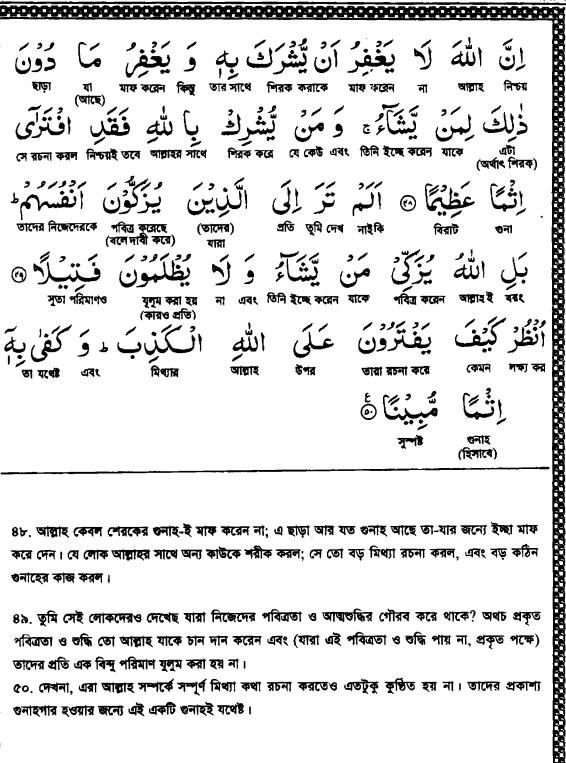
- এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দ অদল-বদল করতো; ঘিতীয় তারা 8¢. নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দারা আল্লাহর কিতাবের আয়াতের বিকৃত অর্থ করতো; তৃতীয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার অনুগামীদের সহচার্যে এসে তাদের কথা খনতো এবং ফিরে গিয়ে লোকদের সামনে তার বিবরণ দান করতো। তারা এক কথা বলতেন, কিন্তু ওরা নিজেদের নষ্টামি বশেঃ তার থেকে অন্য কথা বানিয়ে লোকদের মধ্যে বিকৃত প্রচার করতো।
- অর্থাৎ যখন তাদের আল্লাহর নির্দেশ শোমানো হতো তখন তারা প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে বলতো 'সামে'না' অর্থাৎ 💈 ৪৬. 'আমরা শুনেছি'। কিন্তু সেই সংগে অনুচন্তররে চুপেচুপে বলতো 'আ-সাইনা' অর্থাৎ আমরা মানিনা। কিংবা 'আতাইনা' (আমরা মেনে নিলাম)। শব্দটি এরূপভাবে জিহবা বাঁকিরে বিকৃত করে বলতো যে তার দারা তা 'আসাইনা' (আমরা মানিনা) হয়ে যেতো।
- অর্থাৎ কথাবার্তা বলার মধ্যে যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে কিছু বলার ইচ্ছা করতো তখন তারা 89. वनराज-...... १०.५% 🛴 (छन्न) , धवः সংগে সংগে वनराज-হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছেঃ আপনি এরপ সম্মানীয় ব্যক্তি যে আপনার মর্জির খেলাফ কোন কথা আপনাকে শোনানো যেতে পারে না। আর দিতীয় অর্থ হচ্ছেঃ- তোমাকে কোন কথা বলা যেতে পারে এর যোগ্যই তুমি নও। ৪৮. এর ব্যাখ্যা সুরা বাকারার ৩৬ নং টীকাতে করা হয়েছে।



অথচ তারা যদি 'সামে'না ও -আতা'না" এবং "এসমা" ও

"উনযুরনা" বলতো, তবে এ তাদের পক্ষেই কল্যাণকর হত; আর এটা ছিল প্রকৃত সততার নীতি। কিন্তু তাদের উপর তাদের কৃফরির কারণে আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে এজন্যে তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

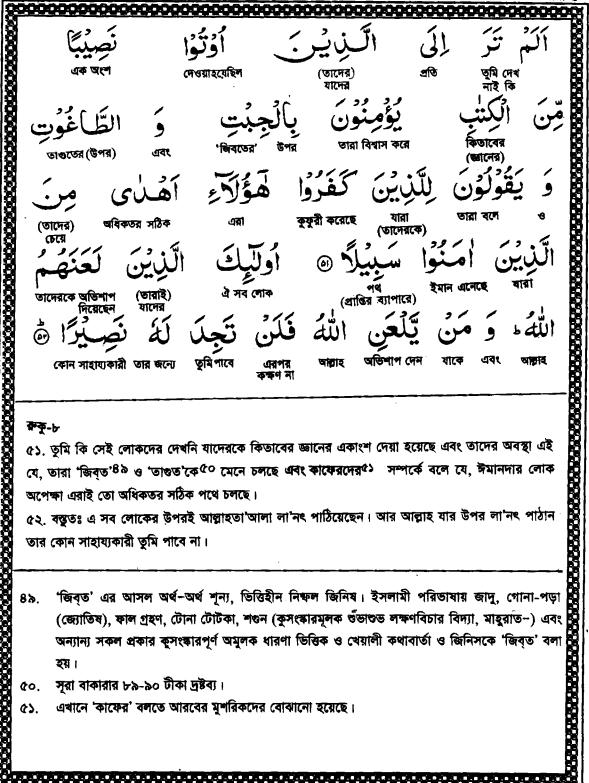
৪৭. হে কিতাবধারী লোকেরা! তোমরা সেই কিতাব মেনে নাও যা আমি এখন নাবিল করেছি এবং যা তোমাদের নিকট পূর্ব হতে মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে। এর প্রতি ঈমান আন- এই কঠিন বিপদের পূর্বে যে, আমি চেহারা বিকৃত করে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেব অথবা শনিবার-ওয়ালাদের ন্যায় তাদেরকে অভিশাপযুক্ত করে দিব। স্বরণ রেখো, আল্লাহর হুকুম অবশাই কার্যকরী হয়ে থাকে।



৪৮. আল্লাহ কেবল শেরকের গুনাহ-ই মাষ্ক করেন না; এ ছাড়া আর যত গুনাহ আছে তা-যার জন্যে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করল; সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল, এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল।

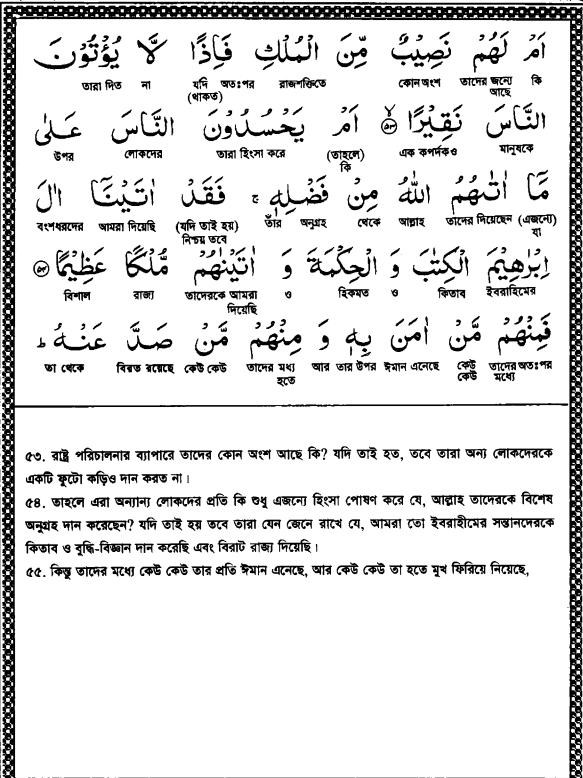
৪৯. তুমি সেই লোকদেরও দেখেছ যারা নিজেদের পবিত্রতা ও আত্মতদ্ধির গৌরব করে থাকে? অথচ প্রকৃত পবিত্রতা ও শুদ্ধি তো আল্লাহ যাকে চান দান করেন এবং (যারা এই পবিত্রতা ও শুদ্ধি পায় না, প্রকৃত পক্ষে) তাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হয় না।

৫০. দেখনা, এরা আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিখ্যা কথা রচনা করতেও এতটুকু কৃষ্ঠিত হয় না। তাদের প্রকাশ্য গুনাহশার হওয়ার জন্যে এই একটি গুনাহই যথেষ্ট।



季季-b

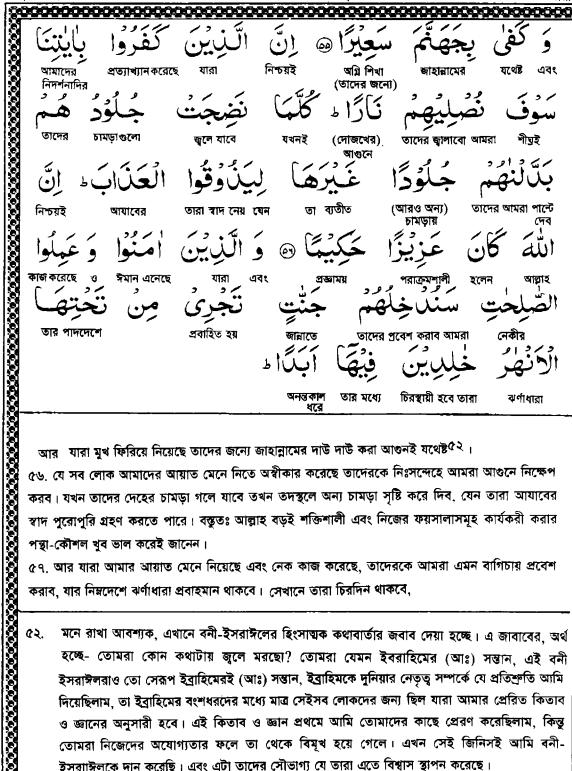
- ৫১. তুমি কি সেই লোকদের দেখনি যাদেরকে কিডাবের জ্ঞানের একাংশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা এই যে, তারা 'জিব্ড'⁸৯ ও 'তাগুড'কে^{৫০} মেনে চলছে এবং কাকেরদের^{৫১} সম্পর্কে বলে যে, ঈমানদার লোক অপেক্ষা এরাই তো অধিকতর সঠিক পথে চলছে।
- ৫২. বস্তুতঃ এ সব লোকের উপরই আল্লাহতা'আলা লা'নৎ পাঠিয়েছেন। আর আল্লাহ যার উপর লা'নৎ পাঠান তার কোন সাহায্যকারী তুমি পাবে না।
- 8৯.
- CO.
- **৫১**.



৫৩. রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তাদের কোন অংশ আছে কি? যদি তাই হত, তবে তারা অন্য লোকদেরকে একটি ফুটো কডিও দান করত না।

৫৪. তাহলে এরা অন্যান্য লোকদের প্রতি কি ওধু এজন্যে হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন? যদি তাই হয় তবে তারা যেন জেনে রাখে যে, আমরা তো ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও বৃদ্ধি-বিজ্ঞান দান করেছি এবং বিরাট রাজ্য দিয়েছি।

৫৫. কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতি ঈমান এনেছে. আর কেউ কেউ তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

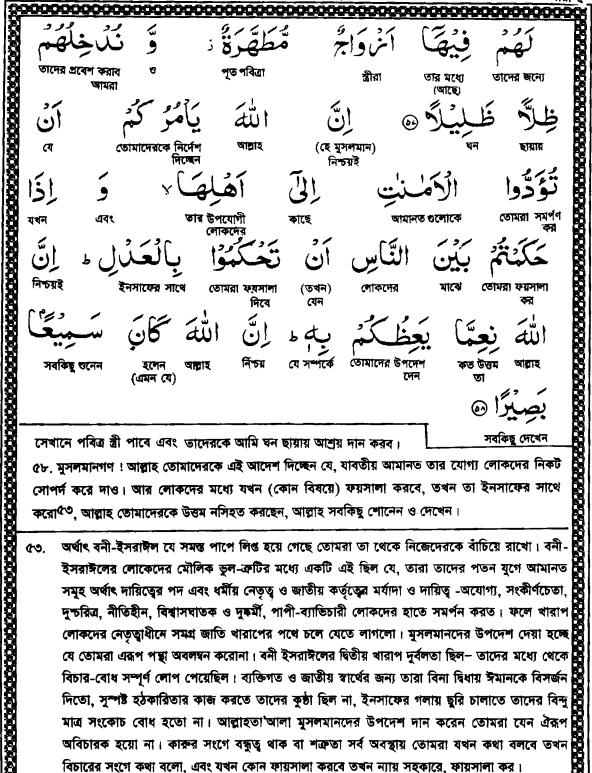


আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্যে জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুনই যথেষ্ট^{৫২}।

৫৬, যে সব লোক আমাদের আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দিব, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে । বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকরী করার পন্থা-কৌশল খুব ভাল করেই জানেন।

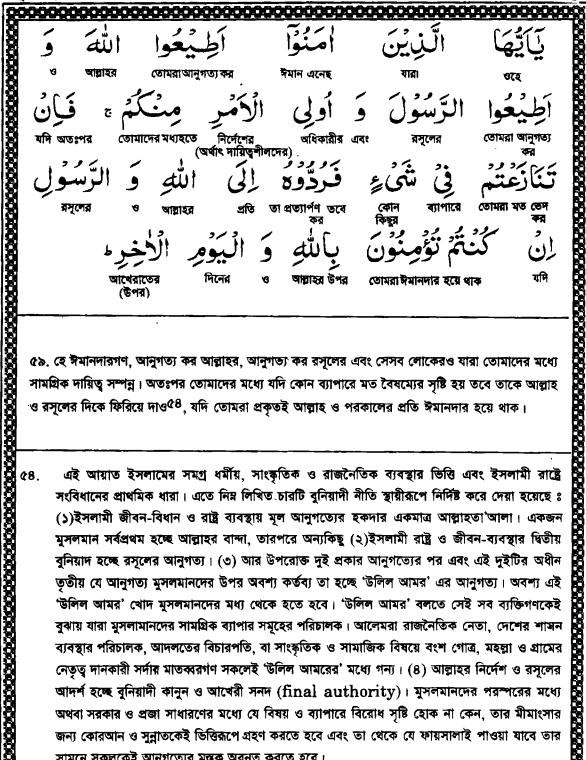
৫৭, আর যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদেরকে আমরা এমন বাগিচায় প্রবেশ করাব্ যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে,

মনে রাখা আবশ্যক, এখানে বনী-ইসরাঈলের হিংসাত্মক কথাবার্তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ জাবাবের অর্থ ৫૨. হচ্ছে- তোমরা কোন কথাটায় জ্বলে মরছো? তোমরা যেমন ইবরাহিমের (আঃ) সম্ভান, এই বনী ইসরাঈলরাও তো সেরূপ ইব্রাহিমেরই (আঃ) সস্তান, ইব্রাহিমকে দুনিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, তা ইব্রাহিমের বংশধরদের মধ্যে মাত্র সেইসব লোকদের জন্য ছিল যারা আমার প্রেরিত কিতাব ও জ্ঞানের অনুসারী হবে। এই কিতাব ও জ্ঞান প্রথমে আমি তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, কিন্ত তোমরা নিজেদের অযোগ্যতার ফলে তা থেকে বিমৃখ হয়ে গেলে। এখন সেই জিনিসই আমি বনী-ইসরাাঈলকে দান করেছি। এবং এটা তাদের সৌভাগ্য যে তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।



সেখানে পৰিত্র স্ত্রী পাবে এবং তাদেরকে আমি ঘন ছায়ায় আশ্রয় দান করব। ৫৮, মুসলমানগণ ! আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত তার যোগ্য লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও। আর শোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) ফয়সালা করবে, তখন তা ইনসাফের সাথে করো^{তে}, আল্লাহ ভোমাদেরকে উত্তম নসিহত করছেন, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

€0. সমূহ অর্থাৎ দায়িত্বের পদ এবং ধর্মীয় নেভৃত্ব ও জাতীয় কর্তৃত্বের মর্যাদা ও দায়িত্ব -অযোগ্য, সংকীর্ণচেতা, দুক্তরিত্র, নীতিহীন, বিশ্বাসঘাতক ও দুরুর্মী, পাপী-ব্যাভিচারী লোকদের হাতে সমর্পন করত। ফলে খারাপ লোকদের নেতৃত্বাধীনে সমগ্র জাতি খারাপের পথে চলে যেতে লাগলো। মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে 🔀 যে তোমরা এরপ পদ্মা অবলম্বন করোনা। বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় খারাপ দুর্বলতা ছিল— তাদের মধ্যে থেকে বিচার-বোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থের জন্য তারা বিনা দ্বিধায় ঈমানকে বিসর্জন দিতো, সুস্পষ্ট হঠকারিতার কাজ করতে তাদের কুষ্ঠা ছিল না, ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে তাদের বিন্দু মাত্র সংকোচ বোধ হতো না। আল্লাহতা আলা মুসলমানদের উপদেশ দান করেন তোমরা যেন ঐরূপ অবিচারক হয়ো না। কার্ক্রর সংগে বন্ধুত্ব থাক বা শক্রুতা সর্ব অবস্থায় তোমরা যখন কথা বলবে তখন বিচারের সংগে কথা বলো, এবং যখন কোন ফায়সালা করবে তখন নাায় সহকারে, ফায়সালা কর। বিচারের সংগে কথা বলো, এবং যখন কোন ফায়সালা করবে তখন ন্যায় সহকারে, ফায়সালা কর।



৫৯. হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগভ্য কর রসূলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মত বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও^{৫৪}, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক।

এই আয়াত ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রে ¢8. সংবিধানের প্রাথমিক ধারা। এতে নিম্ন লিখিত চারটি বুনিয়াদী নীতি স্থায়ীরূপে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঃ (১)ইসলামী জীবন-বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূল আনুগত্যের হকদার একমাত্র আল্লাহতা আলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম হচ্ছে আল্লাহর বান্দা, তারপরে অন্যকিছু (২)ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে রস্তুলের আনুগত্য। (৩) আর উপরোক্ত দুই প্রকার আনুগত্যের পর এবং এই দুইটির অধীন ভৃতীয় যে আনুগত্য মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য তা হচ্ছে 'উলিল আমর' এর আনুগত্য। অবশ্য এই 'উলিল আমর' খোদ মুসলমানদের মধ্য থেকে হতে হবে। 'উলিল আমর' বলতে সেই সব ব্যক্তিগণকেই বুঝায় যারা মুসলামানদের সামগ্রিক ব্যাপার সমূহের পরিচালক। আলেমরা রাজনৈতিক নেতা, দেশের শাস্ত্রন ব্যবস্থার পরিচালক, আদলতের বিচারপতি, বা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে বংশ গোত্র, মহল্লা ও গ্রামের নেতৃত্ব দানকারী সর্দার মাতব্বরর্গণ সকলেই 'উলিল আমরের' মধ্যে গন্য। (৪) আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের আদর্শ হচ্ছে বুনিয়াদী কানুন ও আখেরী সনদ (final authority)। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে অথবা সরকার ও প্রজা সাধারণের মধ্যে যে বিষয় ও ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি হোক না কেন, তার মীমাংসার জন্য কোরআন ও সুন্নাতকেই ডিন্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে এবং তা থেকে যে ফায়সালাই পাওয়া যাবে তার সামনে সকলকেই আনুগত্যের মন্তক অবনত করতে হবে।

م م

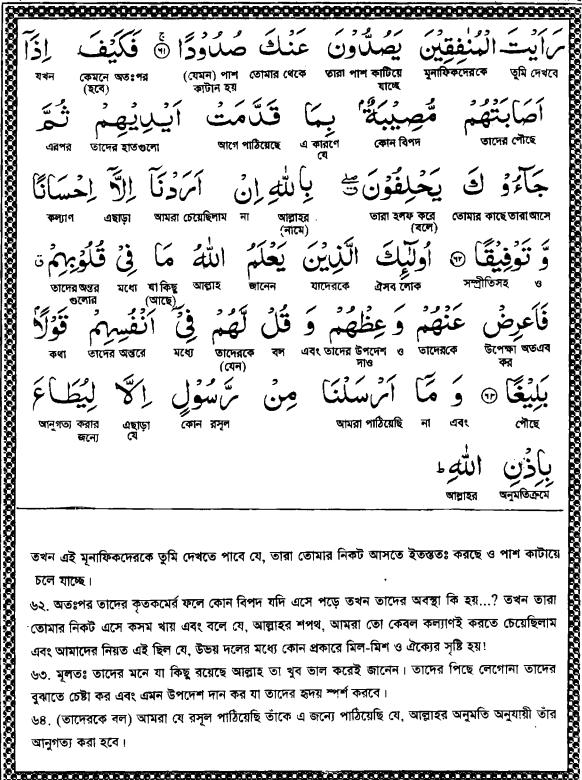
পরিণতিতে (তাদের) তুমিদেখ নাই বি তোমার প্রতি ঐ বিষয়ে ইমান তারা বিচার প্রার্থী হবে তারা শয়তান তারা নির্দেশিত তাকে হয়েছে \odot তাদেরকে বহদূরে তাদের পথ ভ্রষ্ট তোমরা আস নায়িল করেছেন দিকে আল্লাহ রসূপের

এটাই সঠিক কর্ম-নীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও উত্তম। রুকু-৯

৬০. হে নবী! ভূমি কি সে সব লোকদের দেখনি যারা দাবী তো করে যে, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে 'তাগুতে'র নিকট পৌছিতে চায়। অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করার তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল^{৫৫}, মূলতঃ শয়তান তাদেরকে শুথভ্রষ্ট করে সত্য-সঠিক পথ হতে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।

৬১. তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেই দিকে আস ও রসূলের নীতি গ্রহণ কর

CC. এখানে, 'তাগুত' বলতে সম্পূর্ণ রূপে বোঝানো হচ্ছে সেই শাসককে যে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং সেই বিচার ব্যবস্থাকে যা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভূত্বের অনুগত নয় এবং আল্লাহর কিতাবকে সর্বোচ্চ সনদরূপে মান্য করে না।

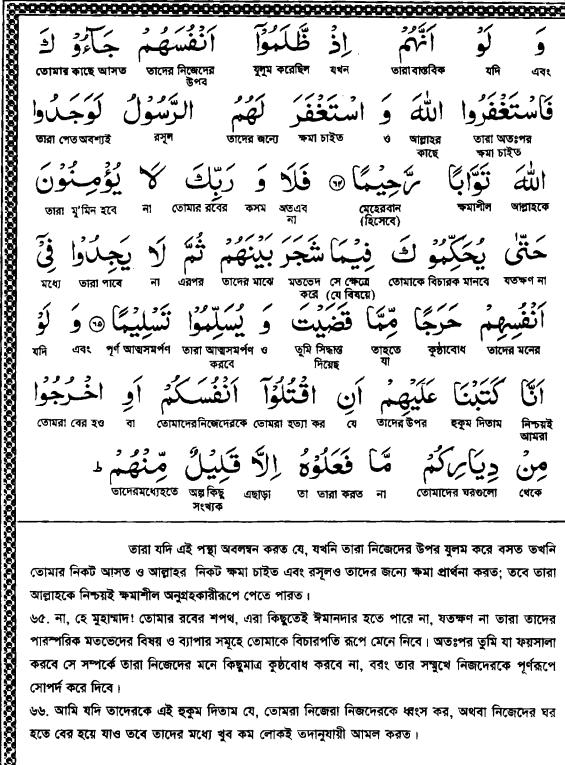


তখন এই মুনাফিকদেরকে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার নিকট আসতে ইতস্ততঃ করছে ও পাশ কাটায়ে চলে যাচ্ছে।

৬২. অতঃপর তাদের কৃতকমের ফলে কোন বিপদ যদি এসে পড়ে তখন তাদের অবস্থা কি হয়...? তখন তারা তোমার নিকট এসে কসম খায় এবং বলে যে, আল্লাহর শপথ, আমরা তো কেবল কল্যাণই করতে চেয়েছিলাম এবং আমাদের নিয়ত এই ছিল যে. উভয় দলের মধ্যে কোন প্রকারে মিল-মিশ ও ঐক্যের সৃষ্টি হয়!

৬৩. মূলতঃ তাদের মনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন। তাদের পিছে লেগোনা তাদের বুঝাতে চেষ্টা কর এবং এমন উপদেশ দান কর যা তাদের হৃদয় স্পূর্ণ করবে।

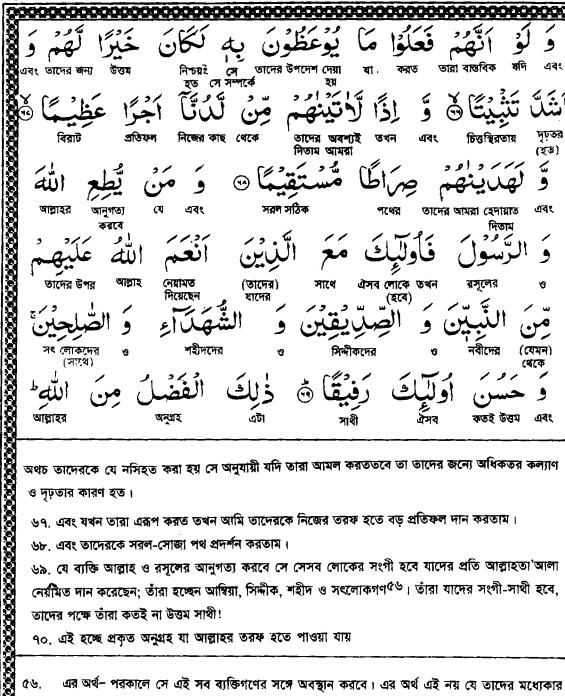
৬৪. (তাদেরকে বল) আমরা যে রসূল পাঠিয়েছি তাঁকে এ জন্যে পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে।



তারা যদি এই পস্থা অবলম্বন করত যে, যখনি তারা নিজেদের উপর যুলম করে বসত তখনি তোমার নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করত; তবে তারা আল্লাহকে নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল অনুগ্রহকারীরূপে পেতে পারত।

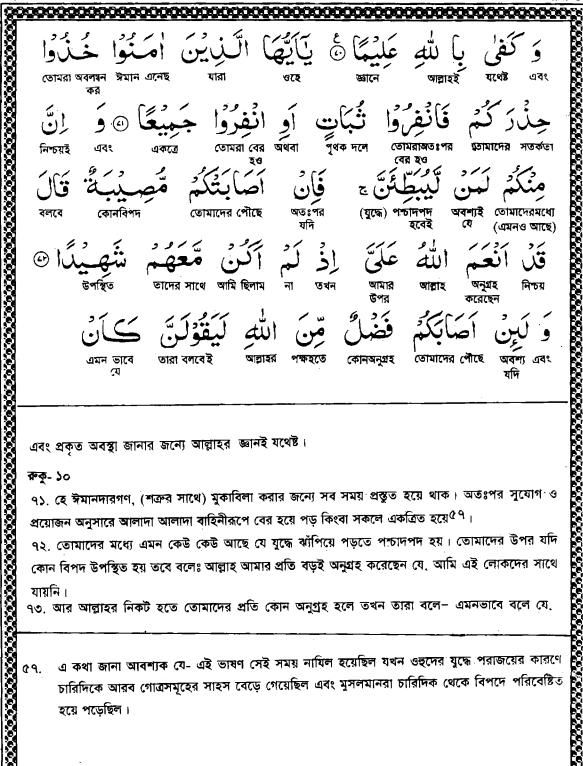
৬৫. না, হে মূহাম্মাদ! তোমার রবের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মততেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুষ্ঠবোধ করবে না, বরং তার সম্মুখে নিজদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে।

৬৬. আমি যদি তাদেরকে এই হুকুম দিতাম যে, তোমরা নিজেরা নিজদেরকে ধ্বংস কর, অথবা নিজেদের ঘর হতে বের হয়ে যাও তবে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই তদানুযায়ী আমল করত।



অথচ তাদেরকে যে নসিহত করা হয় সে অনুযায়ী যদি তারা আমল করততবে তা তাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণ ও দৃঢ়তার কারণ হত।

- ৬৭. এবং যখন তারা এরূপ করত তখন আমি তাদেরকে নিজের তরফ হতে বড় প্রতিফল দান করতাম।
- ৬৮. এবং তাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করতাম।
- ৬৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূন্দের আনুগত্য করবে সে সেসব লোকের সংগী হবে যাদের প্রতি আল্লাহতা'আলা নের্য্মিত দান করেছেন; তাঁরা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিন্দীক, শহীদ ও সংলোকগণ^{৫৬}। তাঁরা যাদের সংগী-সাখী হবে, তাদের পক্ষে তাঁরা কতই না উত্তম সাথী!
- ৭০. এই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ যা আল্লাহর তরফ হতে পাওয়া যায়
- এর অর্থ- পরকালে সে এই সব ব্যক্তিগণের সঙ্গে অবস্থান করবে। এর অর্থ এই নয় যে তাদের মধ্যেকার **৫**৬. কেউ নিজের এই কাজের জন্য 'নবী' হয়ে যাবে।



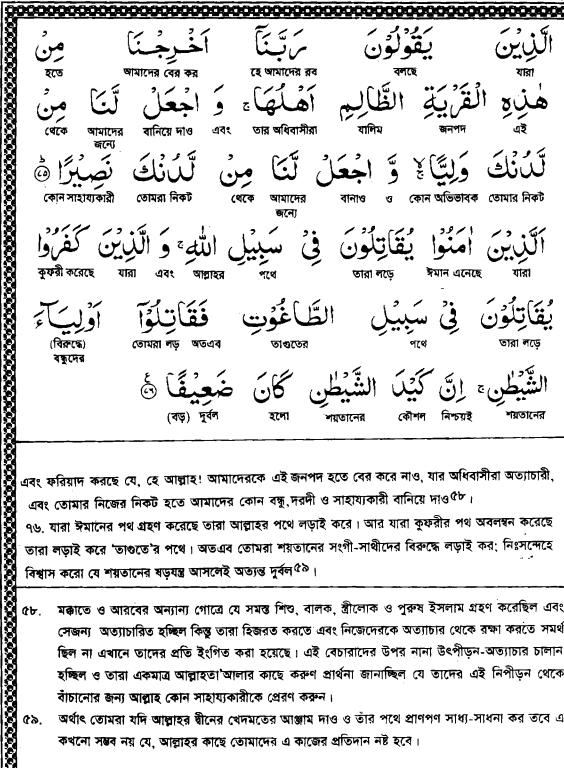
এবং প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

রুকু- ১০

- ৭১. হে ঈমানদারগণ, (শক্রুর সাথে) মুকাবিলা করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাক। অতঃপর সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে আলাদা আলাদা বাহিনীরূপে বের হয়ে পড় কিংবা সকলে একত্রিত হয়ে $^{Q|Q|}$ ।
- ৭২, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পশ্চাদপদ হয়। তোমাদের উপর যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে বলেঃ আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি এই লোকদের সাথে যায়নি।
- ৭৩. আর আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ হলে তথন তারা বলে- এমনভাবে বলে যে.
- এ কথা জানা আবশ্যক যে- এই ভাষণ সেই সময় নাযিল হয়েছিল যথন ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে œ٩. চারিদিকে আরব গোত্রসমূহের সাহস বেড়ে গেয়েছিল এবং মুসলমানরা চারিদিক থেকে বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল।

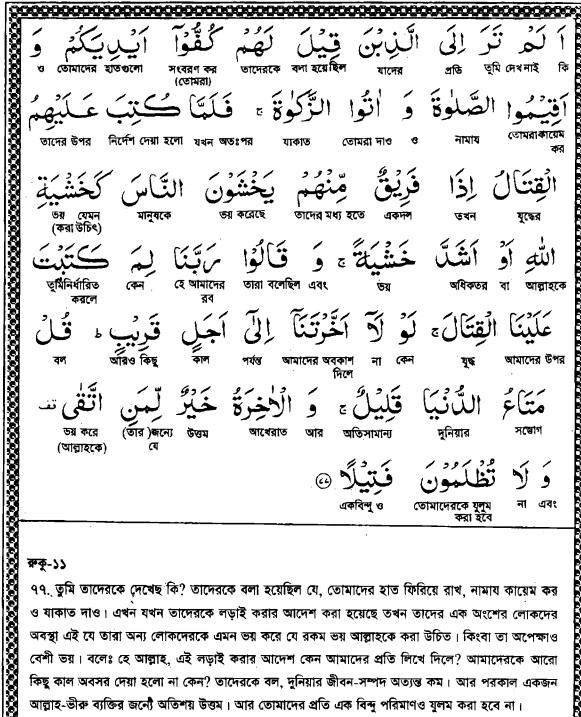
20000000000000000000000000000000000000								
	لَّهُ تَكُنَّ بِينَكُمْ وَ بِينَهُ مُودَّةً تُلِنَّتُنَ كُنْتُ مُعَهُمْ							
Š	ভাদের সাথে আমি হভায় ছায় আঞ্চনোস কোন সম্পর্ক ভার মাঝে ও ভোমাদের মাঝে ছিল না আমার							
	فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ							
8	আল্লাহর পথে লড়াই করা অতএব বিরাট সাফল্য আমি সফল তবে উচিত হতাম							
	الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَيْوةَ اللَّهُ نِيَا بِالْاخِرَةِ، وَ مَنْ							
	বে এবং আখেরাতের বিনিময়ে দ্নিয়ার জীবন বিক্রম করে যার।							
	يُّقَاتِلُ فِيُ سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلِ أَوُ يَغُلِبُ فَسُوْفَ اللهِ اللهِ فَيُقْتَلِ أَوُ يَغُلِبُ فَسُوْفَ اللهِ اللهِ اللهِ فَيُقْتَلِ أَوْ يَغُلِبُ فَسُوْفَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله							
	نُؤْتِنْهِ اَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي							
	তোমরা লড়াই করছ (যে) তোমাদের কি হলো এবং বিরাট পুরকার তাকে দেব না ভামরা							
	سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله							
	وَ الْوِلْدَانِ							
å	শাভ ও							
	তোমাদের ও তাদের মধ্যে যেন ভালবাসার কোন সম্পর্কই ছিলনা– হায়, আমিও যদি তাদের সংগে থাকতাম তা							
	হলে আমি বড়ই সাফল্য লাভ করতাম। ৭৪. (এই সব লোকের জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যারা							
ğ	পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্পাহর পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে, কিংবা বিজ্ঞয়ী হবে, তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব। ৭৫. কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্পাহর পথে সেই সব পুরুষ. দ্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপিড়িত হচ্ছে							
	বিজয়ী হবে, তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব।							
	৭৫. কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সব পুরুষ, ন্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই							
	করবে না যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপিড়িত হচ্ছে							

- ৭৪. (এই সব লোকের জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব।
- ৭৫. কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সব পুরুষ. ব্রীলোক ও শিন্তদের খাতিরে লড়াই করবে না যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপিড়িত হচ্ছে



এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বের করে নাও, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, এবং তোমার নিজের নিকট হতে আমাদের কোন বন্ধু,দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও^{৫৮}। ৭৬. যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে 'তাগুতে'র পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর: নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই অত্যন্ত দুর্বল^{৫৯}।

- মক্কাতে ও আরবের অন্যান্য গোত্রে যে সমস্ত শিশু, বালক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ৫৮. সেজন্য অত্যাচারিত হচ্ছিল কিন্তু তারা হিজরত করতে এবং নিজেদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না এখানে তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এই বেচারাদের উপর নানা উৎপীড়ন-অত্যাচার চালান হচ্ছিল ও তারা একমাত্র আল্লাহতা আলার কাছে করুণ প্রার্থনা জানাচ্ছিল যে তাদের এই নিপীডন থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ কোন সাহায্যকারীকে প্রেরণ করুন।
- অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের খেদমতের আঞ্জাম দাও ও তার পথে প্রাণপণ সাধ্য-সাধনা কর তবে এ **¢**ል. **কখনো সম্ভব নয় যে, আল্লাহর কাছে তোমাদে**র এ কাজের প্রতিদান নষ্ট হবে।



क्रक्->>

৭৭. তুমি তাদেরকে দেখেছ কি? তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হাত ফিরিয়ে রাখ, নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও। এখন যখন তাদেরকে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে তখন তাদের এক অংশের লোকদের অবস্থা এই যে তারা অন্য লোকদেরকে এমন ভয় করে যে রকম ভয় আল্লাহকে করা উচিত। কিংবা তা অপেক্ষাও বেশী ভয়। বলেঃ হে আল্লাহ, এই লড়াই করার আদেশ কেন আমাদের প্রতি লিখে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছু কাল অবসর দেয়া হলো না কেন? তাদেরকে বল, দুনিয়ার জীবন-সম্পদ অত্যন্ত কম। আর পরকাল একজন আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির জনৌ অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণও যুলম করা হবে না।

	000000000	000000000	A44444	000000000000000000000000000000000000000	3-181-			
37		1 2/3	<u> </u>	<u> </u>				
Š	ۇ كۇ	المؤت	يُدُرِيكُكُمُ	تُكُونُوْا	ا این ما			
Š	যদিও এ	বং মৃত্যু	তোমাদের নাগাল পাবে	ভোমরা থাক	যেখানেই			
8	و وو د	,	1/12	وو د	مرفر و و			
8	ا تصعبہ	و رار.	مشيلاة	بروج	الله نديم الى			
		যদি এবং	जनार	্বিন্দার ম	ধ্যে তোমরা হও			
	তাদের পৌছে	याम प्राप	সুদৃঢ় (তবুও)	41,000	COLUMN CO			
	م دو د	, / i	, , ,	ود فرد ا				
Ñ	ر تصبهم	للهِ، و إر	ا مِن عِنْكِ أ	عولوا هلإ	الي حسنه يا			
8	। তাদের পৌছে	যদি আর আল্লা:	রে নিকট হতে	এটা তারা ব	ঙ্গ কোনকল্যাণ 🗟			
				(এসেছে)				
ă	س <i>و و</i>	م و موالي	2 2	والمرابع	المراجع			
Š	مر، عنل	ط قُلُ كُلُّ ا	مِن عِنرِك	ولوا هربالا				
Š	নিকট হতে	সব কিছুই বল	তোমার নিকট হতে	এটা ^{তার}	।বলে কোন অকল্যাণ			
	,,,,,	(আসৈ)		(এসেছে)	c// !			
Q.	1 23431	1200	الأقدم أكا	ا معالمه	الله الله فأ			
Š	يعقهون	يحدون	ושפת ע					
Ş	তারা বুঝে 🎤	একে বারেই	না লোকদের		ঃপর আল্লাহর 🛜 : হল			
Š	١ . بس	//	/// > /	1614 67 "				
S	لله أن أن أن	لم فيرن ال	ك من حسنه	ا ما أصابا	۾ حريتا 🛭			
8	যা এবং আরা	হ তা (আসে)	•ল্যাণ তোম <u>া</u>	ক র কাছেপৌছে(হে মানুষ)	কোন কথা			
8	या এवः आन्नाः	হতে	φ-iji (য				
	1.12/2/	/	ر په په	15	🖁 آھي اُدي م			
	ارسلنك	ت د و	فنون تقسِد	ن سپيس				
No.	তোমাকে আমরা	এবংু তোমা	র নিজের তা (আসে)	অকল্যাণ	ভোমার কাছে 💸 পৌছে 💐			
8	পাঠিয়েছি	(হে নবী)	হতে	1.2.	ا کی کے کے اور			
8				به (۹ ط	والناس رر			
8				7) 796	মানুষের জন্যে			
8.				রসূর্ল (হিসেং				
8								
	৭৮, তারপরে মৃত্যু,	সে তো তোমরা যেখ	।ানেই থাকবে সকল অবস্থ	য়েই তা তোমাদেরকে	ধরবে, তোমরা যত 🧣			
8	মজবুত দালানের মধে	গ্যই থাকনা কেন। তা	রা যদি কোন কল্যাণ লাভ	করে তবে বলে যে. এ	আল্লাহর নিকট হতে 🗜			
	এসেছে, আর যদি বে	কান ক্ষতি সাধিত হয়	। তবে বলেঃ এ তোমার ব	চারণেই হয়েছে । বলঃ	্র সবকিছু আল্লাহরই			
Ö	নিকট হতে হয়ে থাকে। এদের হল কি, কেন এরা কোন কথাই বুঝতে সক্ষম হয় না!							
	৭৯. হে মানুষ, তুমি যে কল্যাণই লাভ করে থাক তা আল্লাহ অনুগ্রহে পেয়ে থাক! আর তোমার উপর যে বিপদই							
	আসে তা তোমার নিজের অর্জন এবং কাজের ফলেই এসে থাকে। হে মুহাম্মদ, আমরা তোমাকে লোকদের জন্যে							
Š	রসূল বানিয়ে পাঠিয়ো	ছি,			ধরবে, তোমরা যত আল্লাহর নিকট হতে সবকিছু আল্লাহরই ার উপর যে বিপদই কৈ লোকদের জন্যে			
X								
100								

					
20000000000	0000000	9999999999999999999999999999999	0000000000	000000000	80000
يُطع	بر و من	شَهِيْدًا ۞	جثاب	^ر گفی	و و
আনুগজ্য করে	যে	হি সে বে		यरथष्ट	এবং
ارْسَلْنَكُ	لَّىٰ فَكَمَّا	_	F	وِلَ فَقُلُ	الرّسر الرّسر
পাঠিয়েছি	^{না} (তাতে	দুংখ নেই) (১.১.১	করল	ভবে নিচয়	স্ লে র
برزوا مِن	وادا ب			नाशंबामात्र ज	स्प्रेट एम्ब डेभव
شرجرو او	ा यचन ८०० मी	(করি আমর) /১/ ১/১১	4:16	হিসেবে	9
তুমিবল	य	(তার) তাদের মধ্যহ	তে এক দল রামে		ず
و توگان	بردو د عنصه		ما ستون	10 100	1 6
ভরসা কর তৃমি ও	তাদেরকে		>		হ এবং
يتليرون	آفَلَا	وَكِيْلًا ۞	وكفي بالله	، الله د	عُلَى
তারা চিন্তাভাবনা করে	জতঃ পর কি না	ভরসারস্থল হিসেবে	পাল্লাহই যথেষ্ট এ	বং আল্লাহর	উপর
	ارسانات الرسانات الرسانات الرسانات الرسانات الرسانات الربادة المربادة الربادة الربادة المربادة المرب	करेंद्र उन्हों क्रिक्ट विकास का	पान्गाण य प्राक्षी(धर) करत हिरमदन करत हिरमदन करत हिरमदन करत हिरमदन करत हिरमदन करत प्राचित्वाल प्रथ किताल य এवर शाठिरप्रिष्ट ना (छार्छ पृश्य दन्दे) हर्छ छाता दित प्रजः नत प्राच्या प्रथ प्रमान करत प्राचन (कित प्राप्ता) क्रियन या (छात) छारमत प्रथा दिनतीछ क्रियन कर प्रया करत प्रय	पान्गण्डा त्य प्राक्षी(ध्रव) पाद्वारहें करत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत व्यापता कातल पूर्य किताल त्य ध्रवर प्राक्षारत त्म प्रान्गण्डा कर्मण विद्यापत विद्यापत व्यापता विभिन्नीण व्यापता विभन्नीण विप्यापता विप्यापता विभन्नीण विप्यापता विभन्नीण विप्यापता विष्यापता विप्यापता विप	जान्गण्डा त्य प्राक्ति (धत) जान्नार्शे प्रत्यहें करते विद्यादि व

الْقُرانَ ا

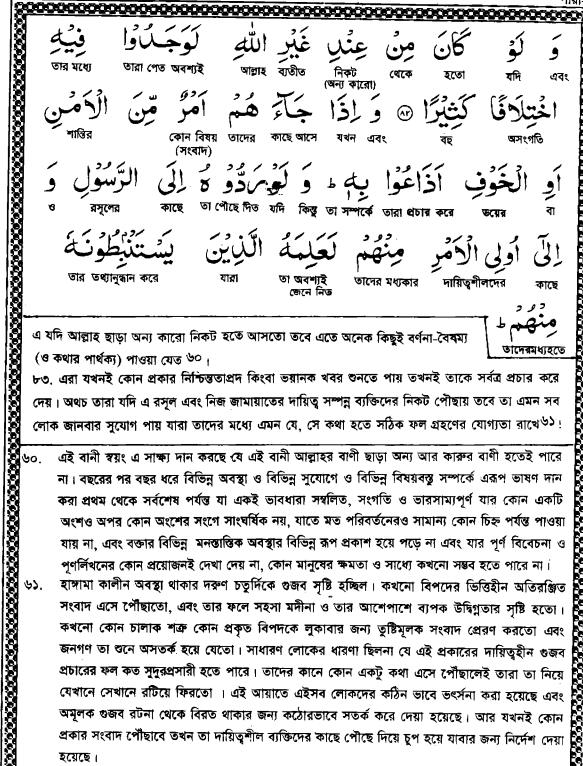
ুকুরত্বান সম্পূর্কে)

এই কথার (সত্যতা প্রমাণিত হবার জন্যে) একমাত্র আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

৮০. যে ব্যক্তি রসূলকে মেনে চলল সে মূলতঃ আল্লাহর্ত্তই আনুগত্য করল; আর যে ব্যক্তি তা হতে মুখ ফিরাল, ...তা যাই হোক না, আমরা তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাই নি।

৮১. তারা মুখে মুখে বলে, আমরা অনুগত-ফরমাবরদার; কিন্তু তোমার নিকট হতে যখন বের হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে একটি দল রাত্রিবেলা একত্রিত হয়ে তোমার সমস্ত কথার বিরুদ্ধে সলা-পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সমস্ত কানাকানি লিখে রাখছেন, তুমি তাদের একটুও পরোয়া করো না এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখ, বস্তুতঃ ভরসার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।

৮২. এরা কি কোরআন গভীর মনোনিবেশের সাথে চিন্তা করে না?



এ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসতো তবে এতে অনেক কিছুই বর্ণনা-বৈষ্ম্য (ও কথার পার্থক্য) পাওয়া যেত ^{৬০}।

<u>তাদেরমধ্যহতে</u>

৮৩. এরা যখনই কোন প্রকার নিশ্চিন্ততাপ্রদ কিংবা ভয়ানক খবর তনতে পায় তখনই তাকে সর্বত্র প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি এ রসূল এবং নিজ জামায়াতের দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট পৌছায় তবে তা এমন সব লোক জানবার সুযোগ পায় যারা তাদের মধ্যে এমন যে, সে কথা হতে সঠিক ফল গ্রহণের যোগ্যতা রাখে^{৬১}।

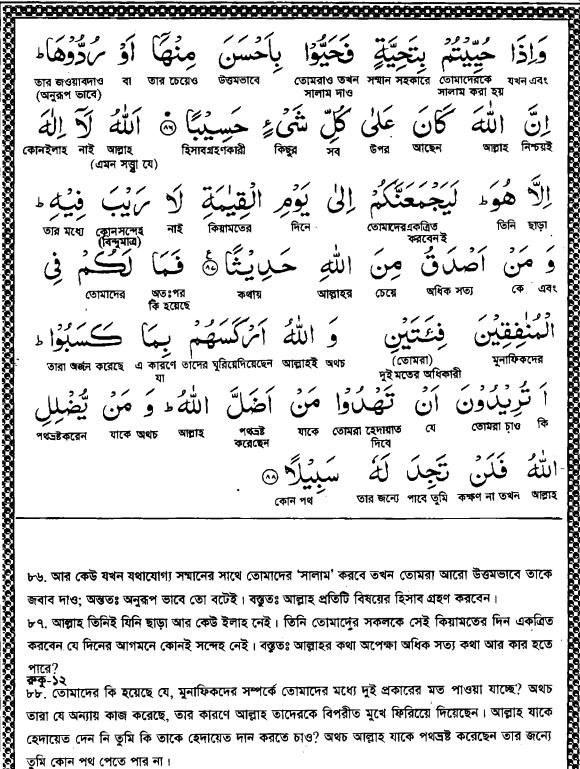
- এই বানী স্বয়ং এ সাক্ষ্য দান করছে যে এই বানী আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য আর কারুর বাণী হতেই পারে না। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন সুযোগে ও বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এরূপ ভাষণ দান করা প্রথম থেকে সর্বশেষ পর্যন্ত যা একই ভাবধারা সম্বলিত, সংগতি ও ভারসাম্যপূর্ণ যার কোন একটি অংশও অপর কোন অংশের সংগে সাংঘর্ষিক নয়, যাতে মত পরিবর্তনেরও সামান্য কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না, এবং বক্তার বিভিন্ন মনন্তান্তিক অবস্থার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে না এবং যার পূর্ণ বিবেচনা ও পুণর্লিখনের কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় না. কোন মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যে কখনো সম্ভব হতে পারে না।
- হাঙ্গামা কালীন অবস্থা থাকার দরুণ চতুর্দিকে গুজব সৃষ্টি হচ্ছিল। কখনো বিপদের ভিত্তিহীন অভিরঞ্জিত ৬১. সংবাদ এসে পৌঁছাতো, এবং তার ফলে সহসা মদীনা ও তার আশেপাশে ব্যপক উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হতো। কখনো কোন চালাক শক্র কোন প্রকৃত বিপদকে লুকাবার জন্য তুষ্টিমূলক সংবাদ প্রেরণ করতো এবং জনগণ তা তনে অসতর্ক হয়ে যেতো। সাধারণ লোকের ধারণা ছিলনা যে এই প্রকারের দায়িত্বহীন গুজব প্রচারের ফল কত সুদুরপ্রসারী হতে পারে। তাদের কানে কোন একটু কথা এসে পৌঁছালেই তারা তা নিয়ে যেখানে সেখানে রটিয়ে ফিরতো । এই আয়াতে এইসব লোকদের কঠিন ভাবে ভৎর্সনা করা হয়েছে এবং অমূলক গুজব রটনা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আর যখনই কোন প্রকার সংবাদ পৌঁছাবে তখন তা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে পৌছে দিয়ে চুপ হয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।



তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হলে তোমাদের (মধ্যে এতদুর দুর্বলতা ছিল যে) মৃষ্ঠিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাই শয়তানের অনুসারী হয়ে পড়ত।

৮৪. অতএব হে নবী, তুমি আল্লাহর পথে লড়াই কর, তুমি তোমার নিজ ছাড়া অন্য কারও জন্যে দায়ী নও। অবশ্য ঈমানদার লোকদেরকে লড়াই করতে উদুদ্ধ করতে থাক। সম্ভবতঃ আল্লাহ অতি শীঘ্র কাফেরদের শক্তি চর্ণ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহর শক্তিই সর্বাপেক্ষা জবরদন্ত এবং তাঁর দেয়া শান্তি সবচেয়ে কঠোর । ৮৫. যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তা হতে অংশ পাবে। আর যে খারাব কাজের সুপারিশ করবে, সেও তা

হতে অংশ পাবে! বস্তুতঃ আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই উপর দৃষ্টিমান।



৮৬. আর কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মানের সাথে তোমাদের 'সালাম' করবে তথন তোমরা আরো উত্তমভাবে তাকে জবাব দাও; অন্ততঃ অনুরূপ ভাবে তো বটেই। বন্তুতঃ আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন। ৮৭. আল্পাহ তিনিই যিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেুর সকলকে সেই কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যে দিনের আগমনে কোনই সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ আল্লাহর কথা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে? রুকু-১২

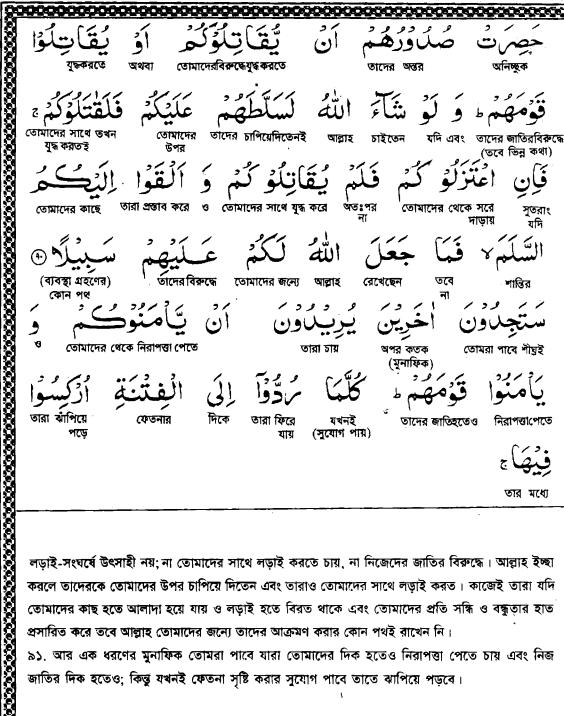
৮৮. তোমাদের কি হয়েছে যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে দুই প্রকারের মত পাওয়া যাচ্ছে? অথচ তারা যে অন্যায় কাজ করেছে, তার কারণে আল্লাহ তাদেরকে বিপরীত মুখে ফিরিয়েে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন নি তুমি কি তাকে হেদায়েত দান করতে চাও? অথচ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার জন্যে তুমি কোন পথ পেতে পার না।

শব্দার্থে কুরঃ ২/৮



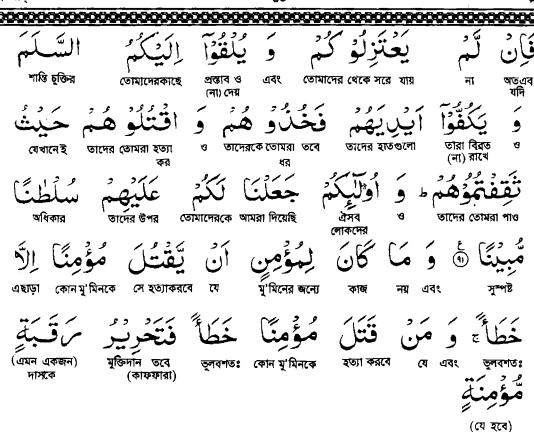
৮৯. তারা তো এই চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি ভাবে কাফের হয়ে যাও, যেন তোমরা ও তারা একেবারে সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্যে হতে কাউকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না. যতক্ষণ না সে আল্লাহর পথে হিজরত করে আসবে। আর সে যদি হিজরত না করে তবে যেখানেই পাবে তাকে ধরবে, তাকে হত্য করবে৬২ এবং তাদের মধ্যে কাউকেও নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে না। ৯০. অবশ্য সেই সমন্ত মুনাফিক এই কথার মধ্যে শামিল নহে যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ^{৬৩} কোন জাতির সাথে যেয়ে মিলিত হবে। অনুরূপ ভাবে সেই সব মুনাফিকরাও এর-অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা তোমার নিকট আসে

- এ নির্দেশ সেই সব মোনাফেক মুসলমানদের প্রতি যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের কওমের সংগে ৬২. সম্পর্ক রাখে ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যক্রমে কার্যত অংশ গ্রহণ করে।
- এর অর্থ এই নয় যে. এরূপ মোনাফেকদের বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ ৬৩. হচ্ছে- তাদেরকে ধরা ও মারা যাবে না, কেননা তারা এমন জাতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে যাদের সঙ্গে ইসলামী বাষ্ট্ৰের সন্ধি-চুক্তি আছে।



লডাই-সংঘর্ষে উৎসাহী নয়: না তোমাদের সাথে লডাই করতে চায়, না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের সাথে লড়াই করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ হতে আলাদা হয়ে যায় ও লড়াই হতে বিরত থাকে এবং তোমাদের প্রতি সন্ধি ও বন্ধতার হাত প্রসারিত করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদের আক্রমণ করার কোন পথই রাখেন নি।

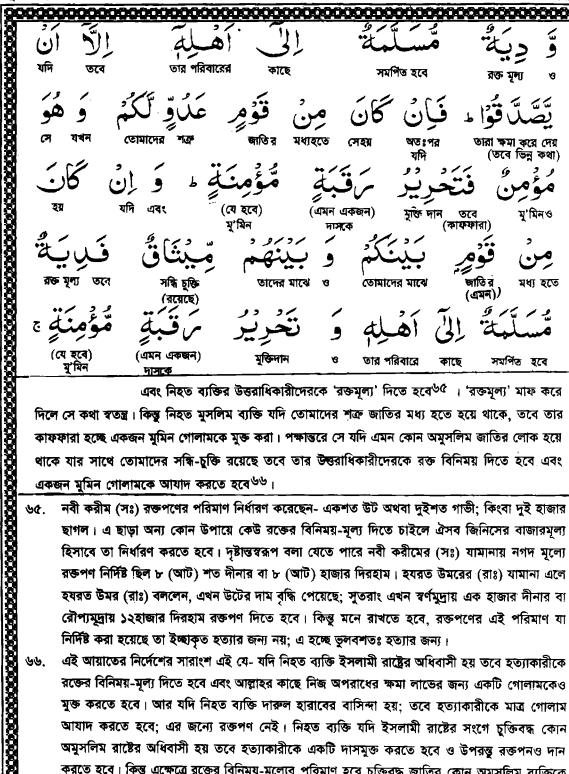
৯১. আর এক ধরণের মুনাফিক তোমরা পাবে যারা তোমাদের দিক হতেও নিরাপত্তা পেতে চায় এবং নিজ জাতির দিক হতেও; কিন্তু যখনই ফেতনা সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে তাতে ঝাপিয়ে পডবে।



এই ধরনের লোক যদি তোমাদের সাথে মোকাবেলা করা হতে বিরত না থাকে এবং সন্ধি ও শান্তির আবেদন তোমাদের সামনে পেশ না করে এবং নিজেদের আক্রমনের হাত বিরত না রাখে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই তাদেরকে ধরবে এবং হত্যা করবে। এই ধরনের লোকদের উপর আক্রমণ চাল্যবার জন্যে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ফরমান দান করলাম। রুকু-১৩

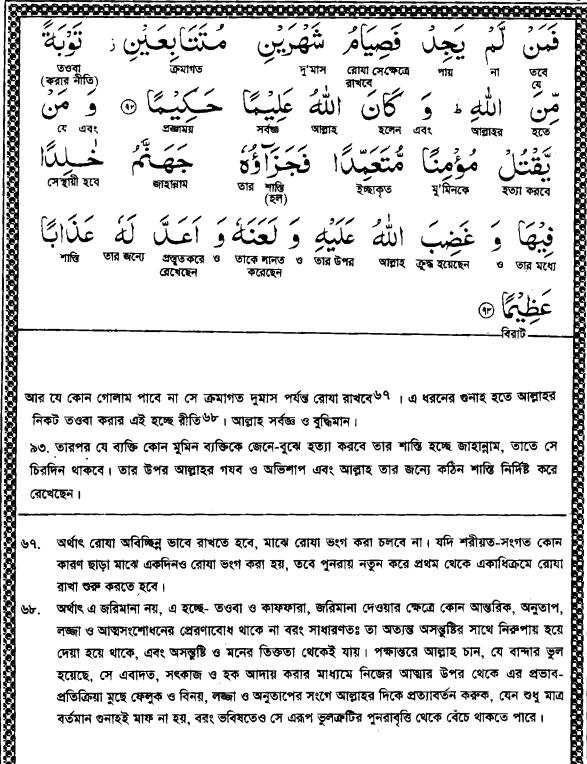
৯২. কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজু হতে পারেনা; অবশ্য ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা করবে তার 'কাফ্ফরা' স্বরূপ এক মুমিন ব্যক্তিকে গোলামী হতে মুক্ত করতে হবে ৬৪

নিহত ব্যক্তি মু'মিন থাকার কারণে তার হত্যার কাফফরা স্বরূপ একটি মুমিন গোলাম মুক্ত করার বিধি দান ৬8. করা হয়েছে।



এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে 'রক্তমূল্য' দিতে হবে^{৬৫} । 'রক্তমূল্য' মাফ করে দিলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তি যদি তোমাদের শক্র জাতির মধ্য হতে হয়ে থাকে, তবে তার কাফফারা হচ্ছে একজন মুমিন গোলামকে মুক্ত করা। পক্ষান্তরে সে যদি এমন কোন অমুসলিম জাতির লোক হয়ে থাকে যার সাথে তোমাদের সন্ধি-চুক্তি রয়েছে তবে তার উন্তরাধিকারীদেরকে রক্ত বিনিময় দিতে হবে এবং একজন মুমিন গোলামকে আযাদ করতে হবে^{৬৬}।

- নবী করীম (সঃ) রক্তপণের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন- একশত উট অথবা দুইশত গাভী: কিংবা দুই হাজার ছাগল। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কেউ রক্তের বিনিময়-মূল্য দিতে চাইলে এসব জিনিসের বাজারমূল্য হিসাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে নবী করীমের (সঃ) যামানায় নগদ মূল্যে রক্তপণ নির্দিষ্ট ছিল ৮ (আট) শত দীনার বা ৮ (আট) হাজার দিরহাম। হযরত উমরের (রাঃ) যামানা এলে 🕻 হযরত উমর (রাঃ) বললেন, এখন উটের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে; সূতরাং এখন স্বর্ণমূদ্রায় এক হাজার দীনার বা রৌপামদ্রায় ১২হাজার দিরহাম রক্তপণ দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রক্তপণের এই পরিমাণ যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য নয়: এ হচ্ছে ভুলবশতঃ হত্যার জন্য।
- এই আয়াতের নির্দেশের সারাংশ এই যে- যদি নিহত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে ৬৬. রজ্বের বিনিময়-মূল্য দিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজ অপরাধের ক্ষমা লাভের জন্য একটি গোলামকেও 🙀 মুক্ত করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারাবের বাসিন্দা হয়; তবে হত্যাকারীকে মাত্র গোলাম 🞇 আযাদ করতে হবে; এর জন্যে রক্তপণ নেই। নিহত ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সংগে চুক্তিবদ্ধ কোন 🕻 অমুসলিম রাষ্টের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে একটি দাসমুক্ত করতে হবে ও উপরম্ভ রক্তপনও দান করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে রক্তের বিনিময়-মুল্যের পরিমাণ হবে চুক্তিবদ্ধ জাতির কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে



আর যে কোন গোলাম পাবে না সে ক্রমাগত দুমাস পর্যন্ত রোযা রাখবে^{৬৭}। এ ধরনের গুনাহ হতে আল্লাহর নিকট তওবা করার এই হচ্ছে রীতি ^{৬৮}। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বৃদ্ধিমান।

৯৩. তারপর যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে জেনে-বুঝে হত্যা করবে তার শান্তি হচ্ছে জাহানাম, তাতে সে চিরদিন থাকবে। তার উপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ তার জন্যে কঠিন শান্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

- অর্থাৎ রোয়া অবিচ্ছিত্র ভাবে রাখতে হবে, মাঝে রোয়া ভংগ করা চলবে না। যদি শরীয়ত-সংগত কোন ৬৭. কারণ ছাড়া মাঝে একদিনও রোযা ভংগ করা হয়, তবে পুনরায় নতুন করে প্রথম থেকে একাধিক্রমে রোযা রাখা শুরু করতে হবে।
- অর্থাৎ এ জরিমানা নয়, এ হচ্ছে- তওবা ও কাফফারা, জরিমানা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন আন্তরিক, অনুতাপ, লজ্জা ও আত্মসংশোধনের প্রেরণাবোধ থাকে না বরং সাধারণতঃ তা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির সাথে নিরুপায় হয়ে দেয়া হয়ে থাকে, এবং অসন্তুষ্টি ও মনের তিক্ততা থেকেই যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ চান, যে বান্দার ভূল হয়েছে, সে এবাদত, সৎকাজ ও হক আদায় করার মাধ্যমে নিজের আত্মার উপর থেকে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলুক ও বিনয়, লচ্ছা ও অনুতাপের সংগে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুক, যেন ওধু মাত্র বর্তমান গুনাহই মাফ না হয়, বরং ভবিষতেও সে এরূপ ভুলক্রটির পুনরাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

්ර්ථ



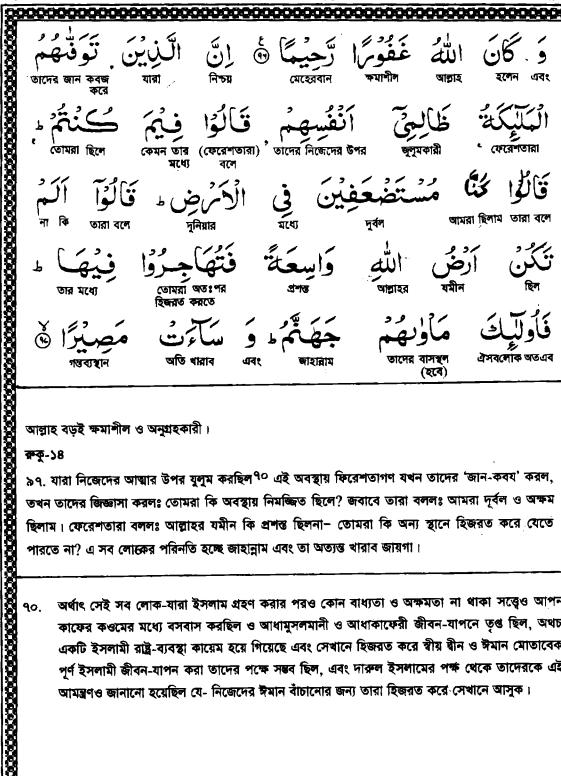
৯৪. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে বের হবে, তখন বন্ধু ও শক্রর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করো। কেউ তোমাদেরকে প্রথমেই সালাম দিলে সহসাই তাকে বলে ফেলোনা যে, 'তুমি মুমিন নও'। তোমরা যদি বৈষয়িক স্বার্থ পেতে চাও তবে আল্লাহর নিকট প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল রয়েছে। তোমরা নিজেরাই তো ইতিপূর্বে ঠিক এরূপ অবস্থার মধ্যেই লিগু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অন্গ্রহ <u>করেছেন, কাজেই সতর্কতা ও সত্যানসন্ধিৎসার সাথে কাজ করো^{৬৯}</u>

ইসলামের সূচনা কালে 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দটি মুসলমানদের ধর্মীয় কৃষ্টির বিশেষ চিহ্ন ও নিদর্শন ন্ধপে গণ্য হত, এবং একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখে এ শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করতো যে আমি তোমাদেরই দলভুক্ত লোক, আমি তোমাদের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খী, শক্র নই। বিশেষতঃ সে সময়ে এই 'শেআর' (ধর্মীয় চিহ্ন)-এর গুরুত্ব আরও বেশী থাকার কারণ ছিল তখন আরবের নব মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে পোষাক, ভাষা বা অন্য কোন জিনিসের এরপ কোন সুষ্পষ্ট পার্থক্য ছিলনা যে একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে সাধারণভাবে দেখে তাকে মুসলমান বলে চিনতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালে একটি জটিলতার সৃষ্টি হতো। মুসলমান যখন কোন শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাতো, সেখানে যদি কোন মুসলমান এই আক্রমণের পাল্লায় পড়ে যেতো তবে সে আক্রমণকারী মুসলমানকে সে যে তার দ্বীনি ভাই একখা জানাবার জন্য 'আসসালামু আলাইকুম' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠতো। কিন্তু মুসলমানদের তার উপর এই সন্দেহ হতো যে- এ কোন কাফের হবে, কিন্তু নিছক প্রাণ বাঁচানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করছে। এজন্য অনেক সময় তাকে হত্যা করে ফেলা হতো। আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করে তার সম্পর্কে বিনা অনুসন্ধানে হালকা ভাবে তোমাদের এ সিদ্ধান্ত করার অধিকার নেই যে- সে মাত্র প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিখ্যা কথা বলছে। সে সতাবাদীও হতে পারে আর মিথ্যাবাদীও হতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার তো অনুসন্ধানের পরই জানা যেতে পারে। তদন্ত ছাড়া ছেডে দেওয়ায় যেমন একজন কাফেরের পক্ষে মিথ্যা বলে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে নেয়ার সঞ্জাবনা আছে সেরূপ তদন্ত ছাড়া তাকে হতু: করার মধ্যেও একজন নিম্পাপ মুমিনের তোমাদের হাতে নিহত হবার সম্ভাবনাও বর্তমান



তোমরা যা কিছু কর্ আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

৯৫. যেসব মুসলমান কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহতা আলা বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উক্ষে রেখেছেন; এদের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও কল্যাণের ওয়াদা রয়েছে : কিন্তু তাঁর দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণ কর কাজের ফল বসে-থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী : ৯৬. তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে।



আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

ব্দকু-১৪

৯৭. যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করছিল^{৭০} এই অবস্থায় ফিরেশতাগণ যখন তাদের 'জান-কবয' করল, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করলঃ তোমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে? জবাবে তারা বললঃ আমরা দূর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতারা বললঃ আল্লাহর যমীন কি প্রশন্ত ছিলনা- তোমরা কি অন্য স্থানে হিজরত করে যেতে পারতে না? এ সব লোকের পরিনতি হচ্ছে জাহান্রাম এবং তা অত্যন্ত খারাব জায়গা।

অর্থাৎ সেই সব লোক-যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও কোন বাধ্যতা ও অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও আপন কাফের কওমের মধ্যে বসবাস করছিল ও আধামুসলমানী ও আধাকাফেরী জীবন-যাপনে তৃপ্ত ছিল, অথচ একটি ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে হিজরত করে স্বীয় দ্বীন ও ঈমান মোতাবেক পূর্ণ ইস্লামী জীবন-যাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, এবং দারুল ইস্লামের পক্ষ থেকে তাদেরকে এই আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল যে- নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য তারা হিজরত করে সেখানে আসুক।



৯৮. তবে যে সব পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার কোন পথ –কোন উপায় ছিলনা;

৯৯. সম্রবতঃ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও রেহাই দানকারী। ১০০.বস্তুতঃ আল্লাহর পথে যে হিজরত করবে যমীনে আশ্রায় নিবার জন্যে সে অনেক জায়গা এবং দিন-যাপনের জন্যে বিরাট অবকাশ পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর হতে আল্লাহ ও রস্লের দিকে হিজরত করার জন্যে বের হবে, এবং পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হবে তার প্রতিফল দান করা আল্লাহর প্রতি ওয়াজিব হবে। আল্লাহ বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল ৭১।

৭১. একথা বুঝে লওয়া আবশ্যক যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে কাফেরী সমাজব্যবস্থার অধীনে জীবন-যাপন করা মাত্র দুই ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে। প্রথম- সে সেই ভূখন্ডে ইসলামকে
বিজয়ী করার এবং কাফেরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য সাধ্য-সাধ্না করতে থাকবে।
যেমন নবীগণ (আঃ) ও তাদের প্রাথমিক সঙ্গী-সাধীরা করেছিলেন। দ্বিতীয়- সে সেখান থেকে প্রস্থান করার
কোন উপায়ই পাক্ষে না এবং তীব্র দুণা ও অসম্ভোষের সঙ্গে নিরূপায় হয়ে সেখানে বসবাস করছে।

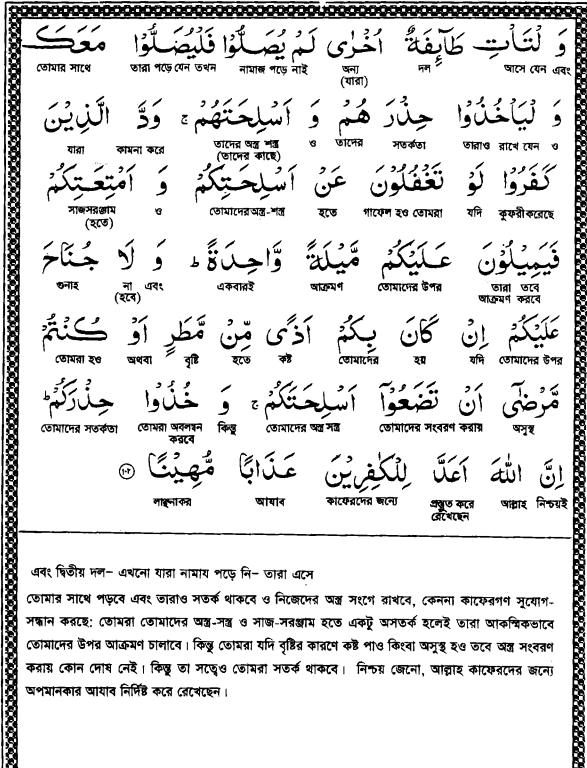


ক্ৰু-১৫

১০১. আর তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে^{৭২} কোন দোষ নেই, (বিশেষতঃ) কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্থ করতে পারে বলে যখন আশংকা হবে। কেননা তারা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের শক্রতার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

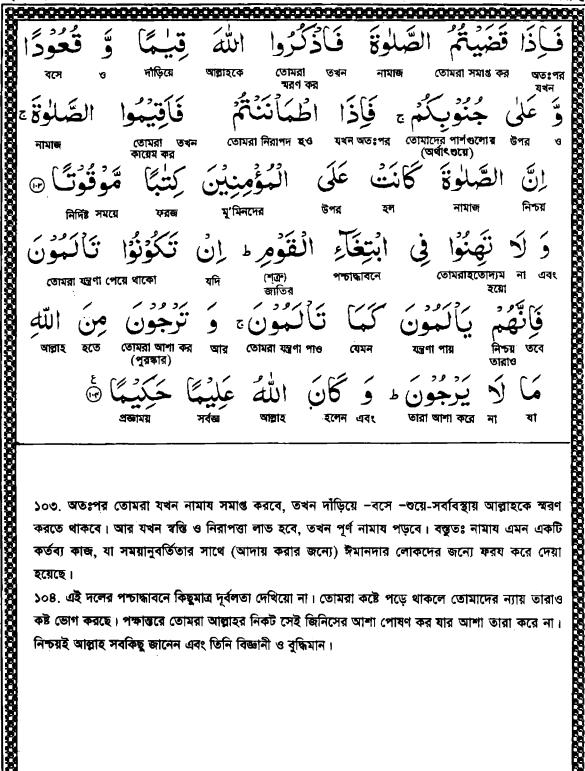
১০২. হে নবী! তুমি যখন মুসলমানদের মধ্যে অবস্থিত হবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) নামাযে তাদের ইমামতি করার জন্যে দাঁড়াবে তখন তাদের মধ্যে হতে একদল তোমার সংগে দাঁড়াবে এবং অন্ত নিয়ে থাকবে^{৭৩}। তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করবে তখন তারা পিছনে চলে যাবে

- শান্তির সময়কার সফরে কসর (নামায সংক্ষিপ্ত করণ) হচ্ছেঃ চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই ٩૨. রাকায়াত করে পড়া। যুদ্ধের অবস্থায় কসরের জন্য কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যখন যেভাবে সম্ভব হয় সেই ভাবে নামায় পড়ার অনুমতি আছে।
- ভয়কালীন নামাযের এই হুকুম সেই অবস্থার জন্য যখন শক্তর আক্রমণের আশঙ্কা আছে বটে, তবে কার্যতঃ 90. युक्त वार्धिन ।



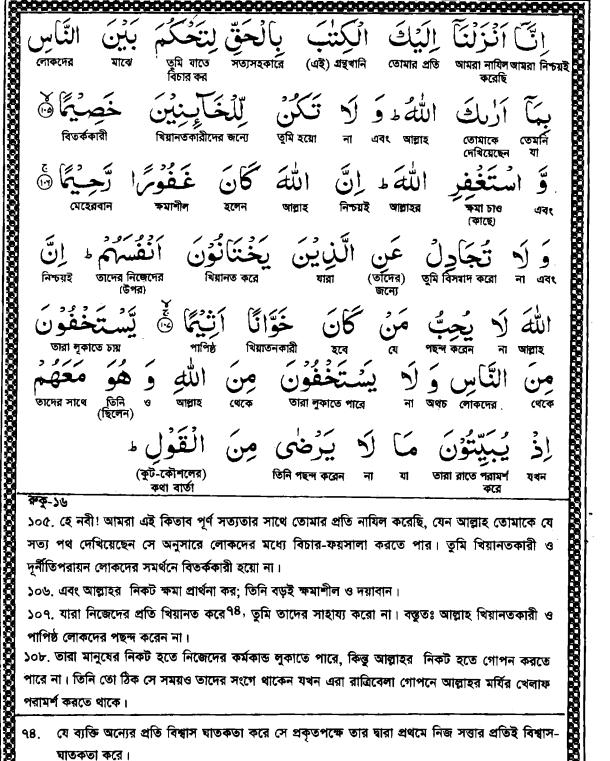
এবং দ্বিতীয় দল- এখনো যারা নামায পড়ে নি- তারা এসে

তোমার সাথে পড়বে এবং তারাও সতর্ক থাকবে ও নিজেদের অস্ত্র সংগে রাখবে, কেননা কাফেরগণ সুযোগ-সন্ধান করছে: তোমরা তোমাদের অন্ত্র-সন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হতে একটু অসতর্ক হলেই তারা আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু তোমরা যদি বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও কিংবা অসুস্থ হও তবে অন্ত সংবরণ করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক থাকবে। নিশ্চয় জেনো, আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকার আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।



১০৩. অতঃপর তোমরা যখন নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে -বসে -ওয়ে-সর্ববস্থায় আল্লাহকে স্বরণ করতে থাকবে। আর যখন স্বন্তি ও নিরাপত্তা লাভ হবে, তখন পূর্ণ নামায পড়বে। বস্তুতঃ নামায এমন একটি কর্তব্য কাজ, যা সময়ানুবর্তিতার সাথে (আদায় করার জন্যে) ঈমানদার লোকদের জন্যে কর্য করে দেয়া হয়েছে।

১০৪. এই দলের পশ্চাদ্ধাবনে কিছুমাত্র দূর্বলতা দেখিয়ো না। তোমরা কষ্টে পড়ে থাকলে তোমাদের ন্যায় তারাও কষ্ট ভোগ করছে। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর নিকট সেই জিনিসের আশা পোষণ কর যার আশা তারা করে না। নিক্য়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি বিজ্ঞানী ও বৃদ্ধিমান।



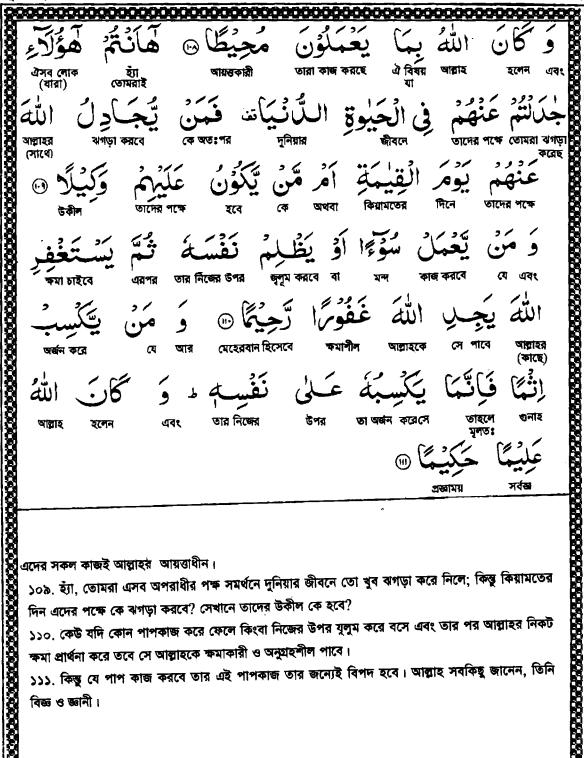
১০৫. হে নবী! আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতার সাথে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন সে অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতে পার। তুমি খিয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ন লোকদের সমর্থনে বিভর্ককারী হয়ো না।

১০৬. এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

১০৭. যারা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করে^{৭৪}, তুমি তাদের সাহায্য করো না। বস্তুতঃ আল্লাহ খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ লোকদের পছন্দ করেন না।

১০৮. তারা মানুষের নিকট হতে নিজেদের কর্মকান্ড পুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নিকট হতে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সে সময়ও তাদের সংগে থাকেন যখন এরা রাত্রিবেলা গোপনে আল্লাহর মর্যির খেলাফ পরামর্শ করতে থাকে।

যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে প্রকৃতপক্ষে তার ঘারা প্রথমে নিজ সতার প্রতিই বিশ্বাস-98. ঘাতকতা করে।



এদের সকল কাজই আল্লাহর আয়তাধীন।

১০৯. হাাঁ, তোমরা এসব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে দুনিয়ার জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে; কিন্তু কিয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে? সেখানে তাদের উকীল কে হবে?

১১০. কেউ যদি কোন পাপকাজ করে ফেলে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে বসে এবং তার পর আন্নাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে।

১১১. কিন্তু যে পাপ কাজ করবে তার এই পাপকাজ তার জন্যেই বিপদ হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।

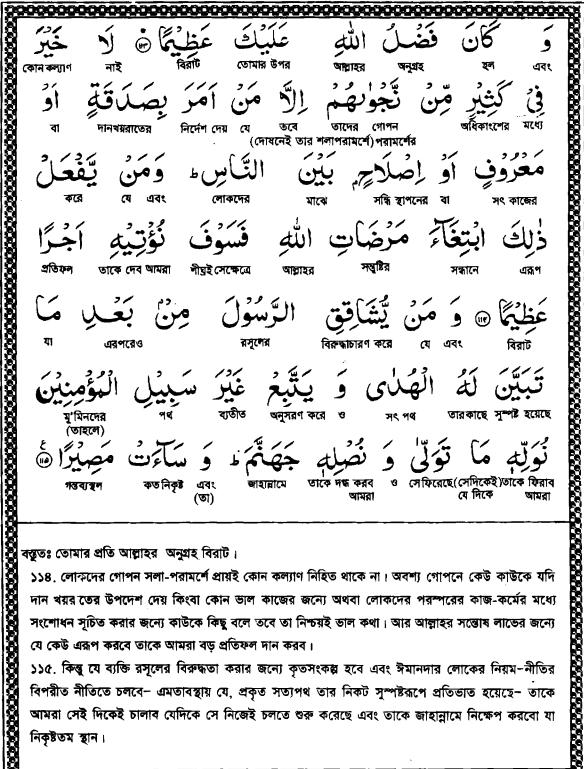


```
অন্যায়
                                            মিধ্যা অপবাদ
                                                                            নিক্য তবে
                                                                         আঁলাহর
                                                       তোমার উপর
                                                                                            বনুগ্ৰহ
 সংকল করেই
                           (তবে)
                                                                                            (হত)
     ফেলেছিল
                                                                                                           একদল
                                                       তোমাকে
              তারা পথ ভ্রষ্ট করবে
এ ছাড়া
                                                                                             হতে
                                    কোন কিছুই
                                                                                                    তাদের নিজেদেরকে
  আল্লাহ
                          এবং
                                                                  <u>তোমাকেড়ারা</u> ক্তি
              কবেছে•
                                         তোমাকে শিক্ষা
                                                                                                          তোমার উপর
তমি জানতে
                                                                    বৃদ্ধিমন্তা
                                                                                       B
                                                                                              কিতাব
                                                <u>দিয়েছেন</u>
```

১১২. তারপরে যে নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করে কোন নির্দেষি ব্যক্তির উপর তার দোষ চাপিয়ে দেয় সে তো বড় সাংঘাতিক দোষারোপ ও প্রকাশ্য তনাহের বোঝা নিজ কাঁধে গ্রহণ করে। রুকু-১৭

১১৩. হে নবী! আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তোমার প্রতি না হতো এবং তাঁর রহমত যদি তোমার কল্যাণে নিযুক্ত না হত তবে তাদের মধ্য হতে একটি দল তোমাদেরকে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করার ফায়সালা করেই ফেলেছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ভুল ধারণায় ফেলতেছিলনা এবং তারা তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারত না ^{৭৫}। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও বুদ্ধিমন্তা নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না।

অর্থাৎ যদি তারা ভুল বিবরণ ও সাক্ষ্য পেশ করে তোমাকে ভুল ধারণার বশবর্তী করতে সক্ষমও হয়ে যেত্ 90. এবং নিজেদের অনুকলে ইনসাক্ষের খেলাফ ফায়সালাও হাসেল করে নিতো, তবু ক্ষতি তাদেরই হতো। ভোমার তাতে কোন ক্ষতি হতো না। কেননা তার জন্য আল্লাহর কাছে তারাই দোষী সাব্যস্ত হতো, তুমি নও। যে ব্যক্তি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে নিজের অনুকূলে অন্যায় ফায়সালা হাসেল করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজেকে এই বিদ্রান্তির মধ্যে ফেলে যে, এই তদবিরের ফলে 'হক' তারই পক্ষে এসে গিয়েছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে হক তারই আছে, প্রকৃত যার হক। কোন ভূল ধারণার বশবর্তী হয়ে আদালতের বিচারক ফায়সালা দান করলে তার দারা প্রকৃত সত্যের উপর কোন প্রভার প্রতিক্রিয়া পড়ে না।



বস্তুতঃ তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট ।

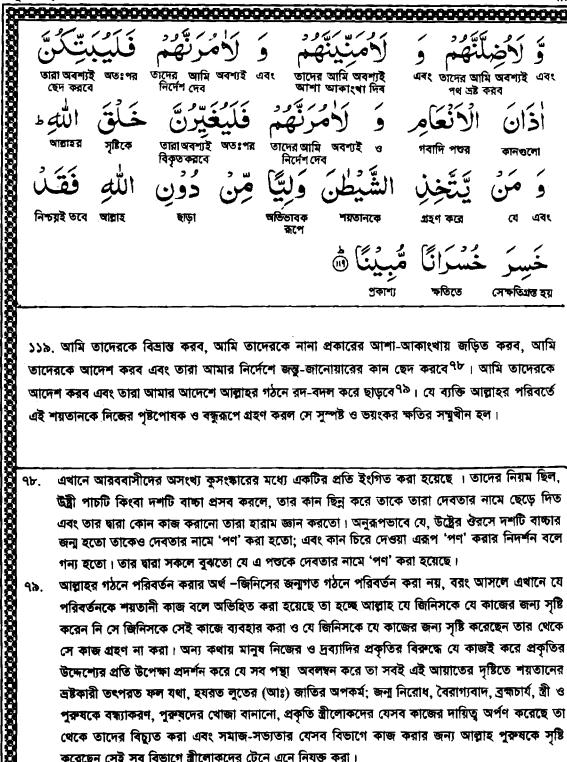
১১৪. লোফদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য গোপনে কেউ কাউকে যদি দান খয়র তের উপদেশ দেয় কিংবা কোন ভাল কাজের জন্যে অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্মের মধ্যে সংশোধন সূচিত করার জন্যে কাউকে কিছু বলে তবে তা নিশ্চয়ই ভাল কথা। আর আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে যে কেউ এরূপ করবে তাকে আমরা বড় প্রতিফল দান করব।

১১৫. কিন্তু যে ব্যক্তি রস্লের বিরুদ্ধতা করার জন্যে কৃতসংকল্প হবে এবং ঈমানদার লোকের নিয়ম-নীতির বিপরীত নীতিতে চলবে- এমতাবস্থায় যে, প্রকৃত সত্যপথ তার নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে- তাকে আমরা সেই দিকেই চালাব যেদিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো যা নিকৃষ্টতম স্থান।



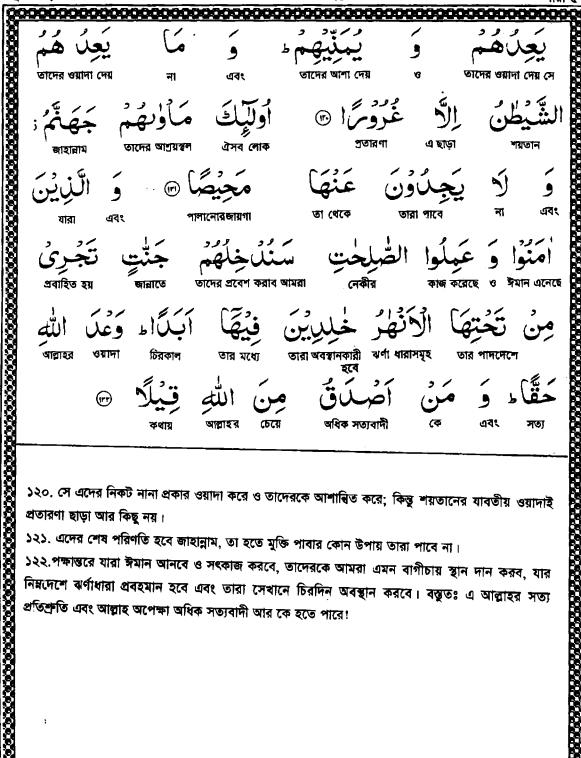
১১৬. আল্লাহর নিকট কেবল শেরকই ক্ষমা পেতে পারে না, এতদ্ব্যতীত অন্য সব পাপই মার্জনা লাভ করতে পারে, যাকে তিনি ক্ষমা করতে ইচ্ছা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল, সে তো গোমরাহীর পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

- ১১৭. এ ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীসমূহকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করে^{৭৬}। তারা সেই আল্লাহদোহী শয়তানকেও মাবুদ রূপে মেনে নেয়
- ১১৮. যার উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন (তারা সেই শয়তানের আনুগত্য ও অনুসরণ করে) যে আল্লাহকে বলেছিল যে, আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে হতে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব^{৭৭}:
- শয়তানকে কেউই এই অর্থে উপাস্যব্ধপে গ্রহণ করেনা যে, তার সামনে কেউ পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পালন 96. করে বা তাকে আল্লাহ রূপে মর্যাদা দান করে। শয়তানকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার অর্থ মানুষের নিজের প্রবৃত্তির লাগাম শয়তানের হাতে সমর্পন করা এবং সে যেদিকে পরিচালনা করে সে দিকে চালিত হওয়া, যেন এ তার বান্দা এবং সে তার আল্লাহ। এর থেকে এ সত্য জানা যায় যে- অন্ধ ও প্রশ্নাতীত ভাবে কারুর আনুগত্য ও আদেশ পালন করাকেও 'এবাদত' বলা হয়: এবং যে ব্যক্তি কারুর এরূপ আনুগত্য করে সে আল্লাহকে ত্যাগ করে তাকেই নিজের মাবুদ বানিয়েছে বলা যেতে পারে।
- অর্থাৎ তার সময়ের মধ্যে, তার শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার মধ্যে, শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতার মধ্যে, তার মাল ও 99. আওলাদের মধ্যে নিজের জন্য অংশ নির্ধারণ করবো এবং তাকে প্রতারিত করে এরূপ প্ররোচিত করবো যে. সে এই সমস্ত জিনিসের অংশ বিশেষ আমার পথে ব্যয় করবে।



১১৯, আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, আমি তাদেরকে নানা প্রকারের আশা-আকাংখায় জড়িত করব, আমি ভাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার নির্দেশে জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদ করবে ^{৭৮}। আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার আদেশে আল্লাহর গঠনে রদ-বদল করে ছাড়বে ^{৭৯}। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এই শয়তানকে নিজের পৃষ্টপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করল সে সুস্পষ্ট ও ভয়ংকর ক্ষতির সমুখীন হল।

- এখানে আরববাসীদের অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে একটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । তাদের নিয়ম ছিল, 96. উদ্রী পাচটি কিংবা দশটি বাচ্চা প্রসব করলে, তার কান ছিনু করে তাকে তারা দেবতার নামে ছেড়ে দিত এবং তার দ্বারা কোন কাজ করানো তারা হারাম জ্ঞান করতো। অনুরূপভাবে যে, উষ্ট্রের ঔরসে দশটি বাচ্চার জন্ম হতো তাকেও দেবতার নামে 'পণ' করা হতো: এবং কান চিরে দেওয়া এরূপ 'পণ' করার নিদর্শন বলে গন্য হতো। তার দ্বারা সকলে বুঝতো যে এ পতকে দেবতার নামে 'পণ' করা হয়েছে।
- আল্লাহর গঠনে পরিবর্তন করার অর্থ –জিনিসের জন্মগত গঠনে পরিবর্তন করা নয়, বরং আসলে এখানে যে 93. পরিবর্তনকে শয়তানী কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেন নি সে জ্বিনিসকে সেই কাজে ব্যবহার করা ও যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সে কাজ গ্রহণ না করা। অন্য কথায় মানুষ নিজের ও দ্রব্যাদির প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কাজই করে প্রকৃতির উদ্দেশ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে যে সব পদ্মা অবলম্বন করে তা সবই এই আয়াতের দৃষ্টিতে শয়তানের ভ্রষ্টকারী তৎপরত ফল যথা, হযরত লুতের (আঃ) জাতির অপকর্ম; জন্ম নিরোধ, বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মচার্য, স্ত্রী ও পুরুষকে বন্ধ্যাকরণ, পুরুষদের খোজা বানানো, প্রকৃতি স্ত্রীপোকদের যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা থেকে তাদের বিচ্যুত করা এবং সমাজ-সভ্যতার যেসব বিভাগে কাজ করার জন্য আল্লাহ পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই সব বিভাগে ব্রীলোকদের টেনে এনে নিযুক্ত করা।

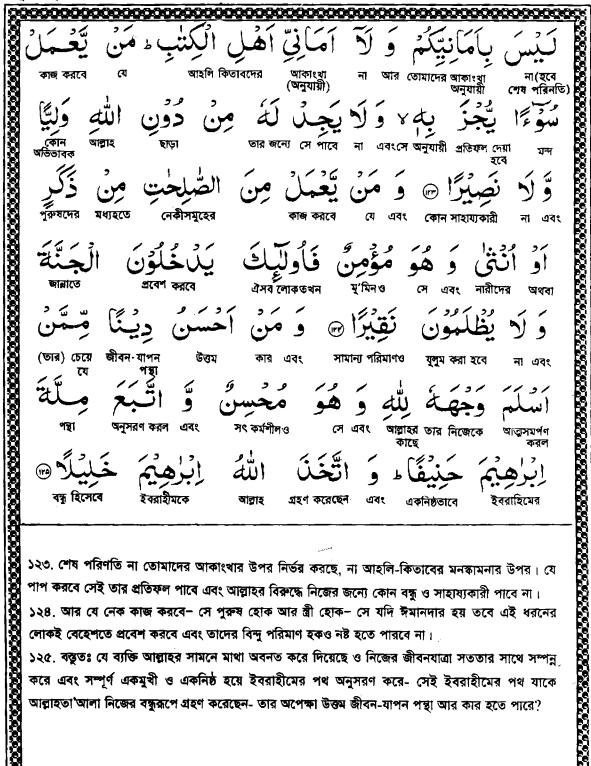


১২০. সে এদের নিকট নানা প্রকার ওয়াদা করে ও তাদেরকে আশান্তিত করে; কিন্তু শয়তানের যাবতীয় ওয়াদাই প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

১২১. এদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্লাম, তা হতে মুক্তি পাবার কোন উপায় ভারা পাবে না।

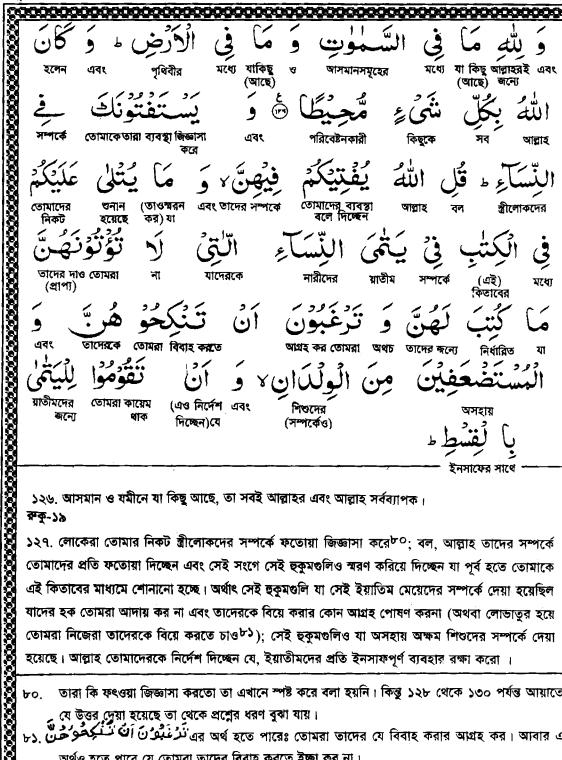
১২২.পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সংকাজ করবে, তাদেরকে আমরা এমন বাগীচায় স্থান দান করব, যার নিমদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। বস্তুতঃ এ আল্লাহর সত্য প্রতিক্রতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে!

Э.



১২৩. শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাংখার উপর নির্ভর করছে, না আহলি-কিতাবের মনস্কামনার উপর। যে পাপ করবে সেই তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে নিজের জন্যে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। ১২৪. আর যে নেক কাজ করবে- সে পুরুষ হোক আর ন্ত্রী হোক- সে যদি ঈমানদার হয় তবে এই ধরনের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে পারবে না।

১২৫. বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে মাথা অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রা সততার সাথে সম্পন্ন করে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করে- সেই ইবরাহীমের পথ যাকে আল্লাহতা আলা নিজের বন্ধুব্রুপে গ্রহণ করেছেন- তার অপেক্ষা উক্তম জীবন-যাপন পদ্ম আর কার হতে পারে?



১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর এবং আল্লাহ সর্বব্যাপক। ক্রক-১৯

১২৭. লোকেরা তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে^{৮০}় বল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি ফতোয়া দিচ্ছেন এবং সেই সংগে সেই হুকুমগুলিও স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন যা পূর্ব হতে তোমাকে এই কিতাবের মাধ্যমে শোনানো হচ্ছে। অর্থাৎ সেই হুকুমগুলি যা সেই ইয়াতিম মেয়েদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছিল যাদের হক তোমরা আদায় কর না এবং তাদেরকে বিয়ে করার কোন আগ্রহ পোষণ করনা (অথবা লোভাতুর হয়ে তোমরা নিজেরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও^{৮১}); সেই হুকুমগুলিও যা অসহায় অক্ষম শিওদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার রক্ষা করো ।

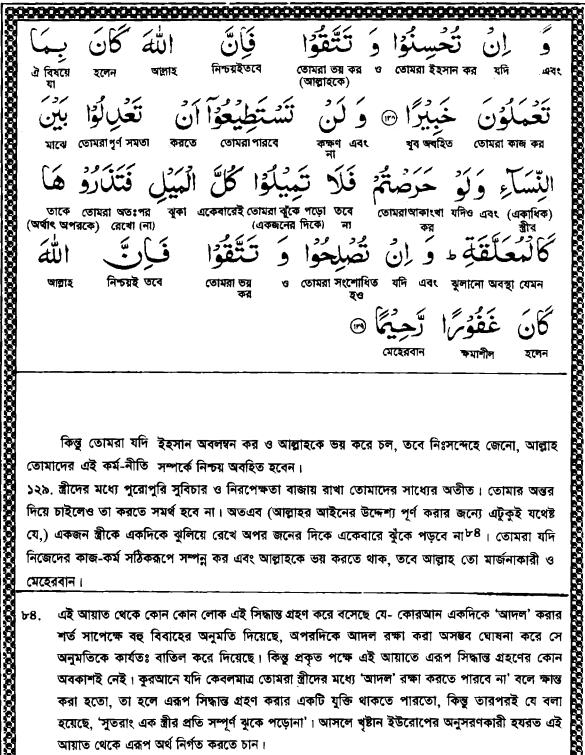
তারা কি ফংওয়া জিজ্ঞাসা করতো তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু ১২৮ থেকে ১৩০ পর্যন্ত আয়াতে উত্তর দ্বেয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরণ বুঝা যায়।

এর অর্থ হতে পারেঃ তোমরা তাদের যে বিবাহ করার আগ্রহ কর। আবার এ نَرُغَبُونُ الْكُ অর্থও হতে পারে যে তোমরা তাদের বিবাহ করতে ইচ্ছা কর না।

98	20000	00000	00000	000000	0000000	00000	000000	000000	00000	0000
	کان	क्या	(فَاِنَّ	خير	بن.	لُوْا !	تفع	م	9
8	হলেন	আক্রা	₹ f	ন ৈত্ য়ই	কল্যাণ		তো	ারা কর	যা	এবং
	्र छात्र	प्रें वागीत	्ष (थरक	ीं ज्य क	•	افر افر	यिन धवः	্য ক্রিন্ট সবিশেষ অ	1) E 9	্যাপারে
000000	لِحَا	يرد پ <u>ص</u> (لَمُمَّا أَنْ	عليْھ	جُنَاحُ					
	দুজনে ত	াপোষ করবে	যে তাণ	দর দুজনের উপর	কোন দোষ	নাই তবে	উপেকা	রা ব	। দুৰ্ব্যবহার	রর
	مِر م فس	الأث	ِ ۻرتِ	ر و و اح	مردور خيارط	صُلُحُ	م و ال	صُلُحًا	نهبا	بدر
	ন্ফসত	লোতে	বিদ্যমান অ	হে আর	উন্তম	আপোষ নিম্পত্তি	এবং (কান আপোষ নিম্পণ্ডি	তাদের দু ্রু	জনের মাঝে এ মাঝ
×									সংকী	<u>ৰ্ণতা</u>

আর যে কল্যাণকর কাজ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচরে থেকে যাবে না। ১২৮. কোন ব্রীলোকের যখন ৮২ তার স্বামীর দিক হতে খারাব ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা দেখা দিবে, তখন স্বামী-স্ত্রী যদি (অধিকারের কিছু কম-বেশীর ভিত্তিত) পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়^{৮৩}, তবে তাতে কোনই দোষ নেই। সন্ধি সর্বাবস্থায় উত্তম; বস্তুতঃ নফস সংকীর্ণতার দিকে সহজেই ঝুকে পড়ে;

- এখান থেকে লোকেদের প্রশ্নের উত্তর তরু হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছেঃ একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের যে ৮২. ছকুম দেয়া হয়েছে তা কিভাবে কার্যকর করা হবে। যদি এক ন্ত্রী চির-রুগু হয়, বা স্বামী-ন্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উপযোগিনী না থাকে তবে সে অবস্থাতেও কি স্বামীর পক্ষে দুজনের প্রতি একই প্রকার অনুরাগ রাখতেই হবে? একই ভাবে দু'জনকে ভালবাসতে হবে? দৈহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও কি সমতা রক্ষা করতে হবে? সে যদি এরূপ না করতে পারে তবে এটাই কি বিচারের দাবী যে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম ব্রীকে পরিত্যাগ করবে? তাছাড়া এ প্রশ্নও থেকে যায় যে, যদি প্রথমা ব্রী নিজে বিচ্ছিন্ন হতে না চায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ সমঝোতা কি হতে পারে যে, যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আগ্রহ অনুরাগ বর্তমান নেই, সে স্ত্রী কি নিজের কিছু অধিকার ও ন্যায্য দাবী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে স্বামীকে তালাক না দিতে সন্মত করে? এক্রপ সমঝোতা কি ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হবে?
- অর্থাৎ এরূপ সমঝোতা দ্বারা যদি কোন দ্রীলোক তার সেই স্বামীর সংগে থাকে- যার সঙ্গে সে জীবনের এক ৮৩. **অংশ যাপন করেছে, তবে সেটাই তালাক** বা বিচ্ছিনুতা থেকে উত্তম।

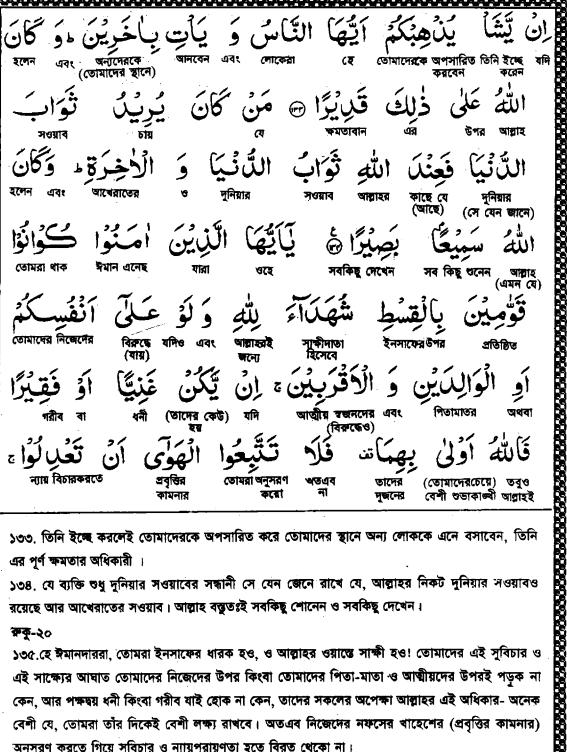


কিন্তু তোমরা যদি ইহুসান অবলম্বন কর ও আল্লাহকে ভয় করে চল, তবে নিঃসন্দেহে জেনো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্ম-নীতি সম্পর্কে নিশ্চয় অবহিত হবেন।

১২৯. ব্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বাজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমার অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না। অতএব (আল্লাহর আইনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে,) একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপর জনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না b8 । তোমরা যদি নিজেদের কাজ-কর্ম সঠিকরূপে সম্পন্ন কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে আল্লাহ তো মার্জনাকারী ও মেহেরবান।

এই আয়াত খেকে কোন কোন লোক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসেছে যে- কোরআন একদিকে 'আদল' করার b8. শর্ত সাপেক্ষে বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, অপরদিকে আদল রক্ষা করা অসম্ভব ঘোষনা করে সে অনুমতিকে কার্যতঃ বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আয়াতে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অবকাশই নেই। কুরআনে যদি কেবলমাত্র ভোমরা স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' রক্ষা করতে পারবে না' বলে ক্ষান্ত করা হতো, তা হলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একটি যুক্তি থাকতে পারতো, কিন্তু তারপরই যে বলা হয়েছে, 'সুতরাং এক ব্রীর প্রতি সম্পূর্ণ ঝুকে পড়োনা'। আসলে খৃষ্টান ইউরোপের অনুসরণকারী হযরত এই আয়াত থেকে এরূপ অর্থ নির্গত করতে চান।

000000000000000000000000000000000000000
🕻 وَ إِنْ يَّتَغَرَّقًا يُغِنِ اللهُ كُلَّا مِّنَ
দারা প্রত্যেককে প্রাল্লাহ অভাবমুক্ত তারা দুব্ধনে পৃথক যদি আর
रा कि इ जान्नारतरे वर अखामर जारुपम जान्न र राजन वर जात्र आहार
(আছে)
إِنَّا فِي السِّمُوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِء وَ لَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ ا
(তাদেরকে) আমরা নির্দেশ নিশ্চয় এবং পৃথিবীতে যা কিছু ও ভাসমানসমূহের মধ্যে 🛱 যাদের দিয়েছিলাম
اُوْتُوا الْكَتْبُ مِنْ قَبْلُكُمْ وَ إِتَّاكُمُ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِيلِلللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
আল্লাহকে তোমরা ভয় যে তোমাদের ক্রেও ও তোমাদের পূর্বে ক্রিতাব দেওয়া
عدد المحالية
وَ إِنْ تُكُفُرُوا فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّلَمُوتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ اللَّهُ وَالْ
যমীনের মধ্যে যাকিছু এবং আসমানসমূহের মধ্যে যাকিছু আক্লাহরই তবুও তোমরা না মান যদি এবং আছে অন্তে অনুত্ত নৈচয়
 أَوْ كَانَ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِينًا ﴿ وَ لِللَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ السَّمُوتِ السَّمُوتِ السَّمُوتِ السَّمُوتِ السَّمَا فِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّ
আসমানসমূহের মধ্যে যা কিছু আল্লাহরই এবং প্রশংসিত মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহ হলেন এবং ট্রি আছে জন্যে
الله وَكُذُرُ مِنْ مِنْ وَكُفِي مِاللَّهِ وَكُذُارُهِ
কর্মাবিধায়ক আল্লাহই যথেষ্ট এবং যমীনের মধ্যে যা কিছু ও
হিসেবে আছে
১৩০. কিন্তু স্বামী-ব্রী যদি পরস্পর হতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তার বিপুল শক্তির সাহায্যে 🙀
প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষিতা হতে রেহাই দান করবেন। বস্তৃতঃ আল্লাহ বিশাল ক্ষমতার মালিক ও বিজ্ঞানী।
১৩১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দান
১৩১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছিলাম তাদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছিলাম, আর এখন তোমাদেরকেও এই উপদেশ দিছি যে, আল্লাহকে ভয় করে কাজ করো; কিন্তু তোমরা যদি তা না মানো তবে মেনো না,- আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন! উপরস্তু সকল প্রকার প্রশংসার তিনিই যোগ্য অধিকারী। ১৩২. নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মালিক, যা কিছু আসমানে ও যমীনে আছে সেই সবকিছুরই; আর যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্যে এক আল্লাহই যথেষ্ট।
ভয় করে কাজ করো; কিন্তু তোমরা যদি তা না মানো তবে মেনো না,- আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই
মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন! উপরন্তু সকল প্রকার প্রশংসার তিনিই যোগ্য অধিকারী।
১৩২. নিন্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মালিক, যা কিছু আসমানে ও যমীনে আছে সেই সবকিছুরই; আর যাবতীয় কার্য । সম্পাদনেরজন্যে এক আল্লাহই যথেষ্ট ।

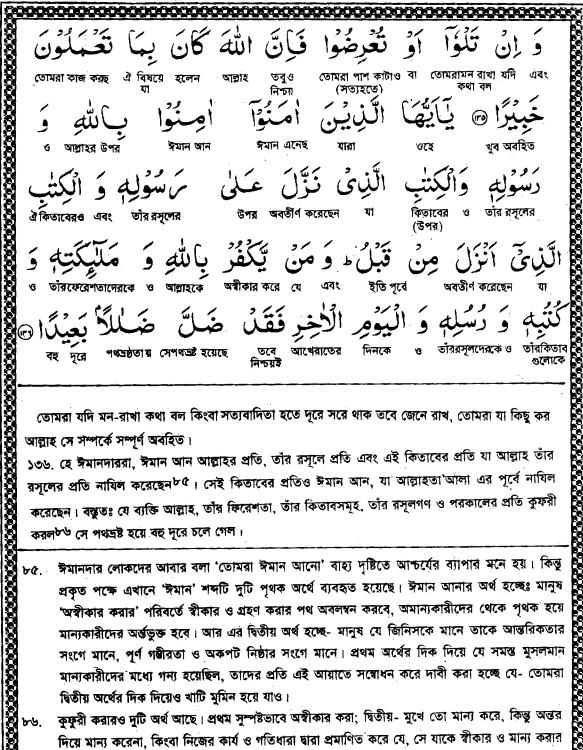


১৩৩, তিনি ইচ্ছে করলেই তোমাদেরকে অপসারিত করে তোমাদের স্থানে অন্য লোককে এনে বসাবেন, তিনি এর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ।

১৩৪. যে ব্যক্তি তথু দুনিয়ার সপ্তয়াবের সন্ধানী সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়ার সপ্তয়াবপ্ত রয়েছে আর আখেরাতের সওয়াব। আল্লাহ বন্তুতঃই সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

ক্লকু-২০

১৩৫.হে ঈমানদাররা, তোমরা ইনসাফের ধারক হও, ও আল্লাহর ওয়ান্তে সাক্ষী হও! তোমাদের এই সুবিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের উপরই পড়ক না কেন, আর পক্ষময় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার- অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের (প্রবৃত্তির কামনার) অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা হতে বিরত থেকো না



তোমরা যদি মন-রাখা কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা হতে দূরে সরে থাক তবে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

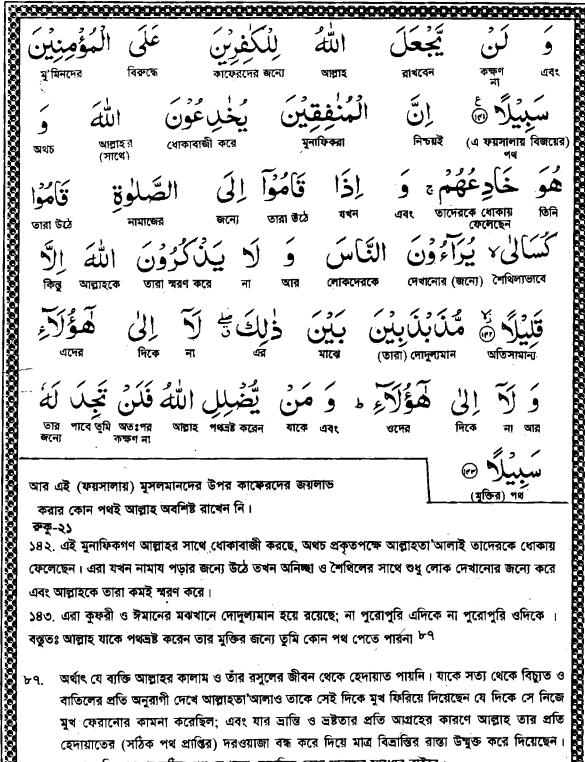
১৩৬. হে ঈমানদাররা, ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রস্লে প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি নামিল করেছেন^{৮৫}। সেই কিতাবের প্রতিও ঈমান আন, যা আল্লাহতা আলা এর পূর্বে নামিল করেছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করল৮৬ সে পথভ্রম্ভ হয়ে বহু দূরে চলে গেল।

- ৮৫. ঈমানদার লোকদের আবার বলা 'তোমরা ঈমান আনো' বাহ্য দৃষ্টিতে আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে 'ঈমান' শব্দটি দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার অর্থ হচ্ছেঃ মানুষ 'অস্বীকার করার' পরিবর্তে স্বীকার ও গ্রহণ করার পথ অবলম্বন করবে, অমান্যকারীদের থেকে পৃথক হয়ে মান্যকারীদের অর্প্তভুক্ত হবে। আর এর দিতীয় অর্থ হচ্ছে- মানুষ যে জিনিসকে মানে তাকে আন্তরিকতার সংগে মানে, পূর্ণ গম্ভীরতা ও অকপট নিষ্ঠার সংগে মানে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে যে সমস্ত মুসলমান মান্যকারীদের মধ্যে গন্য হয়েছিল, তাদের প্রতি এই আয়াতে সম্বোধন করে দাবী করা হচ্ছে যে- তোমরা দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েও খাটি মুমিন হয়ে যাও।
- কুফুরী করারও দুটি অর্থ আছে। প্রথম সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা; দ্বিতীয়- মুখে তো মান্য করে, কিন্তু অন্তর ৮৬. দিয়ে মান্য করেনা, কিংবা নিজের কার্য ও গতিধারা দ্বারা প্রমাণিত করে যে, সে যাকে স্বীকার ও মান্য করার মৌখিক দাবী করে বস্তুত তাকে মান্য করে না।

Ø	00000000000000000000000000000000000000
	إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا نُمَّ كَفُرُوا نُمَّ أَمَنُوا نُمَّ امَنُوا نُمَّ
	আবার ঈমান এনেছ আবার কৃফুরী করেছে এরপর ঈমান এনেছে যারা নিচয়ই
	كَفَرُوا ثُمَّ اذْ كَادُوا كُفُرًا لَّهُ يَكُنِ اللهُ لِيَغُفِرَ لَهُمْ
	তাদেরকে মাফ করবেন খাপ্লাহ (নিশ্চয়) না কৃফুরী তারা বৃদ্ধি করেছে এরপর কুফু রী করেছে (এমন যে) হবেন
	وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
	তাদের জন্যে যে মুনাফিকদেরকে সু সংবাদ দাও (সঠিক)পথের তাদের হেদায়াত না এবং (রয়েছে) দিবেন
	عَنَابًا أَلِّيمًا ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءً
	বিকুরুপে কাম্ফের্দেরকে গ্রহণ করে যারা মর্মজুদ শান্তি
	مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اَيَنِيْعُونَ عِنْكَ هُمُ الْعِزَّةَ
	সন্মান তাদের কাছে তারা সন্ধান করে কি মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে
	فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَلُ نَزَّلَ عَكَيْكُمُ فِي
	মধ্যে তোমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন নিচয় এবং সব টুকুই আল্লাহরই সম্মান নিচয়–তবে জন্যে (জেনে রাখুক)
	الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ أَيْتِ اللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَ
	ও সে গুলোকে অস্বীকার করা হচ্ছে অল্লোহর আয়াতগুলো তোমরা গুনবে যখন যে কিতারের
	يُسْتَهْزَا بِهَا
L	সেওলোকে ঠাট্টা করা হচ্ছে
Ş	১৩৭. আর যারা ঈমান আনল, তারপরে কৃষ্ণরী করল, তারপর ঈমান আনল ও আবার কৃষ্ণরী করল, উপরন্থ সেই
	কৃষ্ণরীতেই সে সামনে অগ্রসর হল তবে আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না, আর কখনই তাদেরকে সত্য
Š	কুফরীতেই সে সামনে অগ্রসর হল তবে আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না, আর কখনই তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিবেন না । ১৩৮-১৩৯ যে সব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সংগীরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এই 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে যন্ত্রণা দায়ক শান্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এরা কি সন্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকট যায়? অথচ সন্মান তো সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য। ১৪০. আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদেরকে পূর্বেই এই হকুম দিয়েছেন যে, তোমরা যেখানেই আল্লাহর আয়ান্তের বিরুদ্ধে কুফরীর কথা বলতে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে শুনবে,
	১৩৮-১৩৯.যে সব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সংগীরূপে
	গ্রহণ করে তাদেরকে এই 'সুসংবাদ' তনিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে যন্ত্রণা দায়ক শান্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এরা কি
) }	সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকট যায়? অথচ সম্মান তো সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য।
	১৪০. আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদেরকে পূর্বেই এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা যেখানেই আল্লাহর আয়াতের
	বিরুদ্ধে কৃষ্ণরীর কথা বলতে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে শুনবে,



সেখানে তোমরা আদৌ বসবে না- যতক্ষণ না তারা অন্য কোন কথায় লিঙ হয়। তোমরা যদি তাই কর, তবে তোমরাও তাদেরই মত হবে। নিশ্বয়ই জেনো আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্রামে একত্রিত করবেন। ১৪১, এই মুনাঞ্চিকগণ ভোমাদের ব্যাপারে এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি দাড়ায়! আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের জয় সূচিত হলে তারা এসে বলবেঃ আমরাও কি তোমাদের সংগে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাকেরদের পাল্লা ভারী হলে তাদেরকে বলবেঃ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতাম না? তা সত্তেও আমরা ডোমাদেরকে মুসলমানদের হতে রক্ষা করেছি। বস্তুতঃ আল্লাহই তোমাদের ও তাদের পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কিয়ামতের দিন করবেন।



এরপ ব্যক্তিকে সত্য সঠিক-পথ দেখানো বাস্তবিক কোন মানুষের সাধ্যের বাইরে।

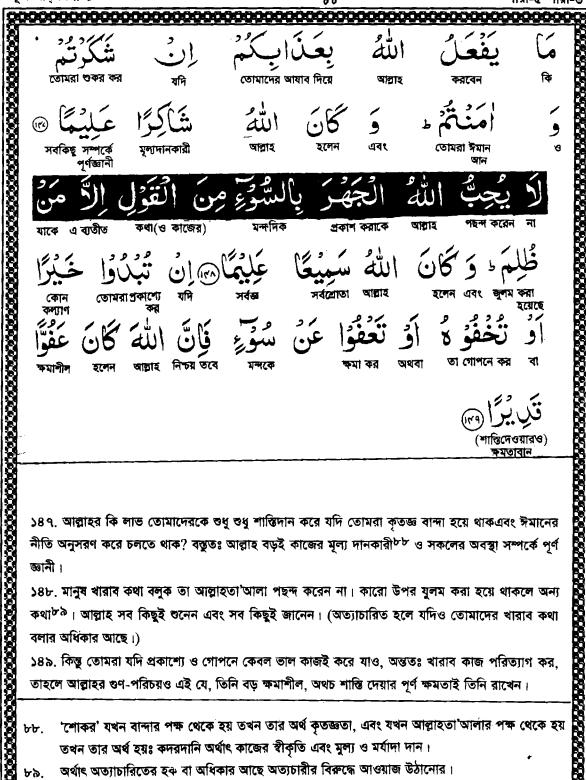
হেদায়াতের (সঠিক পথ প্রাপ্তির) দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়ে মাত্র বিভ্রান্তির রাস্তা উত্মৃক্ত করে দিয়েছেন।



১৪৪ হে স্থমানদারা! স্থমানদার লোকদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তোমরা কি আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও?

১৪৫. নিক্র জেনো, মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিন্ম স্তরে অবস্থান করবে, আর তুমি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পাবে না।

১৪৬. তবে তাদের মধ্য হতে যারা তওবা করবে ও নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে ও আন্থাহর রচ্ছ্ শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নিবে এই ধরনের লোক মু'মিনদের সংগী হবে, আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন।



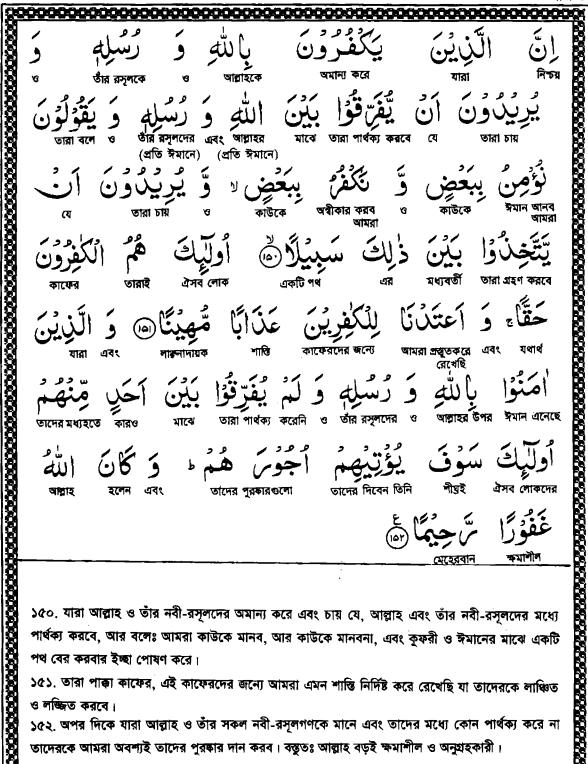
১৪৭. আল্লাহর কি লাভ তোমাদেরকে তথু তথু শান্তিদান করে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকএবং ঈমানের নীতি অনুসরণ করে চলতে থাক? বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই কাজের মূল্য দানকারী^{৮৮} ও সকলের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ खानी।

১৪৮. মানুষ খারাব কথা বলুক তা আল্লাহতা আলা পছন্দ করেন না। কারো উপর যুলম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা^{৮৯}। আল্লাহ সব কিছুই শুনেন এবং সব কিছুই জানেন। (অত্যাচারিত হলে যদিও তোমাদের খারাব কথা বলার অধিকার আছে।)

১৪৯. কিন্তু তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে কেবল তাল কাজই করে যাও, অন্ততঃ খারাব কাজ পরিত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহর গুণ-পরিচয়ও এই যে, তিনি বড় ক্ষমাশীল, অথচ শান্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতাই তিনি রাখেন।

- 'শোকর' যখন বানার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ কৃতজ্ঞতা, এবং যখন আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে হয় **bb**. তখন তার অর্থ হয়ঃ কদরদানি অর্থাৎ কাজের স্বীকৃতি এবং মুল্য ও মর্যাদা দান।
- অর্থাৎ অত্যাচারিতের হঝ বা অধিকার আছে অত্যচারীর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানোর।





১৫০. যারা আল্লাহ ও তাঁর নবী-রসূলদের অমান্য করে এবং চায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করবে, আর বলেঃ আমরা কাউকে মানব, আর কাউকে মানবনা, এবং কৃফরী ও ঈমানের মাঝে একটি পথ বের করবার ইচ্ছা পোষণ করে i

১৫১. তারা পাক্কা কাফের, এই কাফেরদের জন্যে আমরা এমন শান্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি যা তাদেরকে লাঞ্চিত ও লক্ষ্ণিত করবে।

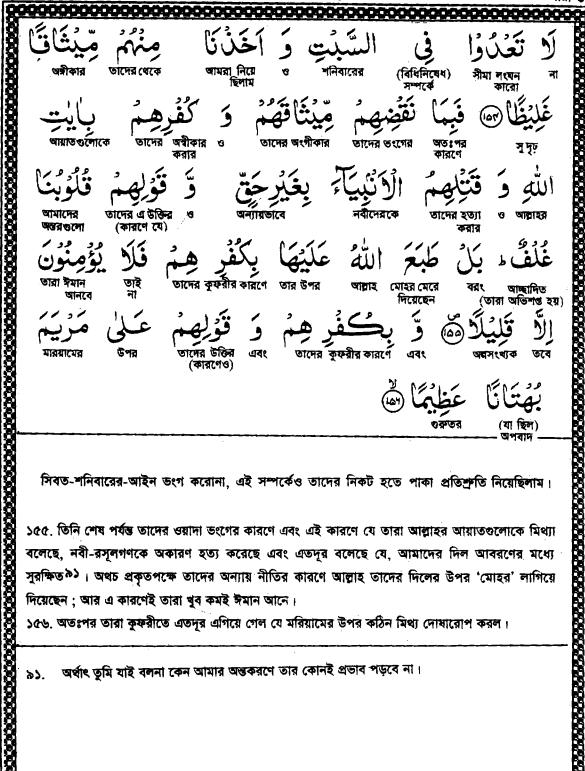
১৫২. অপর দিকে যারা আল্লাহ ও তাঁর সকল নবী-রসূলগণকে মানে এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না তাদেরকে আমরা অবশ্যই তাদের পুরন্ধার দান করব। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।



১৫৩. এই আহলি-কিতাবের লোকেরা যদি আজ তোমার নিকট এই দাবী করে যে, তুমি আসমান হতে কোন লিখিত দলীল তাদের প্রতি নাযিল করাবে তবে এ হতেও অনেক বড় বড় দাবী ইতিপূর্বে তারা মুসা নবীর নিকট পেশ করেছে। তাঁর নিকট তারা এতদুর দাবী করেছিল যে, আমাদেরকে প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহকে দেখাও। আর আল্লাহদ্রোহিতার দরুণ সহসাই তাদের উপর বিদ্যুৎ ভেঙ্গে পড়েছিল। তার পর তারা বাছুরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল, অথচ তারা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখতে পেয়েছিল। এ সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছি। আমরা মৃসাকে সুস্পষ্ট অকাট্য ফরমান দান করেছি।

১৫৪. এবং এই লোকগুলোর উপর 'তুর' পাহাড় উঠিয়ে ধরে তাদের নিকট হতে এই ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি। আমরা তাদেরকে আদেশ করলাম যে, দ্বারপথে সিজদায় নত অবস্থায় প্রবেশ কর^{৯০}। আমরা তাদেরকে বলগামঃ

সূরা বাকারাহ- এর ৫৮ - ৫৯ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে।



সিবত-শনিবারের-আইন ভংগ করোনা, এই সম্পর্কেও তাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম।

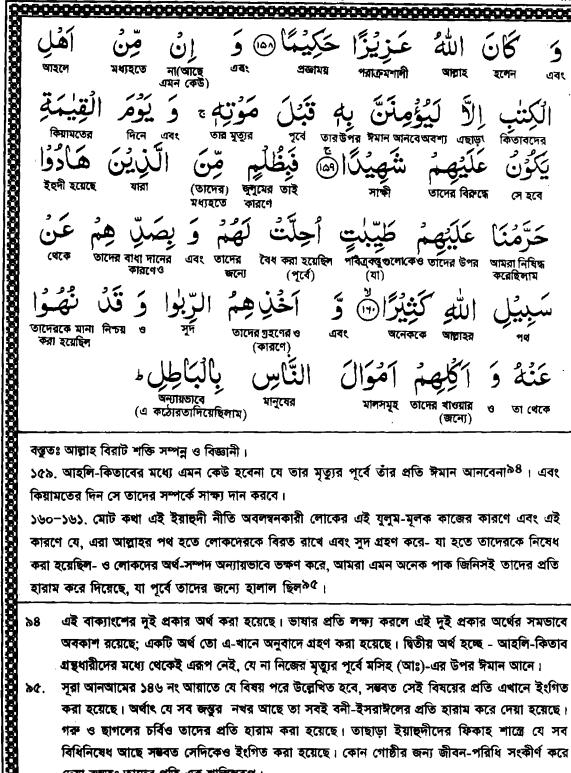
১৫৫. তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের ওয়াদা ভংগের কারণে এবং এই কারণে যে তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলেছে, নবী-রসূলগণকে অকারণ হত্য করেছে এবং এতদূর বলেছে যে, আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিড 🂫 । অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্যায় নীতির কারণে আল্লাহ তাদের দিলের উপর 'মোহর' লাগিয়ে দিয়েছেন : আর এ কারণেই তারা খুব কমই ঈমান আনে।

১৫৬. অতঃপর তারা কুফরীতে এতদূর এগিয়ে গেল যে মরিয়ামের উপর কঠিন মিথ্য দোষারোপ করল।

অর্থাৎ তুমি যাই বলনা কেন আমার অন্তকরণে তার কোনই প্রভাব পড়বে না। ۵۵.

200000000000000000000000000000000000000	000
و توریها اِن قدید انتسای ا	
🚰 (অর্থাৎ) মসীহকে জামরা হত্যা করেছি জামরা নিচয় তাদের উক্তি এবং 💲 ঈসাকে (এও যে)	
ور برور برور بالم المراجع و در برا	
ابن مزيم رُسُولُ اللهِ وَ مَا قَتَلُو لَا وَ مَا قَتَلُو لَا وَ مَا إِلَّا	8
র্থী না এবং তাকে তারা হত্যা না এবং আল্লাহর (যিনি) মারইয়ামের তন্ম করেছে রসল	
ا المود و المال و في المال الله والمالية الله والمالية الله والمالية الله والمالية الله والمالية الله	
صلبوه وللإن شبِهُ لهم ﴿ وَ إِنَّ ٱللَّايِنِ اخْتَلَفُوا ﴿	
🖏 মততেদ করেছিল যারা নিশ্চয় এবং ডাদের বিভ্রম হয়েছিল কিন্তু তাকে তারা শুলে জন্যে	
فِيْهِ لَغِي شَاكِ مِنهُ اللَّهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه	
এ ছাড়া জ্ঞান কোন এ সম্পর্কে তাদের না তাথেকে সন্দেহের অবশ্যই সে বিষয়	য়ে 🖁
ব্ৰ যে আছে মধ্যেআছে বি	👸
بُنَاعَ الظُّنَّ، وَ مَا قَنَانُوْ لَا يَقِينُنَّا إِنَّ كِنْكُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَأَلَّا	🛭 ارّ
তার দিকে আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নেন বরং নিঃসন্দেহে তাকে তারা হত্যা না এবং অনুমানের অনুসরণ ব	রে তি
করেছে	8
১৫৭. তারা নিজেরাই বললঃ আমরা মরিয়ম পুত্র মসীহ-ঈসা, আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি৯২– অথ	
প্রকৃতপক্ষে না তারা তাঁকে হত্যা করেছে, না ওলে বসিয়েছে; বরং গোটা ব্যাপারটাই তাদের নিকট গোল	
্বী ধাঁধায় পরিণ ত করে দেয়া হয়েছে ^{৯৩} । আর যারা এই বিষয়ে মতভেদ করছে, তারাও মূলত সন্দেহে পড়ে গেছে	
তাদের নিকট এই বিষয়ে কোন জ্ঞানই নেই, আছে গুধু অমূলক ধারণার অন্ধ অনুসরণ; নিক্যুই তারা মসীহে	क 🖁
হত্যা করে নি,	
🖁 ১৫৮, বরং আল্লাহ তাকে নিজের নিকটে উঠিয়ে নিয়েছেন।	
১ ৯২. অর্থাৎ তাদের অপরাধমূলক দুঃসাহস এতদূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল যে, রসূলকে রসূল বলে চিনতে	<u>.</u>
জানতে পেরেও তাকে হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং গর্ব ভরে বলতো, 'আমরা আল্লাহর রসূল	
হত্যা করেছি'। এই প্রসঙ্গে এই টীকার সঙ্গে যদি সুরা মরিয়মের ২য় রুকু পাঠ করা যায়, তবে জানতে পা	
যাবে যে, বনী-ইসরাঈল হযরত ঈসাকে (আঃ) বস্তুত রসূল বলে জানতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঢে	100
ধারণায় তাকে শৃল বিদ্ধ করেছে।	

- অর্থাৎ তাদের অপরাধমূলক দুঃসাহস এতদূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল যে, রসূলকে রসূল বলে চিনতে ও ৯২. জানতে পেরেও তাকে হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং গর্ব ভরে বলতো, 'আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি'। এই প্রসঙ্গে এই টীকার সঙ্গে যদি সূরা মরিয়মের ২য় রুকু পাঠ করা যায়, তবে জানতে পারা যাবে যে, বনী-ইসরাঈল হযরত ঈসাকে (আঃ) বস্তুত রসূল বলে জানতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের ধারণায় তাকে শূল বিদ্ধ করেছে।
- এ আয়াত পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করে যে, হযরত মসিহ (আঃ)-কে শূলে চড়াবার আগেই ভাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল; এবং খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের এ ধারণা যে তিনি ওলের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছেন নিছক বিভ্রান্তিজনিত। ইয়ান্থদীরা হযরত মসিহকে (আঃ) শূলের উপর চড়াবার কোন এক সময় আল্লাহতা আলা তাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর ইয়াহুদীরা যে ব্যক্তিকে ওলের উপর চড়িয়েছিল সে ছিল অন্য কোন লোক; কিন্তু আল্লাহ জানেন কি কারণে ইয়াহুদীরা তাকেই ঈসা ইবনে মরিয়ম মনে করেছিল।

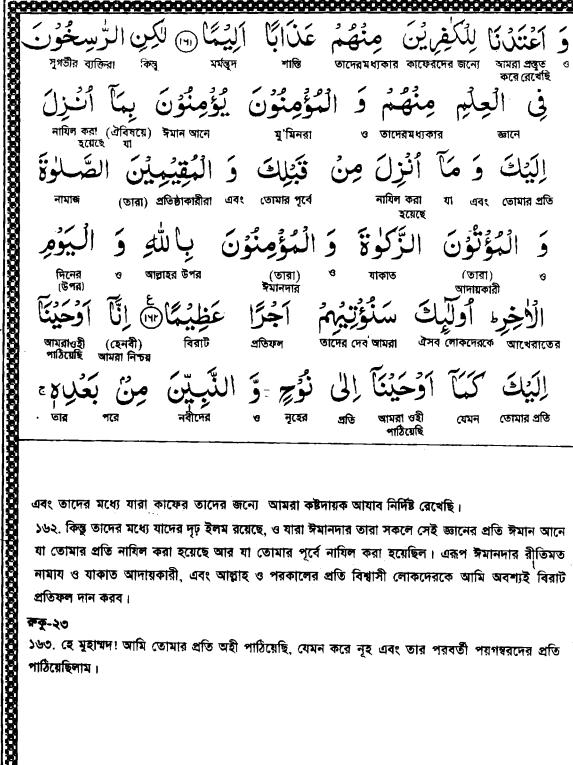


বস্তুতঃ আল্লাহ বিরাট শক্তি সম্পন্ন ও বিজ্ঞানী।

১৫৯. আহিল-কিতাবের মধ্যে এমন কেউ হবেনা যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবেনা^{৯৪}। এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।

১৬০-১৬১. মোট কথা এই ইয়াহদী নীতি অবলম্বনকারী লোকের এই যুলুম-মূলক কাজের কারণে এবং এই কারণে যে, এরা আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং সুদ গ্রহণ করে- যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল- ও লোকদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আমরা এমন অনেক পাক জিনিসই তাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছে, যা পূর্বে তাদের জন্যে হালাল ছিল^{৯৫}।

- এই বাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ করা হয়েছে। ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে এই দুই প্রকার অর্থের সমভাবে 98 অবকাশ রয়েছে; একটি অর্থ ডো এ-খানে অনুবাদে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে - আহলি-কিতাব গ্রন্থধারীদের মধ্যে থেকেই এরূপ নেই, যে না নিজের মৃত্যুর পূর্বে মসিহ (আঃ)-এর উপর ঈমান আনে।
- সুরা আনআমের ১৪৬ নং আয়াতে যে বিষয় পরে উল্লেখিত হবে. সম্ভবত সেই বিষয়ের প্রতি এখানে ইংগিড **አ**৫. করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সব জন্তুর নখর আছে তা সবই বনী-ইসরাঈলের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে। গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া ইয়াছদীদের ফিকাহ শাল্রে যে সব বিধিনিষেধ আছে সম্ভবত সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। কোন গোষ্ঠীর জন্য জীবন-পরিধি সংকীর্ণ করে দেয়া বস্তুতঃ তাদের প্রতি এক শান্তিস্বরূপ।



এবং তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্যে আমরা কষ্টদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রেখেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের দৃঢ় ইলম রয়েছে, ও যারা ঈমানদার তারা সকলে সেই জ্ঞানের প্রতি ঈমান আনে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আর যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। এরপ ঈমানদার রীতিমত নামায ও যাকাত আদায়কারী, এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকদেরকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব।

ক্লকু-২৩

১৬৩. হে মুহাম্মদ! আমি তোমার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নৃহ এবং তার পরবর্তী পরগম্বরদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম।

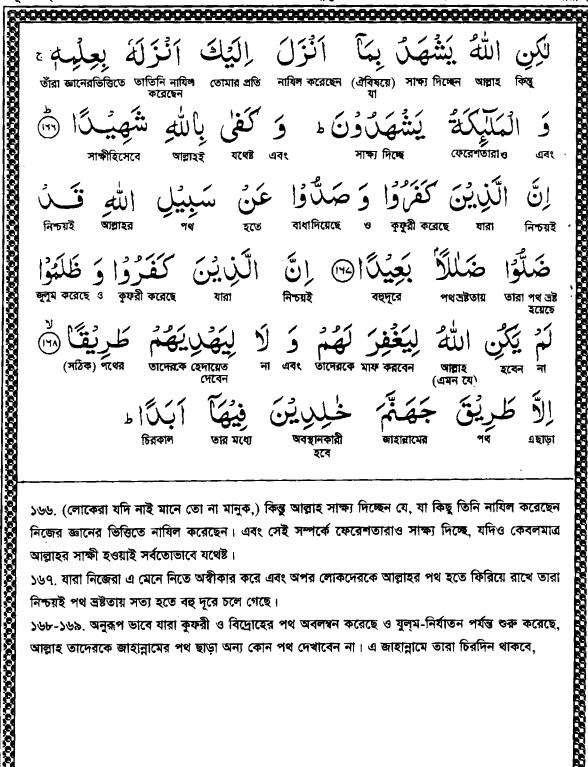
94	200000000000000000000000000000000000000
	وَ أُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمُ وَ اِسْلِعِيْلُ وَ اِسْلِحَٰنَ وَ يَعْقُوبُ
	ইয়াকুবের ও ইসহাকের ও ইসমাঈলের ও ইবরাহীমের প্রতি আমরা ওহী ও পাঠিয়েছি
	وَ الْأَلْسَبَاطِ وَ عِيْسَى وَ أَيُّوْبَ وَ يُؤْنُسُ وَ هَـرُوْنَ
	্হারুনের ও ইউনুসের ও আইয়ুবের ও ঈসার ও (তার) বংশধরদের ও প্রেতি)
	وَ شُكْيُمْنَ ۚ وَ التَّيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ﴿ وَ رُسُلًا قَالَ
ã	নিষ্ণয়ই (এসব) এবং যবুর দাউদকে ত্থামরা দিয়েছি এবং সৃশাইমানের ও রসৃশদেরকে (প্রতি)
	قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ قَبُلُ وَ رُسُلًا لَهُ نَقْصُصُهُمَ
ğ	ভাদের আমরা বর্ণনা না (এমন সব) এবং ইতিপূর্বে ভোমার নিকট ভাদের আমরা বর্ণনা করেছি রসৃশও(ছিলেন) করেছি
	তাদের আমরা বর্ণনা না (এমন সব) এবং ইতিপূর্বে তোমার নিকট তাদের আমরা বর্ণনা করেছি রস্শও(ছিলেন) তর্মিটি তিন্দু বিশ্বি তিন্দু করিছি ত্রিটিটি তিন্দু বিশ্বি তিন্দু বিশ্বি তাদের আমরা বর্ণনা করেছি ত্রিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিট
	(এসব) (সরাসরি) মৃসার (সাথে) আল্লাহ কথা বশেছেন এবং তোমার কাছে রসুল কাথারাক্য
	مُّبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِعَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
	আল্লাহর বিরুদ্ধে লোকদের জ্বন্যে থাকে না যেন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা (ছিলেন)
	حُجَّةً بَعْنَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا اللهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا اللهُ
	প্রজ্ঞাময় পরাক্রমশালী আল্লাহ হলেন এবং রস্গদের পরে কোন যুক্তি (আগমনের)

আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব-বংশধর, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূণ ও সোলাইমানের প্রতি অহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যবুর দিয়েছি।

১৬৪. আমি সেই রস্লগণের প্রতিও অহী পাঠিয়েছি, যার সম্পর্কে তোমার নিকট পূর্বে বর্ণনা দান করেছি. এবং সেই রস্লদের প্রতিও অহী অবতীর্ণ করেছি যাদের সম্পর্কে তোমার নিকট উল্লেখ করিনি। আমি মৃসার সাথে কথা বলেছি যেমন করে কথা বলা হয়ে থাকে।

১৬৫. এসব রস্লই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন যেন তাদেরকে পাঠাবার পর লোকদের আল্লাহর বিরূদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে ৬। আর আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় জয়ী।

৯৬. অর্থাৎ এই সমস্ত পয়গম্বর পাঠানোর একটিই উদ্দেশ্যে ছিল, তা হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা মানব জাতির প্রতি
পূর্ণ যুক্তি সহকারে সত্য প্রদর্শন দারা তাদেরকে সত্যর্ক করে তাদের প্রতি নিজ দায়িত্ পূর্ণ করতে
চেয়েছিলেন, যেন শেষ বিচারের সময় কোন পথন্রষ্ট অপরাধী আল্লাহতা'আলার সামনে এই ওযর পেশ
করতে না পারে যে, -'আমি অজ্ঞাত ছিলাম, এবং প্রকৃত সত্যাবস্তা আমাকে জ্ঞাত করানোর জন্য আপনি



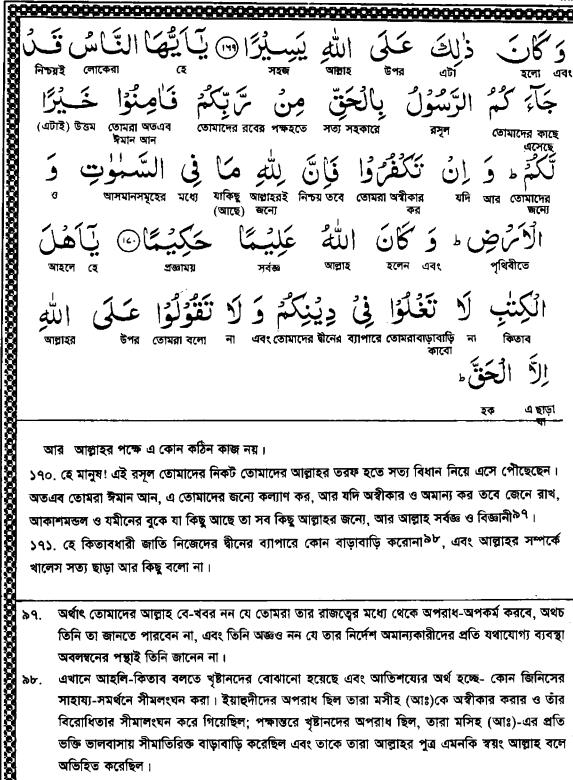
১৬৬. (লোকেরা যদি নাই মানে তো না মানুক,) কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যা কিছু তিনি নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন। এবং সেই সম্পর্কে ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, যদিও কেবলমাত্র আল্লাহর সাক্ষী হওয়াই সর্বতোভাবে যথেষ্ট।

১৬৭, যারা নিজেরা এ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং অপর লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে তারা নিক্যুই পথ ভ্রষ্টতায় সত্য হতে বহু দুরে চলে গেছে।

১৬৮-১৬৯. অনুরূপ ভাবে যারা কৃফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে ও যুল্ম-নির্যাতন পর্যন্ত ওরু করেছে. আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখাবেন না। এ জাহান্নামে তারা চিরদিন থাকবে,

হক

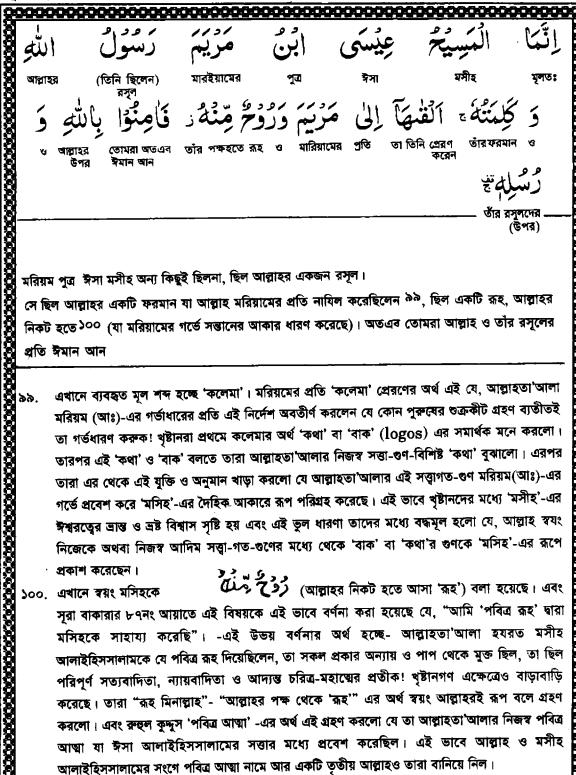
এ ছাড়া



আর আল্লাহর পক্ষে এ কোন কঠিন কাজ নয়।

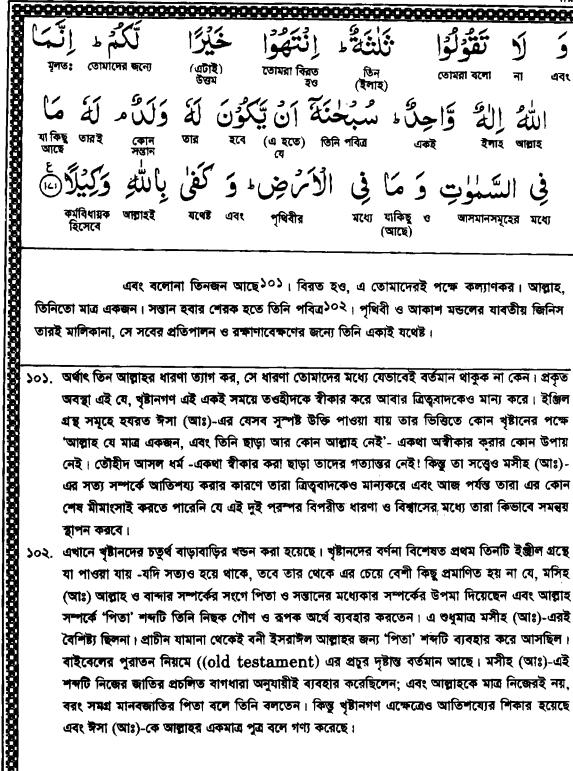
১৭০. হে মানুষ! এই রস্প তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহর তরফ হতে সত্য বিধান নিয়ে এসে পৌছেছেন। অতএব তোমরা ঈমান আন, এ তোমাদের জন্যে কল্যাণ কর, আর যদি অস্বীকার ও অমান্য কর তবে জেনে রাখ, আকাশমন্তল ও যমীনের বুকে যা কিছু আছে তা সব কিছু আল্লাহর জন্যে, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানী^{৯৭}। ১৭১. হে কিতাবধারী জ্রাতি নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি করোনা^{৯৮}, এবং আল্লাহর সম্পর্কে খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু বলো না।

- অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ বে-খবর নন যে তোমরা তার রাজত্বের মধ্যে থেকে অপরাধ-অপকর্ম করবে, অথচ ৯٩. তিনি তা জানতে পারবেন না, এবং তিনি অজ্ঞও নন যে তার নির্দেশ অমান্যকারীদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পদ্থাই তিনি জানেন না।
- এখানে আহলি-কিতাব বলতে খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে এবং আতিশয্যের অর্থ হচ্ছে- কোন জিনিসের সাহায্য-সমর্থনে সীমলংঘন করা। ইয়াহুদীদের অপরাধ ছিল তারা মসীহ (আঃ)কে অস্বীকার করার ও তাঁর বিরোধিতার সীমালংঘন করে গিয়েছিল; পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের অপরাধ ছিল, তারা মসিহ (আঃ)-এর প্রতি ভক্তি ভালবাসায় সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছিল এবং তাকে তারা আন্তাহর পুত্র এমনকি স্বয়ং আল্লাহ বলে অভিহিত করেছিল।



মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ অন্য কিছুই ছিলনা, ছিল আল্লাহর একজন রসূল। সে ছিল আল্লাহর একটি ফরমান যা আল্লাহ মরিয়ামের প্রতি নাযিল করেছিলেন ^{৯৯}, ছিল একটি রহ, আল্লাহর নিকট হতে ২০০ (যা মরিয়ামের গর্ভে সম্ভানের আকার ধারণ করেছে)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রস্**লে**র প্রতি ইমান আন

- এখানে ব্যবহৃত মূল শব্দ হচ্ছে 'কলেমা'। মরিয়মের প্রতি 'কলেমা' প্রেরণের অর্থ এই যে, আল্লাহতা'আলা **ል**ል. মরিয়ম (আঃ)-এর গর্ভাধারের প্রতি এই নির্দেশ অবতীর্ণ করঙ্গেন যে কোন পুরুষের শুক্রকীট গ্রহণ ব্যতীতই তা গর্ভধারণ করুক! খৃষ্টানরা প্রথমে কলেমার অর্থ 'কথা' বা 'বাক' (logos) এর সমার্থক মনে করলো। তারপর এই 'কথা' ও 'বাক' বলতে তারা আল্লাহতা'আলার নিজস্ব সন্তা-গুণ-বিশিষ্ট 'কথা' বুঝালো। এরপর তারা এর থেকে এই যুক্তি ও অনুমান খাড়া করলো যে আল্লাহতা আলার এই সন্তাগত-গুণ মরিয়ম(আঃ)-এর গর্ভে প্রবেশ করে 'মসিহ'-এর দৈহিক আকারে রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ভাবে খৃষ্টানদের মধ্যে 'মসীহ'-এর ঈশ্বরত্বের ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং এই ভুল ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হলো যে, আল্লাহ স্বযং নিজেকে অথবা নিজস্ব আদিম সন্ত্রা-গত-গুণের মধ্যে থেকে 'বাক' বা 'কথা'র গুণকে 'মসিহ'-এর রূপে ্ প্রকাশ করেছেন।
- (আল্লাহর নিকট হতে আসা 'রূহ') বলা হয়েছে। এবং ১০০. এখানে স্বয়ং মসিহকে সূরা বাকারার ৮৭নং আয়াতে এই বিষয়কে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "আমি 'পবিত্র রূহ' দারা মসিহকে সাহায্য করেছি"। -এই উভয় বর্ণনার অর্থ হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা হযরত মসীহ আলাইহিসসালামকে যে পবিত্র রূহ দিয়েছিলেন, তা সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ থেকে মুক্ত ছিল, তা ছিল পরিপূর্ণ সত্যবাদিতা, ন্যায়বাদিতা ও আদ্যন্ত চরিত্র-মহাত্মের প্রতীক! খৃষ্টানগণ এক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা "রুহ মিনাল্লাহ"- "আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রুহ'" এর অর্থ স্বয়ং আল্লাহরই রূপ বলে গ্রহণ করলো। এবং রুন্ত্ল কুদ্দুস 'পবিত্র আত্মা' -এর অর্থ এই গ্রহণ করলো যে তা আল্লাহতা'আলার নিজস্ব পবিত্র আত্মা যা ঈসা আলাইহিসসালামের সন্তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই ভাবে আল্পাহ ও মসীহ আলাইহিসসালামের সংগে পবিত্র আত্মা নামে আর একটি তৃতীয় আল্লাহও তারা বানিয়ে নিল।



এবং বলোনা তিনজন আছে^{১০১}। বিরত হও, এ তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহ, তিনিতো মাত্র একজন। সন্তান হবার শেরক হতে তিনি পবিত্র^{১০২}। পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের যাবতীয় জিনিস তারই মালিকানা, সে সবের প্রতিপালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্যে তিনি একাই যথেষ্ট।

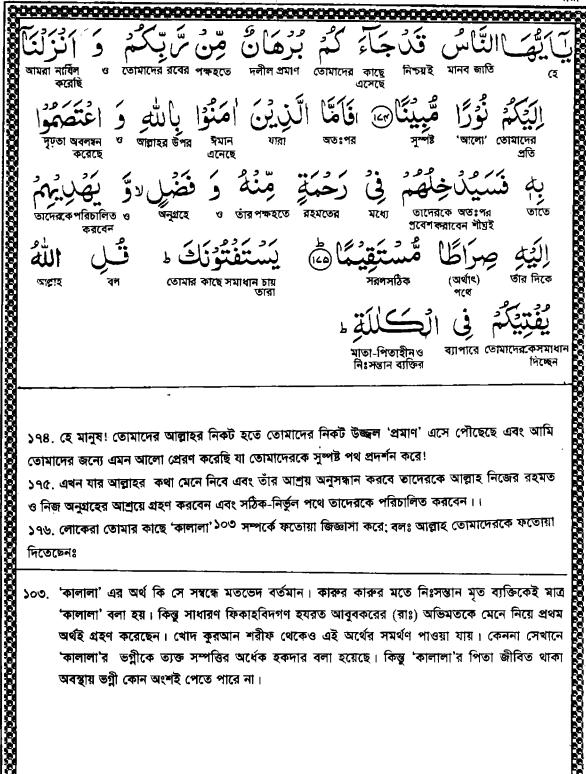
- ১০১. অর্থাৎ তিন আল্লাহর ধারণা ত্যাগ কর, সে ধারণা তোমাদের মধ্যে যেভাবেই বর্তমান থাকুক না কেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, খুটানগণ এই একই সময়ে তওহীদকে স্বীকার করে আবার ত্রিত্বরাদকেও মান্য করে। ইঞ্জিল গ্রন্থ সমূহে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর যেসব সুস্পষ্ট উব্ভি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কোন খৃষ্টানের পক্ষে 'আল্লাহ যে মাত্র একজ্বন, এবং তিনি ছাড়া আর কোন আল্লাহ নেই'- একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তৌহীদ আসল ধর্ম -একথা স্বীকার করা ছাড়া তাদের গত্যান্তর নেই! কিন্তু তা সত্ত্বেও মসীহ (আঃ)-এর সভ্য সম্পর্কে আতিশয্য করার কারণে তারা ত্রিত্বাদকেও মান্যকরে এবং আজ পর্যন্ত তারা এর কোন শেষ মীমাংসাই করতে পারেনি যে এই দুই প্রস্পর বিপরীত ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে তারা কিভাবে সমন্বয় স্থাপন করবে।
- ১০২. এখানে খৃষ্টানদের চতুর্ধ বাড়াবাড়ির খন্ডন করা হয়েছে। খৃষ্টানদের বর্ণনা বিশেষত প্রথম তিনটি ইক্সীল গ্রন্থে যা পাওরা যায় -যদি সভ্যও হয়ে থাকে, তবে তার থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু প্রমাণিত হয় না যে, মসিহ (আঃ) আরাহ ও বানার সম্পর্কের সংগে পিতা ও সম্ভানের মধ্যেকার সম্পর্কের উপমা দিয়েছেন এবং আরাহ সম্পর্কে 'পিতা' শব্দটি তিনি নিছক গৌণ ও রূপক অর্থে ব্যবহার করতেন। এ ওধুমাত্র মসীহ (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য ছিলনা। প্রাচীন যামানা থেকেই বনী ইসরাঈল আল্লাহর জন্য 'পিতা' শর্মটি ব্যবহার করে আসছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ((old testament) এর প্রচুর দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। মসীহ (আঃ)-এই শব্দটি নিজের জাতির প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ীই ব্যবহার করেছিলেন; এবং আল্লাহকে মাত্র নিজেরই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির পিতা বলে তিনি বলতেন। কিন্তু খৃষ্টানগণ এক্ষেত্রেও আতিশয্যের শিকার হয়েছে এবং ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর একমাত্র পুত্র বলে গণ্য করেছে।



ক্লকু-২৪

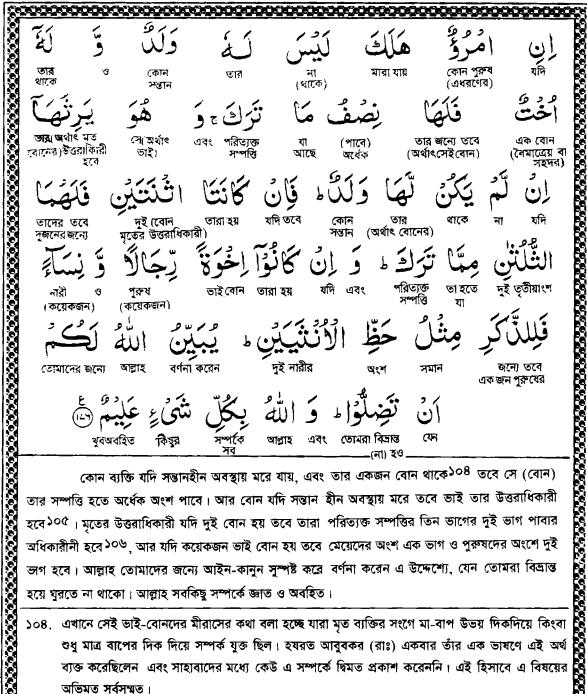
১৭২. মসীহ আল্লাহর বান্দা হবার ব্যাপারে কখনো বিন্দু মাত্র লজ্জাবোধ করেন নি। আর নিকটবর্ডী ফেরেশতাগণও নিজেদের জন্যে কোন লজ্জার কারন মনে করেনি। কেউ যদি আল্লাহর বন্দেগী করাকে নিজের জন্যে পচ্জার ব্যাপার মনে করে ও অহংকার-গৌরব করে, তবে এমন এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সকলকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে উপস্থিত করবেন।

১৭৩. তখন তারা- যারা ঈমান এনে সং-কর্মপন্থা গ্রহণ করল, নিজেদের প্রতিফল পরোপুরি লাভ করবে। আল্লাহ তার নিজের অনুমহে তাদেরকে আরো অধিক মজুরী দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর লক্ষাজনক কাজ মনে করে ও অহংকার করে, তাদেরকে আল্লাতাআলা কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন। উপরম্ভু আল্লাহ ছাড়া আর যার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য দানের উপর তারা ভরসা করে তাদের কাউকেও তারা সেখানে পাবে না।



১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের নিকট উজ্জ্বল 'প্রমাণ' এসে পৌছেছে এবং আমি তোমাদের জন্যে এমন আলো প্রেরণ করেছি যা তোমাদেরকে সুষ্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে। ১৭৫. এখন যার আল্লাহর কথা মেনে নিবে এবং তাঁর আশ্রয় অনুসন্ধান করবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত ও নিজ অনু্য্রহের আশ্রয়ে গ্রহণ করবেন এবং সঠিক-নির্ভুল পথে তাদেরকে পরিচালিত করবেন।। ১৭৬. লোকেরা তোমার কাছে 'কালালা' ^{১০৩} সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে; বলঃ আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিতেছেনঃ

'কালালা' এর অর্থ কি সে সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান। কারুর কারুর মতে নিঃসন্তান মৃত ব্যক্তিকেই মাত্র 'কালালা' বলা হয়। কিন্তু সাধারণ ফিকাহবিদগণ হযরত আবুবকরের (রাঃ) অভিমতকে মেনে নিয়ে প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। খোদ কুরআন শরীফ থেকেও এই অর্থের সমর্থণ পাওয়া যায়। কেননা সেখানে 'কালালা'র ভগ্নীকে ত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক হকদার বলা হয়েছে। কিন্তু 'কালালা'র পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ভগ্নী কোন অংশই পেতে পারে না।



কোন ব্যক্তি যদি সন্তানহীন অবস্থায় মরে যায়, এবং তার একজন বোন থাকে ২০৪ তবে সে (বোন) তার সম্পত্তি হতে অর্ধেক অংশ পাবে। আর বোন যদি সন্তান হীন অবস্থায় মরে তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে^{১০৫}। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবার অধিকারীনী হবে ২০৬, আর যদি কয়েকজন ভাই বোন হয় তবে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশে দুই ভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে আইন-কানুন সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে না থাকো। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত।

- ১০৪. এখানে সেই ভাই-বোনদের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃত ব্যক্তির সংগে মা-বাপ উভয় দিকদিয়ে কিংবা ভধু মাত্র বাপের দিক দিয়ে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ) একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থ ব্যক্ত করেছিলেন এবং সাহাব্যদের মধ্যে কেউ এ সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এই হিসাবে এ বিষয়ের অভিমত সর্বসম্মত।
- ১০৫. অর্থাৎ ভাই তার সমগ্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অপর কেউ বর্তমান না থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অন্য কেউ বর্তমান থাকে, যেমন স্বামী, তবে তার অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সমগ্র ত্যাক্ত সম্পদ ভাই পাবে।
- দুই এর অধিক সংখ্যক বোনের বেলায়ও এই একই হুকুম কার্যকরী হবে।

সূরা আল-মায়েদা

নামকরণ

এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে পঞ্চদশ রুকু'তে উল্লেখিত 'মায়েদা' শব্দ হতে। কোরআনের অন্যান্য অধিকাংশ সূরার ন্যায় এই সূরার নামকরণের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়-বস্তুর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। অন্যান্য সূরা হতে একে পৃথক করে নেয়ার উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র চিহ্ন ও নিদর্শন স্বরূপ এই নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

সূরার আলোচিত বিষয়বস্তু দৃষ্টে মনে হয় এবং হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা হতেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে কিংবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে এই সূরা নাযিল হয়েছে। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসের ঘটনা, বিশ্বনবী হযরত মৃহাম্মদ (সঃ) চৌদ্দশত মুসলমান সাথে নিয়ে 'উমরা' আদায় করার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। কিন্ত কোরাইশ কাফেররা আরবের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অন্ধ শক্রতার বশবর্তী হয়ে নবী করীমকে (সঃ) 'উমরা' করতে বাধা প্রদান করে এবং বহু বাদ-প্রতিবাদের পর পরবর্তী বছর যিয়ারতের জন্য নবী করীমকে (সঃ) মক্কা আগমনের অনুমতি দান করতে প্রস্তুত হয়। এই প্রসংগে একদিকে যেমন মুসলমানদেরকে কাবা যিয়ারতের সফরনীতি জানিয়ে দেয়ার আবশ্যকতা ছিল- যেন পরবর্তী বছর উমরার সঞ্চর পূর্ণ ইসলামী ভাবধারা ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে~ অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন ছিল এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে কাফের শত্রুগণ তাদেরকে উমরা করতে না দিয়ে যে যুলুম করেছে তার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে কোন প্রতি-আক্রমণমূলক পদক্ষেপ নেয়া তাদের উচিত হবে না। কেননা অসংখ্য কাফের গোত্রের হজ্জ-যাত্রার পথ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার অর্ন্তভুক্ত ছিল এবং কাফেরগণ যেমন তাদেরকে কাবা যিয়ারতের পথে বাধা দান করেছে, তারাও অনুরূপভাবে কাফেরদের পথ বন্ধ করে দিতে পারত। এই সূরার প্রথম দিকে ভূমিকা স্বরূপ যে ভাষণ পেশ করা হয়েছে, তাই হচ্ছে তার প্রসংগ। এর পর ত্রয়োদশ রুকুতে এই বিষয়ের পূনরুল্লেখ করা হয়েছে বলে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম রুকু হতে চতুর্দশ রুকু পর্যন্ত একই ভাষণের ক্রমিক ধারা চলেছে। এই সূরায় এতদ্ব্যতীত আর যে যে বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, তা সবই এই একই সময় নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

বিবরণধারা দৃষ্টে ধারণা করা যায় যে, এই গোটা সূরাটি একই ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সম্ভবতঃ একই সময় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য এর কোন কোন আয়াত অন্যান্য সময়ও নাযিল হয়ে থাকতে পারে এবং বিষয় বস্তুর সামক্ষস্যের কারণে সে গুলিকেও এই সূরার বিভিন্ন স্থানে শামিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা হয়ে থাকলেও বর্ণনার ক্রমিক ধারার কোথাও একবিন্দু শূন্যতা অনুভূত হয় না এবং সে জন্য এই সূরাকে বিভিন্ন ভাষণের সমষ্টিও মনে করার কোন কারণ থাকতে পারেনা।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সুরা আল-ইমরাণ ও সুরা নিসার অবতরণ কাল হতে এই সুরার অবতরণ হওয়া পর্যন্ত পৌছুতে অবস্থার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এমন এক দিন ছিল, যখন ওহুদ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের জন্য মদীনার নিকটবতী এলাকা ও পরিবেশকে পর্যন্ত বিপদ সংকূল বানিয়ে দিয়েছিল। আর আজ এমন সময় এসে পৌছেছে যে, সমগ্র আরব দেশে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য ও অজ্ঞেয় শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নাজদের সীমানা পর্যন্ত অপর দিকে সিরিয়ার সীমারেখা পর্যন্ত ় তৃতীয়দিকে লোহিত সাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত এবং চতুর্থ দিকে মক্কার নিকট পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ওহদ যুদ্ধে মুসলমানগণ যে আঘাত খেয়েছিল তা তাদের সাহস হিম্মত চূর্ণ করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে দৃঢ় বাসনা ও সংকল্প সৃষ্টির জন্য তীব্র চাবুকের ন্যায় কাজ করেছে। তারা আহত শাদুলের ন্যায় মরিয়া হয়ে উঠল এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে গোটা অঞ্চলের রূপই বদলে দিয়েছিল। তাদের অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনা এবং আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের ফলে মদীনার চতুর্দিকে দেড়-দুইশত মাইল পর্যন্ত বিরোধী গোত্রসমূহের শক্তি চূর্ণ হয়ে গেল। মদীনার উপর যে ইয়াহুদী হামলার আতংক প্রতিটি মুহুর্তে ঘনীভূত হয়ে থাকত চিরদিনের জন্য তার অবসান হয়ে গেল। হেজাজের অন্যান্য যেসব স্থানে ইয়াহুদী গোত্র বসবাস করত তারা সকলেই মদীনার ইসলামী হুকুমতের বশ্যতা স্বীকার করল। ইসলামকে দমন করার উদ্দেশ্যে কোরাইশরা খন্দক যুদ্ধের সময় শেষ প্রচেষ্টা করে দেখেছে: কিন্তু তাতেও তারা নির্মম ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর আরববাসীদের এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকল না যে, ইসলামী আন্দোলনকে চূর্ণ করার শক্তি কারো নেই, ইসলাম এখন নিছক একটি আকীদা (মত-বিশ্বাস) বা আর্দশের পর্যায়ে পড়ে নেই এবং তার প্রভুত্ব-আধিপত্য এখন লোকদের কেবল মাত্র মন ও মগজের উপরই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই: রবং ইসলাম এখন বাস্তব রূপ ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা গ্রহণ করেছে, তার শাসন ক্ষমতা এখন তার সীমার মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত জনতার গোটা জীবনকেই গ্রাস করে নিয়েছে। মুসলমানগণ এখন এতদুর শক্তিশালী হয়েছে যে, যে আদর্শের প্রতি তাদের ঈমান ছিল, এখন তদানুষায়ী কাজ করতে, জীবন-যাপন করতে এবং তার বিপরীত কোন আদর্শ, নীতি বা আইনকেই নিজেদের জীবন পরিসীমা হতে সম্পূর্ণ বে-দখল করে দিতে তাদেরকে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হত না।

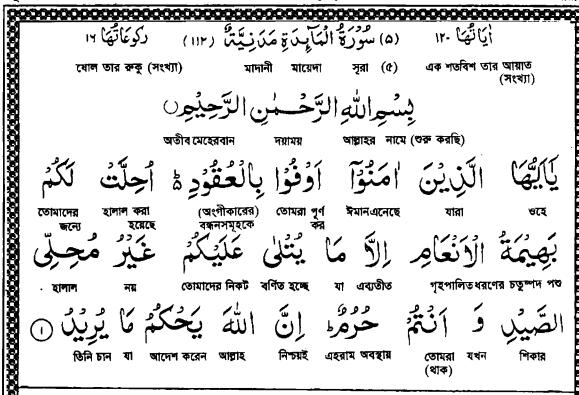
এতদ্বাতীত এই কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামী আদর্শ-রীতিনীতি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ সভ্যতা দানা বেধে উঠেছিল। জীবনের সমগ্র বিস্তৃতিতেই এই সভ্যতা অন্যান্যদের হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্টপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তমদ্দ প্রত্যেক ব্যাপারেই মুসলমানগণ অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র ছিল। ইসলামের অধিকারভুক্ত সমগ্র এলাকায়ই মসজিদ ও জামাতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। প্রত্যেকটি মহল্লা ও প্রত্যেক গোত্রের জন্য ইমাম নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন যথেষ্ট পরিমাণ বিস্তৃারিত ও খুটিনাটি সহকারে রচিত হয়েছিল ও নিজস্ব আদালত-সমূহের মাধ্যমে তা কার্যকরী করা হচ্ছিল; লেন-দেন ও ক্রয়্ম-বিক্রয়ের পূর্বতন ধরণ ও রীতি-পদ্ধতি সবই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং নবতর সংশোধিত নিয়ম, পস্থা চালু করা হয়েছিল। মীরাস বন্টনের সম্পূর্ণ রতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পর্ণ বিধান চালু হয়েছিল। বিবাহ-তালাকের নিয়ম-কানুন, শরীয়ত-সম্মত পর্দা ও অনুমতি নিয়ে অপরের গৃহে প্রবেশের নির্দেশ এবং যেনা ও মিধ্যা দোষারোপের দন্ত কার্যকরী হওয়ার ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবন একটি বিশেষ ধাঁচে গড়ে উঠতে শুক্র করেছিল। মুসলমানদের ওঠা-বসা, কথা-বার্তা, খানা-পিনা, চাল-চলন ও বসবাস করার পদ্ধতি এক নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছিল। ইসলামী জীবণধারার এইরূপ পরিপূর্ণ রুপায়ণ হওয়ার পর- অমুসলিমগণ কিছুতেই এই আশা পোষণ করতে পারছিল না যে, মুসলিমগণ আর কোনদিনই তাদের সাথে এসে মিলিত হবে।

- হোনামবিয়ার পছিন্ন পূৰ্ব পৰ্যন্ত মুক্তমানদের অন্নগতির পথে একটি বাধা ছিল এবং তা ছিল এই যে, কোরাইশ কাদেরদের সাথে ভারা দীৰ্মমূৰ্যন্তপান পূৰ্ব ও সংখ্যমে জড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণেই তাদের নিজেদের আন্দোলনের পরিধি অধিকতর প্রশক্ত করা অকৰাণ ভাল করা ক্ষর হুলা। হোনাঘবিয়া মছিন বাহাঃ পরাজ্য ও প্রকৃত বিজয় এই প্রতিবছনতা উৎপাটিত করেছিল। এর ফলে তারা নিজেদের কর্মানীয়ার মধেই বে নিরাপন্তা লাভ করেছিল। এই মন্ত চমুল্পার্থের নিজট ও লুরের অঞ্জনসমূহে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও প্রাইল কোনাই ও পুরের অঞ্জনসমূহে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও প্রাইল কোনাই ও পুনতিদের নাম কিলি বাহাঃ পরাজ্য। লাভ করেছিল। আর মনী করীয়ানঃ ইরান, তুরুরু মিশর ও আরবের বাদনাহা ও পুণতিদের নামে নির্দিত চিঠির মাধ্যেই এব সূচনা করেছিলেন এবং সেই সংগেই বিভিন্ন পোন্ত ভাতির মধ্যে আল্লাহর বান্দানেরক আল্লাহর বন্দোনী করুল করার দাওয়াত দেরার উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচারকগণ ছড়িয়ে গাজদেন।

 আলোচ্য বিষয়বস্তু

 ঠিক এরুপ অবস্থার মধ্যেই সূরা মারোনা নাদিল হয়। এই সূরা নির্দ্ধ লিখিত তিনটি বড় বড় বিষয়-কতু সমন্বিতঃ

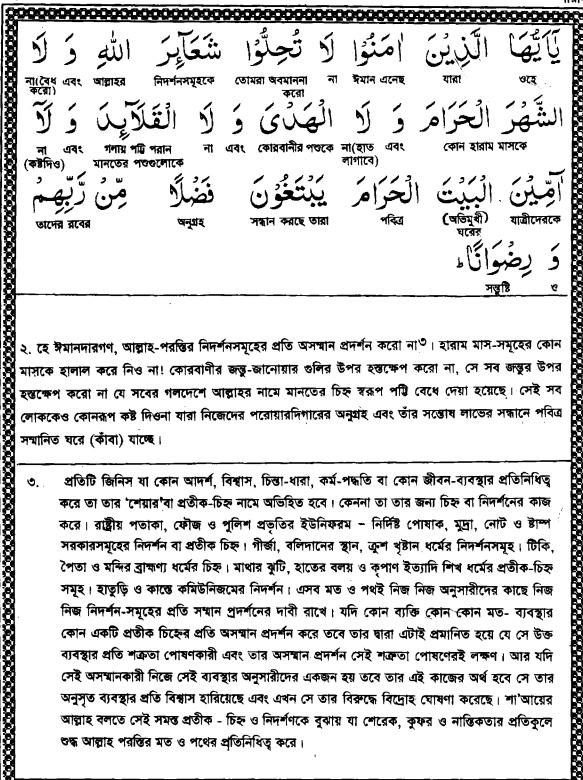
 (১) মুনলমাননের ধর্মীয়, তমাধূনিক ও ও রাজনৈতিক জীবন সম্পান্তে আরো নেশী বিধান ও হেদায়াত দান। এই প্রসংগে হজ্জের-সফরের নির্মা-কানুন নির্বারণ করা হয়। আল্লাহর নির্দেশ্য হয়। বানা-পিনার প্রবাহিত হলাল ও হারামের সুশান্ত সীমা নির্দিরণ করা হয়। আল্লাহর নির্দেশ নমুল্য করার এবং তালের বুণের হয়ং রচিত বন্ধননমূল করা হয়। আল্লাহর নামে করা প্রতি কোন করার যা। আলুহাহর নামে করা প্রতি কোন করার যা। আলুহাহর নামে করা প্রতিজ্ঞা-তবণের কাড্ময়ার নির্নিন্ত করা হয় এবং সান্ধা-আইনের আরো করেকটি থারা বৃদ্ধি করা হয়। আলুহাহর আনুযান হালিক করা হয়। আলুহাহর নাম্বাক করার করার করা হয়। আলুহাহর নামেন করার বিল্যাই করা হয়। আলুহাহর নামেন করার প্রতিজ্ঞা-তবণের ক্রম্ভেগ প্রতিল্যাক করার হয় বিল্যাই করা হয় এবং সান্ধান্ত করার অনুনতি সম্পানা করা হয়। আলুহার করান্ম বিল্যাই করা হয় বিল্যাই করা হয় এবং সান্ধান্ত করার অনুনতি প্রতিল বিল্যাই করা হয় এবং সান্ধান্ত করার অনুনত প্রতিল বিল্যাই করা হল যে। আলুহার করান্তাত করান্তাত করান্তাত করালকর করা হল যে। আলুহার করান্তাত করান্তাত করান্তাত করান্তাত করালকর করান্তাত করান্তাত করান্তাত করান্তাত করান্তাত করান্তাত করা নির্মাইল করান্তাত করান্তাত করান করান্তাত করান্তাত করান্তাত করান্তাত করান করান্তাত ক



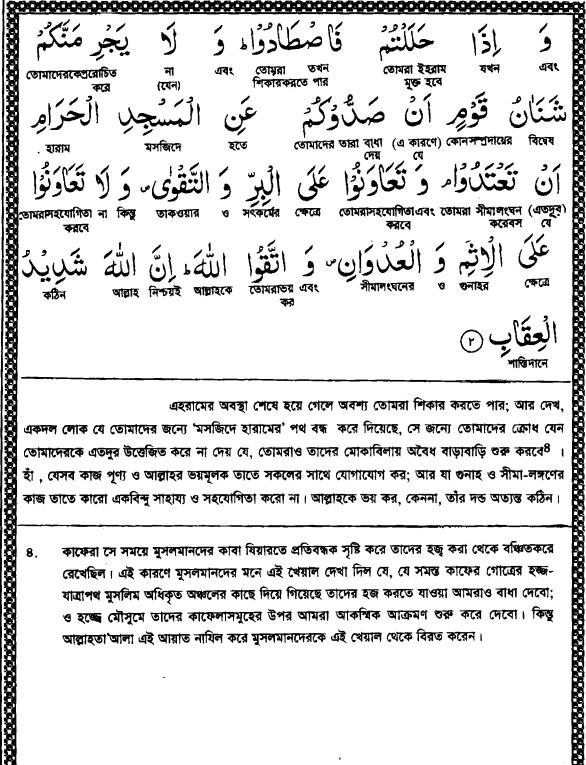
রুকু-১

১. হে ঈমানদারগণ, বন্ধন সমূহ পুরোপুরি মেনে চল । তোমাদের জন্যে গৃহপালিত ধরনের সমস্ত জভুকে হালাল করা হয়েছে সম্ব বাদে যা একটু পরেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এহরামের অবস্থায় শিকারকার্যকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিওনা। বন্তুতঃ আল্লাহ যাই চান তারই আদেশ করেন।

- অর্থাৎ সেই সীমা ও নিয়মগুলি পালন কর যা তোমাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।
- হৈ 'আন'আম' (গৃহপালিত চতুস্পদ পশু) শব্দটি আবরী ভাষায় উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর বোহিমাত শব্দটি সব রকমের বিচরণশীল চতুপ্পদ জন্তু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। 'গৃহ-পালিত-ধরনের বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হল'- একথার অর্থ হচ্ছেঃ সকলে বিচরণশীল জন্তু যা গৃহপালিত প্রকৃতির তা সবই হালাল। অর্থাৎ যারা খোলস ছাড়েনা, যা জন্তু খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে এবং অন্যান্য পাশব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আরবের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর সংগো সাদৃশ্য রাখে। নবী (সঃ)-এর সেই নির্দেশে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যার দ্বারা তিনি হিংস্র পশুও শিকারী পক্ষী এবং মত ভক্ষণকারী সব কিছুকে হারাম বলে গণ্য করেছেন।



- ২. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ-পরন্তির নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্বান প্রদর্শন করো না^ত। হারাম মাস-সমূহের কোন মাসকে হালাল করে নিও না! কোরবাণীর জত্ত্ব-জানোয়ার গুলির উপর হস্তক্ষেপ করো না, সে সব জত্তুর উপর হস্তক্ষেপ করো না যে সবের গলদেশে আল্লাহর নামে মানতের চিহ্ন স্বরূপ পট্টি বেধে দেয়া হয়েছে। সেই সব লোককেও কোনরূপ কষ্ট দিওনা যারা নিজেদের পরোয়ারদিগারের অনুগ্রই এবং তাঁর সম্ভোষ লাভের সন্ধানে পবিত্র সম্মানিত ঘরে (কাঁবা) যাচ্ছে।
- প্রতিটি জিনিস যা কোন আদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তা-ধারা, কর্ম-পদ্ধতি বা কোন জীবন-ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ **9**. করে তা তার 'শেয়ার'বা প্রতীক-চিহ্ন নামে অভিহিত হবে। কেননা তা তার জনা চিহ্ন বা নিদর্শনের কাজ করে। রাষ্ট্রীয় পতাকা, ফৌজ ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফরম - নির্দিষ্ট পোষাক, মুদ্রা, নোট ও ষ্টাম্প সরকারসমূহের নিদর্শন বা প্রতীক চিহ্ন। গীর্জা, বলিদানের স্থান, ক্রেশ খুষ্টান ধর্মের নিদর্শনসমূহ। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিহ্ন। মাথার ঝুটি, হাতের বলয় ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের প্রতীক-চিহ্ন সমূহ। হাতুড়ি ও কান্তে কমিউনিজমের নিদর্শন। এসব মত ও পথই নিজ নিজ অনুসারীদের কাছে নিজ নিজ নিদর্শন-সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী রাখে। যদি কোন ব্যক্তি কোন কোন মত- ব্যবস্থার কোন একটি প্রতীক চিহ্নের প্রতি অসন্মান প্রদর্শন করে তবে তার দ্বারা এটাই প্রমানিত হয়ে যে সে উক্ত ব্যবস্থার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী এবং তার অসম্মান প্রদর্শন সেই শত্রুতা পোষণেরই লক্ষণ। আরু যদি সেই অসম্মানকারী নিজে সেই ব্যবস্থার অনুসারীদের একজন হয় তবে তার এই কাজের অর্থ হবে সে তার অনুসত ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে এবং এখন সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শা'আরের আল্লাহ বলতে সেই সমন্ত প্রতীক - চিহ্ন ও নিদর্শনকে বুঝায় যা শেরেক, কুফর ও নান্তিকতার প্রতিকৃলে তদ্ধ আল্লাহ পরস্তির মত ও পথের প্রতিনিধিত করে।

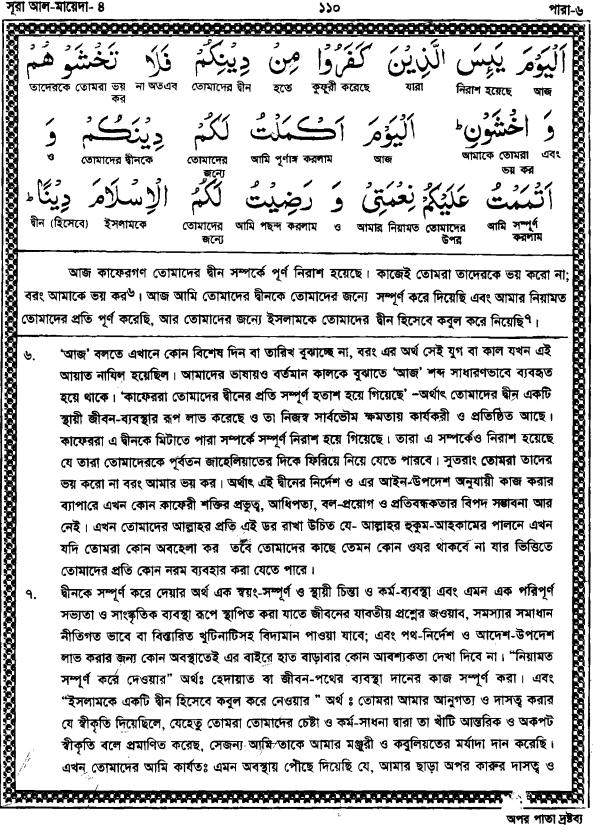


এহরামের অবস্থা শেষে হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পার: আর দেখ. একদল লোক যে তোমাদের জন্যে 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করে দিয়েছে, সে জন্যে তোমাদের ক্রোধ যেন ভোমাদেরকে এতদুর উত্তেজ্ঞিত করে না দেয় যে, ভোমরাও তাদের মোকাবিলায় অবৈধ বাড়াবাড়ি হুরু করবে⁸ । হাঁ , যেসব কান্ধ পূণ্য ও আল্লাহর ভয়মূলক তাতে সকলের সাথে যোগাযোগ কর; আর যা গুনাহ ও সীমা-লঙ্গণের কাজ ডাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা, তাঁর দন্ড অত্যন্ত কঠিন।

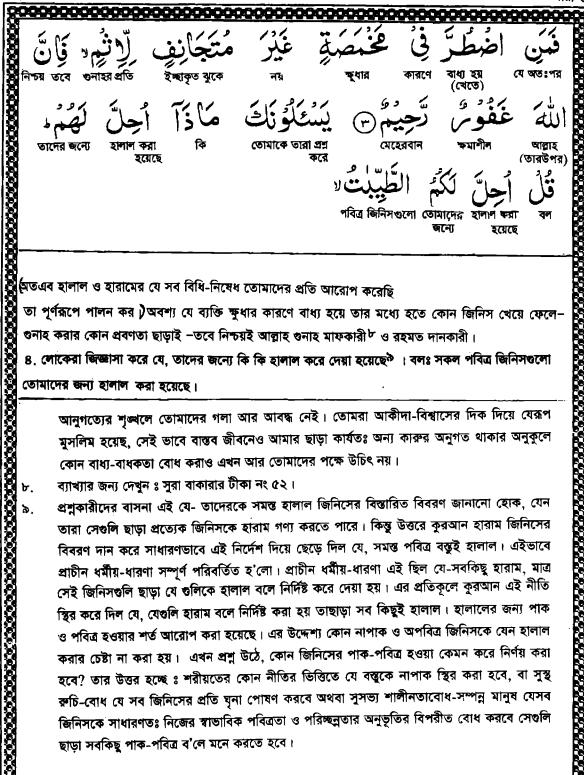
কাফেরা সে সময়ে মুসলমানদের কাবা যিয়ারতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তাদের হজ্ব করা থেকে বঞ্চিতকরে 8. রেখেছিল। এই কারণে মুসলমানদের মনে এই খেয়াল দেখা দিল যে, যে সমস্ত কাফের গোত্রের হজ্জ-যাত্রাপথ মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের কাছে দিয়ে গিয়েছে তাদের হজ করতে যাওয়া আমরাও বাধা দেবো: ও হচ্ছে মৌসুমে তাদের কাফেলাসমূহের উপর আমরা আকশ্বিক আক্রমণ শুরু করে দেবো। কিস্তু আল্লাহতা আলা এই আয়াত নাযিল করে মুসলমানদেরকে এই খেয়াল থেকে বিরত করেন।

20000000	000000000	00000000	00000000	000000000	000000000
من من من المناسبة ال	بُحَثُهُ وَ مُرَّ النَّصُهُ عَلَى النَّصُهُ	الله ب النام الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط الناط المام المام الما		(उपारम्म अन्ति या यहा विद्या (उपारा जा	ععاته بوه
অপর কারো ন পড়ে মরেছে, কোন "আন্তান জন্যে জ্বায়েয ৫. মূপে ' নন্যর না–থা ব্যক্তি	প্রতি হারাম করে দেব নামে যবেহ করা হয়েছে বা যাকে কোন হিংস্র নায়" ^৫ যবেহ করা হয়ে নয়। এসব কাব্ধ সম্প নোসোব' শব্দ ব্যবহৃত ও নিয়াযের জন্য নি কুক। আমাদের ভাষা বা কোন দেবতা বা বি করা পশুও হারাম।	না হয়েছে মৃত জন্তু হ । যা গলায় ফাঁস জন্তু ছিন্ন-ভিন্ন করে নছে । সেই সংগে প পূর্ণ ফাসেকী । হয়েছে । এর অর্থ দিষ্ট করে রাখা হরে ন এর সমার্থবোর্ধক	পড়ে আঘাত পেয়ে রছে- যা জীবিত গে গাশা-খেলার মাধ্যমে ঃ এমন সব স্থান যা য়ছে, সেখানে কো শব্দ হচ্ছে আন্তান	বা উপর হতে পড়ে পরে যবেহ করেছে নিজের ভাগ্য জেরে গায়রুক্মাহর – আর্ ন পাথর বা কাঠের বা 'থান'- যা কো	গিয়ে অথবা সংঘর্ষে তা ব্যতীত এবং যা ন নেয়াও তোমাদের লাহ ছাড়া অন্যের মূর্তি থাকুক বা ন বিশেষ বোজর্গ

- ৩. তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত জম্বু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সে সব জম্বু যা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা হয়েছে । যা গলায় ফাঁস পড়ে আঘাত পেয়ে বা উপর হতে পড়ে গিয়ে অথবা সংঘর্ষে পড়ে মরেছে, বা যাকে কোন হিংস্র জন্তু ছিন্ন-ভিন্ন করেছে- যা জীবিত পেয়ে যবেহ করেছে তা ব্যতীত এবং যা কোন "আন্তানায়" ^৫ যবেহ করা হয়েছে। সেই সংগে পাশা-খেলার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য জেনে নেয়াও তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। এসব কাজ সম্পূর্ণ ফাসেকী।
- মূলে 'নোসোব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ ঃ এমন সব স্থান যা গায়রুল্লাহর আল্লাহ ছাড়া অন্যের -ন্যর ও নিয়াযের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, সেখানে কোন পাথর বা কাঠের মূর্তি থাকুক বা না-পাকুক। আমাদের ভাষায় এর সমার্থবোর্ধক শব্দ হচ্ছে 'আন্তানা বা 'থান'- যা কোন বিশেষ বোজর্গ ব্যক্তি বা কোন দেবতা বা বিশেষ কোন মূশরেকা না বিশ্বাসের সংগে জড়িত। এরূপ কোন আন্তানায় যবেহ-করা পণ্ডও হারাম।



বরং আমাকে ভয় কর^৬। আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত ভোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি^৭।



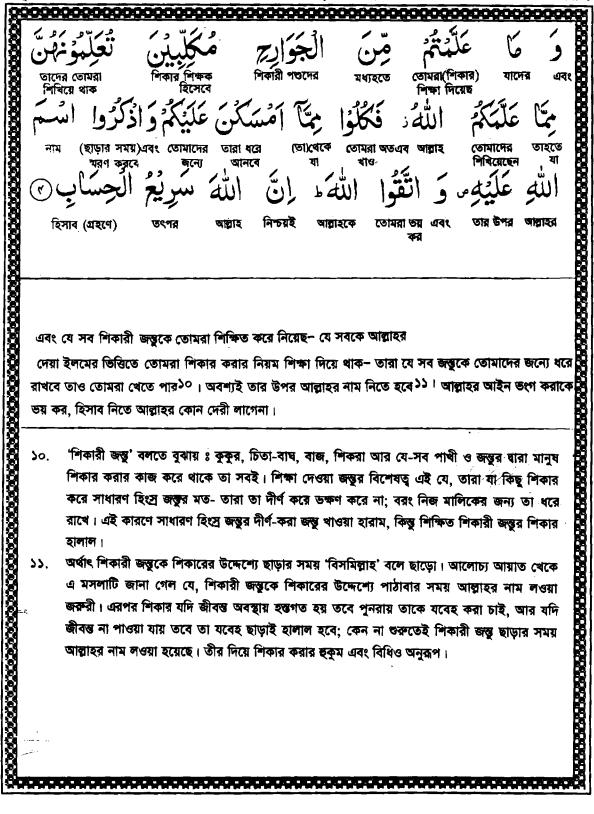
্মিতএব হালাল ও হারামের যে সব বিধি-নিষেধ তোমাদের প্রতি আরোপ করেছি

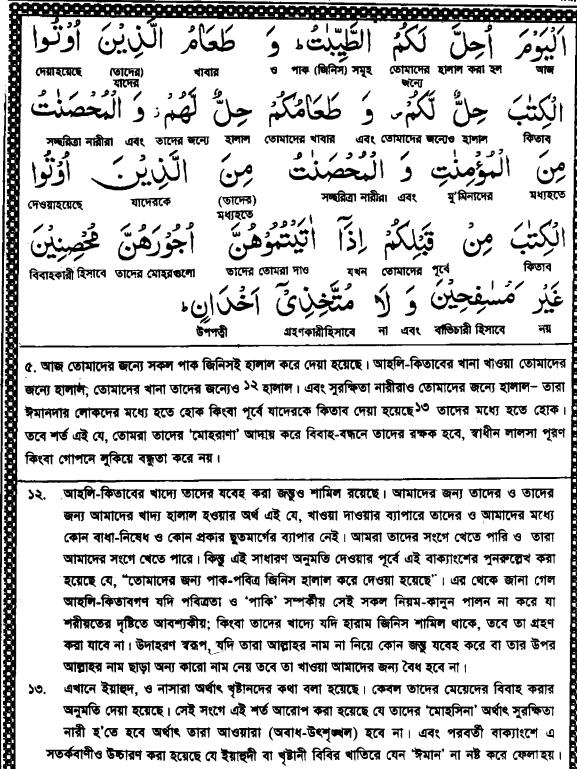
তা পূর্ণরূপে পালন কর)অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে তার মধ্যে হতে কোন জিনিস খেয়ে ফেলে– গুনাহ করার কোন প্রবণতা ছাড়াই –তবে নিক্য়ই আল্লাহ গুনাহ মাফকারী ^৮ ও রহমত দানকারী।

৪. লোকেরা জিজ্ঞাসা করে যে, তাদের জন্যে কি কি হালাল করে দেয়া হয়েছে? া বলঃ সকল পবিত্র জিনিসগুলো ভোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

আনুগত্যের শৃঙ্খলে তোমাদের গলা আর আবদ্ধ নেই। তোমরা আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে যেরূপ মুসলিম হয়েছ, সেই ভাবে বান্তব জীবনেও আমার ছাড়া কার্যতঃ অন্য কারুর অনুগত থাকার অনুকূলে কোন বাধ্য-বাধকতা বোধ করাও এখন আর তোমাদের পক্ষে উচিৎ নয়।

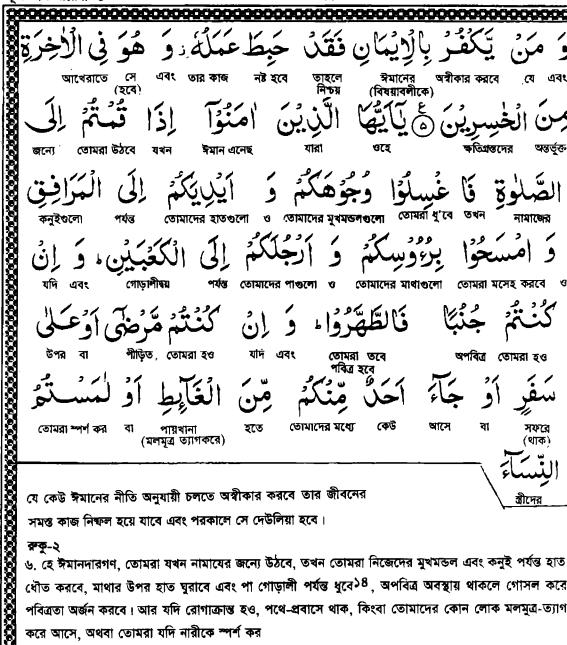
- ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ঃ সুরা বাকারার টীকা নং ৫২।
- প্রশুকারীদের বাসনা এই যে- তাদেরকে সমস্ত হালাল জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হোক, যেন তারা সেগুলি ছাড়া প্রত্যেক জিনিসকে হারাম গণ্য করতে পারে। কিন্তু উত্তরে কুরআন হারাম জিনিসের বিবরণ দান করে সাধারণভাবে এই নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিল যে, সমস্ত পবিত্র বস্তুই হালাল। এইভাবে প্রাচীন ধর্মীয়-ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ'লো। প্রাচীন ধর্মীয়-ধারণা এই ছিল যে-সবকিছু হারাম, মাত্র সেই জ্বিনিসগুলি ছাড়া যে গুলিকে হালাল বলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এর প্রতিকূলে কুরআন এই নীতি স্থির করে দিল যে, যেগুলি হারাম বলে নির্দিষ্ট করা হয় তাছাড়া সব কিছুই হালাল। হালালের জন্য পাক ও পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কোন নাপাক ও অপবিত্র জিনিসকে যেন হালাল করার চেষ্টা না করা হয়। এখন প্রশু উঠে, কোন জিনিসের পাক-পবিত্র হওয়া কেমন করে নির্ণয় করা হবে? তার উত্তর হচ্ছে ঃ শরীয়তের কোন নীতির ভিত্তিতে যে বস্তুকে নাপাক স্থির করা হবে, বা সুস্থ রুচি-বোধ যে সব জিনিসের প্রতি ঘৃনা পোষণ করবে অথবা সুসভ্য শালীনতাবোধ-সম্পন্ন মানুষ যেসব জিনিসকে সাধারণতঃ নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্রতার অনুভূতির বিপরীত বোধ করবে সেগুলি ছাডা সবকিছু পাক-পবিত্র ব'লে মনে করতে হবে।





- ৫. আজ্ব তোমাদের জ্বন্যে সকল পাক জিনিসই হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহলি-কিতাবের খানা খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাক্ তোমাদের খানা তাদের জন্যেও ^{১২} হালাল। এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্যে হালাল– তারা ঈমানদার লোকদের মধ্যে হতে হোক কিংবা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে^{১৩} তাদের মধ্যে হতে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের 'মোহরাণা' আদায় করে বিবাহ-বন্ধনে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীন লালসা পূরণ কিংবা গোপনে শুকিয়ে বন্ধুতা করে নয়।
- আহলি-কিতাবের খাদ্যে তাদের যবেহ করা জন্তুও শামিল রয়েছে। আমাদের জন্য তাদের ও তাদের ١٤. জন্য আমাদের খাদ্য হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন বাধা–নিষেধ ও কোন প্রকার ছতমার্গের ব্যাপার নেই। আমরা তাদের সংগে খেতে পারি ও তারা আমাদের সংগে খেতে পারে। কিন্তু এই সাধারণ অনুমতি দেওয়ার পূর্বে এই বাক্যাংশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, "ভোমাদের জন্য পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করে দেওয়া হয়েছে"। এর থেকে জানা গেল আহলি-কিতাবৰ্গণ যদি পৰিত্ৰতা ও 'পাকি' সম্পৰ্কীয় সেই সকল নিয়ম-কানুন পালন না করে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আবশ্যকীয়: কিংবা তাদের খাদ্যে যদি হারাম জ্ঞিনিস শামিল থাকে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, <u>খুদি</u> তারা আল্লাহর নাম না নিয়ে কোন জম্ভু যবেহ করে বা তার উপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নেয় তবে তা খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ হবে না।
- এখানে ইয়াহুদ, ও নাসারা অর্থাৎ খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। কেবল তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেই সংগে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে তাদের 'মোহসিনা' অর্থাৎ সুরক্ষিতা নারী হ'তে হবে অর্থাৎ তারা আওয়ারা (অবাধ-উৎশৃঙ্খল) হবে না। এবং পরবর্তী বাক্যাংশে এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে যে ইয়াস্থদী বা খৃষ্টানী বিবির খাতিরে যেন 'ঈমান' না নষ্ট করে ফেলাহয়।

مهم-

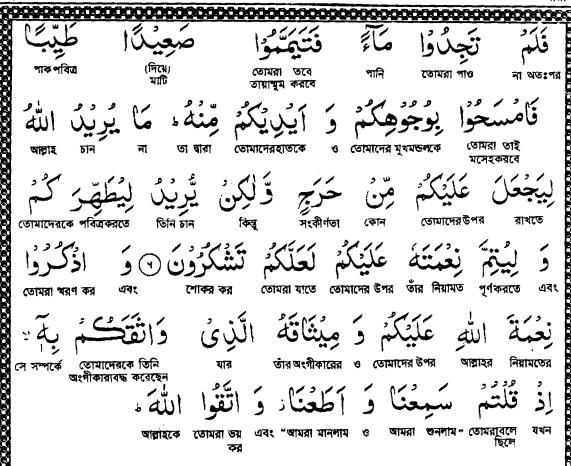


সমস্ত কাজ নিক্ষল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে।

ক্লকু-২

৬. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নামাযের জন্যে উঠবে, তখন তোমরা নিজেদের মুখমডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথার উপর হাত ঘুরাবে এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুবে^{১৪}, অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি রোগাক্রান্ত হও, পথে-প্রবাসে থাক, কিংবা তোমাদের কোন লোক মলমূত্র-ত্যাগ করে আসে, অথবা তোমরা যদি নারীকে স্পর্শ কর

নবী করীম (সঃ) এই নির্দেশের যে ব্যাখ্যা দান করেছেন তার থেকে জানা যায় যে, মুখ-মন্ডল ধৌত ١8٤ করার মধ্যে কুলি করা ও নাক পরিচ্ছন করাও শামিল আছে। এ না করলে মুখমন্ডল ধৌত করা সম্পূর্ণ হয় না। কান যেহেতু মাধারই একটি অংশ সেই জন্য মাধা মাসেহ করার মধ্যে কানের বাহির ও ভীতর দিক মাসেহ করাও শামিল আছে। অযু শুরু করার পূর্বে হাত দুটি ধৌত করাও আবশ্যক, কেননা যে হাত দারা লোক অযু সম্পন্ন করে সেই হাত প্রথমে পাক করে নেয়া দরকার।



আর যদি পানি পাওয়া না যায়, তা হলে পাক মাটির দ্বারা কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তার উপর হাত রেখে নিজেদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মসেহ করে নাও^{১৫}। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। তিনি এই চান যে, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করে দিবেন এবং নিজের নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিবেন; সম্ভবত তোমরা শোকর আদায়কারী হবে।

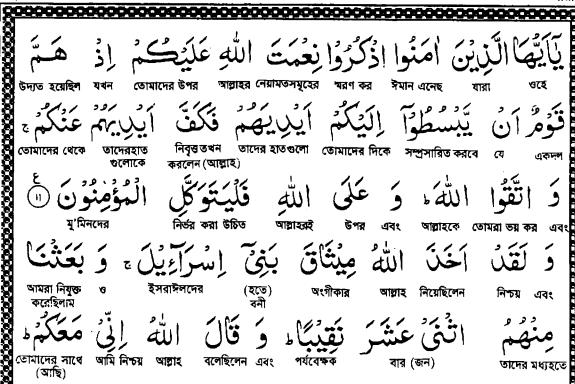
৭. আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার কথা স্বরণ রাখো। তিনি তোমাদের নিকট হতে যে পাকা-পোখতা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন তা ভূলে যেওনা– অর্থাৎ তোমাদের এই কথা– "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম"। আল্লাহকে ভয় কর.

১৫ সূরা 'নিসার' ৪১ও ৪৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।



নিক্তয় আল্লাহতা আলা লোকদের মনের কথা ভাল করেই জানেন।

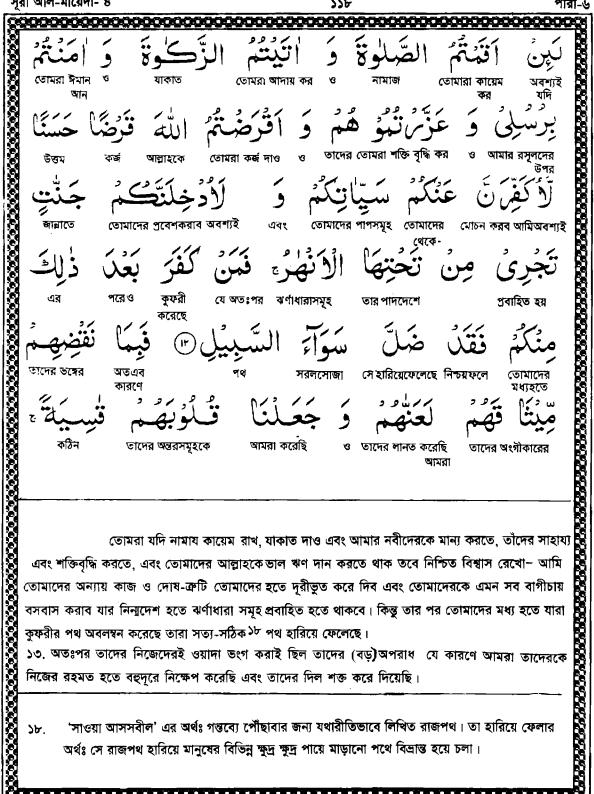
- ৮. হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর ওয়ান্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, (তার ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। বস্তুতঃ আল্লাহ-পরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমারা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।
- ৯. যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে তাদের প্রতি আল্লাহর এই ওয়াদা যে, তাদের ভূল-ভ্রান্তি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বড় প্রতিফল পাবে।
- ১০. কিন্তু যারা কৃষ্ণরী করবে এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে তারা জাহান্লামী হবে।



১১. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্বরণ কর যা তিনি (সম্প্রতি) তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন একটি দল তোমাদের উপর যুলমের হাত প্রসারিত করতে উদ্যত হয়েছিল তখন আল্লাহ সে হস্ত তোমাদের উপর পড়া হতে ফিরিয়ে দিলেন ১৬। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। বস্তুতঃ ঈমানদার লোকদের একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক।

ক্লকু-৩

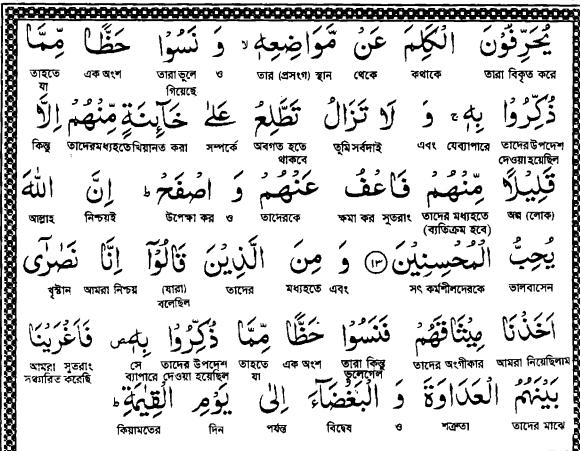
- ১২. আল্লাহ বনী-ঈসরাইলদের নিকট হতে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন 'নকীব' ^{১৭} নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের সংখেই রয়েছি।
- ১৬. এখানে হযরত আবদ্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। ইয়াহদীদের একটি দল নবী করীম (সঃ) ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের এক ভোজনের আমন্ত্রণ করেছিল, এবং গুপ্তভাবে এই ষড়য়ন্ত্র করেছিল যে, আকন্মিক ভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া হবে। কিছু যথাসময়ে আল্লাহর অনুগহে এই ষড়য়ল্লের কথা রস্লে করীম (সঃ) জানতে পেরেছিলেন ও নিমন্ত্রণে তাঁরা উপস্থিত হননি।
- ১৭. 'নকীব' এর অর্থ পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারী। বনী-ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিল, আল্লাহতা আলা তাদের প্রত্যেকটি গোত্রের একজন নকীব সেই গোত্রের লোকদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন সে সংশ্লিষ্ট গোত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও তাদেরকে 'বে-দ্বীনী' ও অসচ্চরিত্রা তা থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।



এবং শক্তিবৃদ্ধি করতে, এবং তোমাদের আল্লাহকে ভাল ঋণ দান করতে থাক তবে নিশ্চিত বিশ্বাস রেখো– আমি তোমাদের অন্যায় কাজ ও দোষ-ক্রটি তোমাদের হতে দুরীভূত করে দিব এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগীচায় বসবাস করাব যার নিনাদেশ হতে ঝর্ণাধারা সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। কিন্তু তার পর তোমাদের মধ্য হতে যারা কৃষ্ণরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা সত্য-সঠিক^{১৮} পথ হারিয়ে ফেলেছে।

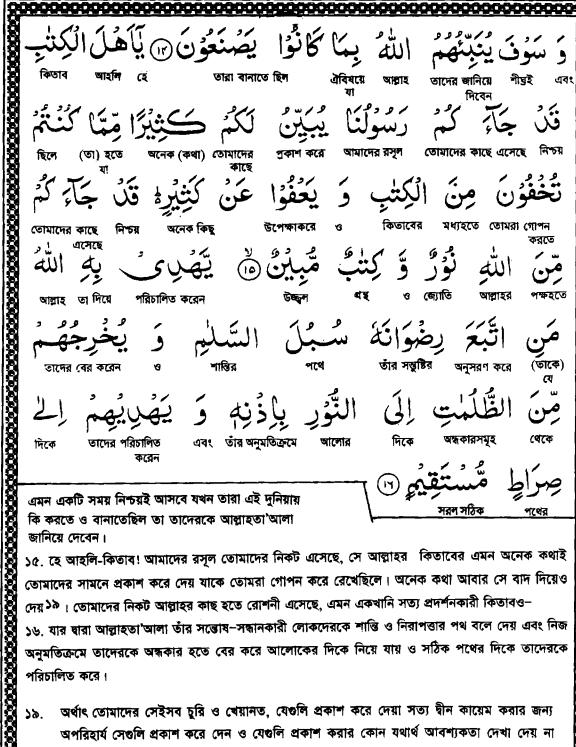
১৩. অতঃপর তাদের নিজেদেরই ওয়াদা ভংগ করাই ছিল তাদের (বড়)অপরাধ যে কারণে আমরা তাদেরকে নিজের রহমত হতে বহুদুরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের দিল শক্ত করে দিয়েছি।

'সাওয়া আসসবীল' এর অর্থঃ গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্য যথারীতিভাবে লিখিত রাজপথ। তা হারিয়ে ফেলার ኔ৮. অর্থঃ সে রাজপথ হারিয়ে মানুষের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ে মাড়ানো পথে বিভ্রান্ত হয়ে চলা।



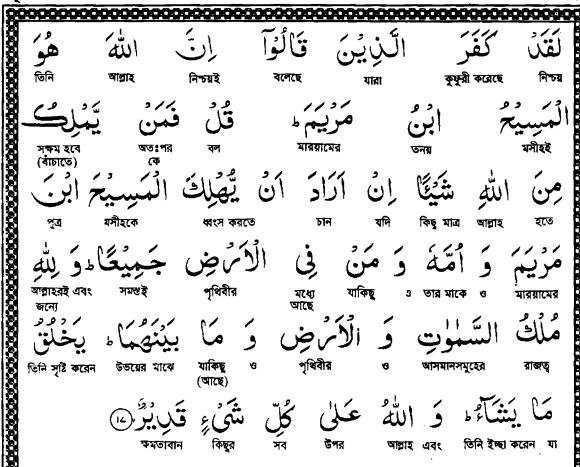
এখন তাদের অবস্থা এই যে, শব্দের উপ্টা- পান্টা করে মূল কথার নাড়া-চাড়া করে ফেলে। যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার অধিকাংশই তারা ভূলে গেছে এবং প্রায় প্রত্যেক দিনই তাদের কোন না কোন বেয়ানত ও বিশ্বাস হাতকতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এই দোষ হতে বেঁচে আছে, (তারা যখন এই অবস্থায় পৌছে গেছে, তখন যে দুষ্টামী আর শয়তানীই তারা করবে, তার কোনটিই তাদের নিকট হতে অপ্রত্যাশিত নয়)। কাজেই তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের কাজ-কর্ম হতে দৃষ্টি ফিরাও। যারা ঈমানের নীতি মেনে চলে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন।

১৪. এই ভাবে তাদের নিকট হতেও আমরা পাকা-পোখ্তা ওয়াদা নিয়েছিলাম যারা বলেছিল যে, আমরা নাসারা; কিন্তু তাদেরকেও যে সবক শ্বরণ করায়ে দেয়া হয়েছিল তার একটি বিরাট অংশ তারা ভুলে গিছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের মধ্যে সকল সময়ের জন্যে চিরন্তন দুশমনী ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি।



কি করতে ও বানাতেছিল তা তাদেরকে আল্লাহতা'আলা জানিয়ে দেবেন।

- ১৫. হে আহলি-কিতাব! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, সে আল্লাহর কিতাবের এমন অনেক কথাই তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয় যাকে তোমরা গোপন করে রেখেছিলে। অনেক কথা আবার সে বাদ দিয়েও দেয় ১৯। তোমাদের নিকট আল্লাহর কাছ হতে রোশনী এসেছে, এমন একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও–
- ১৬. যার দারা আল্লাহতা আলা তাঁর সভোষ-সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেয় এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে যায় ও সঠিক পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করে।
- অর্থাৎ তোমাদের সেইসব চুরি ও খেয়ানত, যেগুলি প্রকাশ করে দেয়া সত্য দ্বীন কায়েম করার জন্য 18. অপরিহার্য সেগুলি প্রকাশ করে দেন ও যেগুলি প্রকাশ করার কোন যথার্থ আবশ্যকতা দেখা দেয় না সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, তার জন্য পাকড়াও করেন না।



১৭. নিশ্চয়ই তারা কৃষ্ণরী করেছে যারা বলেছেঃ মরিয়ম-পুত্র মসীহ আল্লাহ । হে মৃহম্মাদ! তাদেরকে বল যে, আল্লাহ যদি মরিয়ম-পুত্র মসীহকে এবং তার মা ও সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা হতে তাকে বিরত রাখার মত শক্তি কার আছে? আল্লাহ তো আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসেরই মালিক; তিনি যা কিছু চান তাই পয়দা করেন ২০। তাঁর শক্তি প্রত্যেকটি জিনিসেরই উপর রয়েছে।

২০. অর্থাৎ মসীহ (আঃ) কেমলমার্ট্র বিনা-বাপে পয়দা হওয়ার কারণে তোমরা তাকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছ, কিন্তু আল্লাহতা আলা যাকে যেতাবে ইচ্ছা করেন সেই তাবে পয়দা করেন। আল্লাহতা আলা কোন বান্দাকে অসাধারণ তাবে পয়দা করলেই সে আল্লাহ হয়ে যায়না।



১৮. ইয়াছদ ও নাসারাগণ বলে যে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ তাহলে আল্লাহ তোমাদের ওনাহ-খাতার কারণে তোমাদেরকে কেন শান্তি দান করেন? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরাও আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য মানুষের মতই সমান মর্যাদার মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন মাফ করে দেন ও যাকে ইচ্ছে হয় শান্তি দান করেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই মালিকানা, সব কিছুকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

১৯. হে আহলি-কিতাব! আমাদের এই রস্ল এমন এক সময় তোমাদের নিকট এসেছে ও দ্বীনের সুম্পষ্ট শিক্ষা তোমাদের সামনে পেশ করছে- যখন রস্ল আগমনের ক্রমিক ধারা দীর্ঘ দিনের জন্যে বন্ধ ছিল। (নবী এই জন্যে এসেছে) যেন তোমরা বলতে না পরে যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শনকারী আসেনি। অতএব দেখ, এখন সেই সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শন কারীই এসেছে,

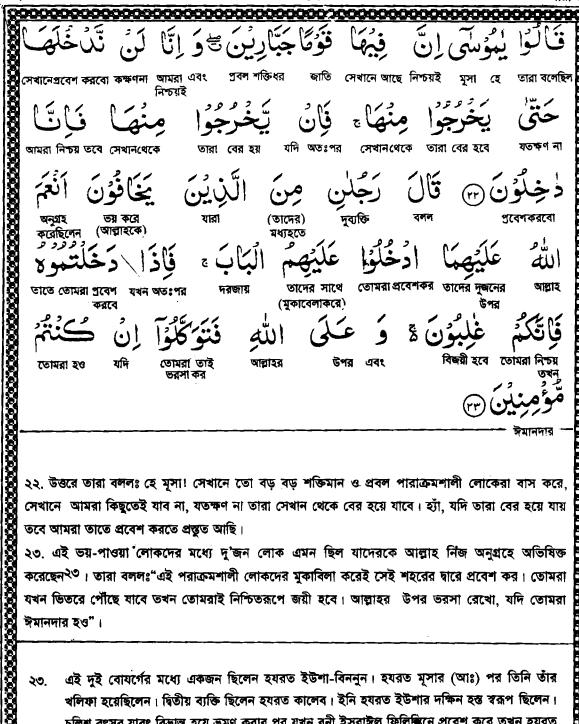


– আর আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই শক্তিশালী ^{২১}। ক্রুন্ত

২০. স্বরন কর, যখন মূসা তাঁর জাতির লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার অবশ্যই খোয়াল রেখো। তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে শাসনকর্তা বানিয়েছেন, তোমাদেরকে এমন আরো অনেক কিছু দান করেছেন যা দুনিয়ার আর কাউকে দেন নি।

২১. হে আমার জাতীয় ভাইগণ। আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে পবিত্র এলাকা লিখে দিয়েছেন^{২২} তাতে প্রবেশ কর, পিছনে হটো না, অন্যথায় ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

- ২১. অর্থাৎ যদি তোমরা এই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর কথা না মানো তবে মনে রেখো আল্লাহতা আলা সর্বক্ষম ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিনা বাধায় যে কোন শান্তি ইচ্ছা করেণ তোমাদের দান করতে পারেন।
- ২২. এখানে 'ফিলিন্টিনের' সুর-যমীনকে বুঝানো হচ্ছে। সে সময় ফিলিন্টিনের অধিবাসীরা কঠিন মুশরিক ও বদকার ছিল। বনী-ইসরাঈল মিশর থেকে বহির্গত হয়ে এলে আল্লাহতা'আলা এই ভূখন্ড তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেন ও তাদেরকে এ ভূখন্ড জয় করার জন্য নির্দেশ দান করেন।



২২, উত্তরে তারা বললঃ হে মুসা! সেখানে তো বড় বড় শক্তিমান ও প্রবল পারাক্রমশালী লোকেরা বাস করে, সেখানে আমরা কিছুতেই যাব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায় তবে আমরা তাতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি।

২৩. এই ভয়-পাওয়া লোকদের মধ্যে দু'জন লোক এমন ছিল যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেছেন^{২৩}। তারা বললঃ"এই পরাক্রমশালী লোকদের মুকাবিলা করেই সেই শহরের দারে প্রবেশ কর। তোমরা যখন ভিতরে পৌঁছে যাবে তখন তোমরাই নিশ্চিতরূপে জয়ী হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখো, যদি তোমরা ঈমানদার হও"।

এই দুই বোযর্গের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত ইউশা-বিননুন। হযরত মূসার (আঃ) পর তিনি তাঁর ২৩. খলিফা হয়েছিলেন। দিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত কালেব। ইনি হযরত ইউশার দক্ষিন হস্ত স্বরূপ ছিলেন। চল্লিশ বংসর যাবং বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করার পর যখন বনী ইসরাঈল ফিলিচ্ছিনে প্রবেশ করে তখন হযরত মুসার (আঃ) সাথীদের মধ্যে মাত্র এই দুই বোষর্গ জীবিত ছিলেন।



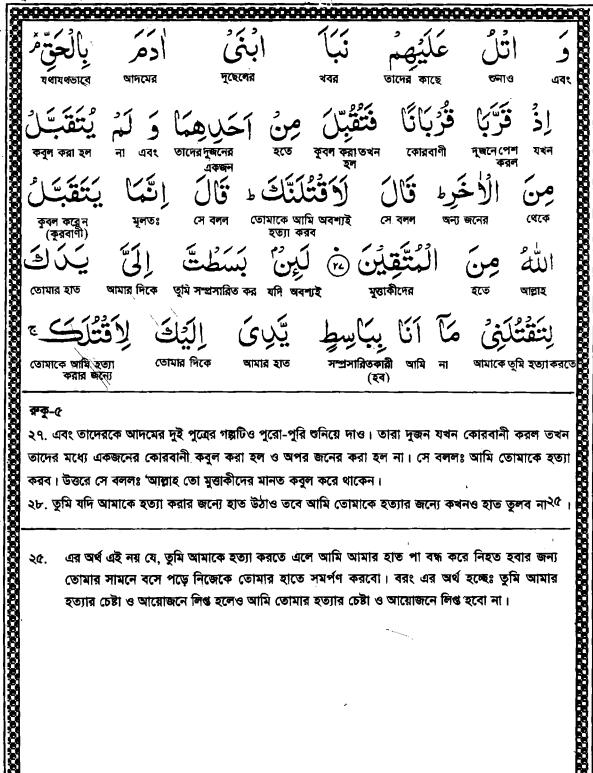
ā	000000	000000	10000000	000000	000000	00000	000000	2000000	100000
0000	آبگا	آلها	الْخُانُ فُ	كَنُ		<u>د .</u>	ا مورسی بموسی	قر ۱ د ۱	હિં
000	কক্ষণ ও	Š	প্রবেশ করব আমরা	় নিচয় ন	অ	ন'ভয় যেমরা	মৃসা হে	(কিন্তু <i>এ</i> তারা ব	াসন্ত্বেও) লোইশ
	آ رائی ا	فقارحِلَا	رَيُّكُ	َنْتُ وَ	هُبُ ا	فَاذُه	فيها	داموا	مّنا
	নিকয় উৎ আমরা	চয়ে শড় ২ডঃপর	-	ও তৃমি			ভার মধ্যে	তারা পাকবে	যতক ণ
8	الآ	أمُلِكُ	Ty ?	ب راف	ال م	ર્ષ્ટ 🕝	كُ وُنَ (نًا قُعِمُ	مه
000	ব্যভীত	ক্ষমতা রাখি আমি	না আমি	নিচয় হে জ	ਰਰ		ৰসে থা		থানে
2000	قارن وس	م الفس	أن القر	نا و ر	نُ بَيْنَ	فافرو	ارخی	رمی و	أنف
8	(যারা) নাফ্রমা	_	দাকদের মাথে	ও আফ		ক কর তাই	ভামার ভাইয়ের	ও আমার নি	
	رووو ر لمعدده	′ ₹ رُ	أ سنة	آرْبِعَهُ	كينهم	وُمُهُ عُ	ٵڡؙۘڂڗۜ	أ فَإِنَّهُ	تئال
2000	তারা উদ্রান্ত হা	, 🕶 য়ে দরবে	বছর (পর্যন্ত)	চল্লিশ	তাদের উপ	র হারাম(ব	রাহল)	অভঃপর তা নিকয়	(আল্লাহ) বলশেন
	ر فررع فرن (۲۹)	الفسا	· · · - ,	عُلَمُ	تأس	فَلَا	ض د	الأث	فی
	ر قدل ک	पाता)	্রিসব) লোকদের	উপর		না অতএব	যমী	নের	উপর
ø	ना	ফ্রমান	• • • · · ·						4

২৪. কিন্তু তারা আবার সেই কথা বলপঃ "হে মূসা, আমরা তো তথায় কখনো যাব না যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার আল্লাহ উভয়েই যাও ও লড়াই কর, আমরা তো এখানেই বসে পড়লাম"।

২৫. তা তনে মূসা বললঃ "হে আল্লাহ, আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার কোন ইখতিয়ার চলেনা। কাজেই হে আল্লাহ, তুমি এই না-ফরমান লোকদের সংস্পর্শ হতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে দাও"।

২৬. **আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ ভালই উ**ক্ত দেশ, চল্লিশ বছরের জন্যে এদের প্রতি হারাম (করে দেয়া হল), এরা দ্**নিরায় নিরুদ্দেশ ঘুরে ফিরে** ও হাতড়িয়ে মরবে। অতএব এই না-ফরমান লোকদের অবস্থার প্রতি কোন দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন করো না^{২৪}।

২৪. এখানে এ ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বনী ইসরাঈলদেরকে জানিয়ে দেয়া যে মৃসার (আঃ)
যামানায় না-ফরমানি, বিচ্তাতি ও ভীরুতা প্রদর্শন করার ফলে তোমরা যে শান্তি লাভ করেছিলে তার থেকে
অনেক বেশী শন্তি তোমরা পাবে যদি তোমরা হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বিদ্রোহমূলক আচরণ
কর:



ক্লকু-৫

২৭. এবং তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের গল্পটিও পুরো-পুরি তনিয়ে দাও। তারা দুজন যখন কোরবানী করল তখন তাদের মধ্যে একজনের কোরবানী কবুল করা হল ও অপর জনের করা হল না। সে বললঃ আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে সে বললঃ 'আল্লাহ তো মুন্তাকীদের মানত কবুল করে থাকেন।

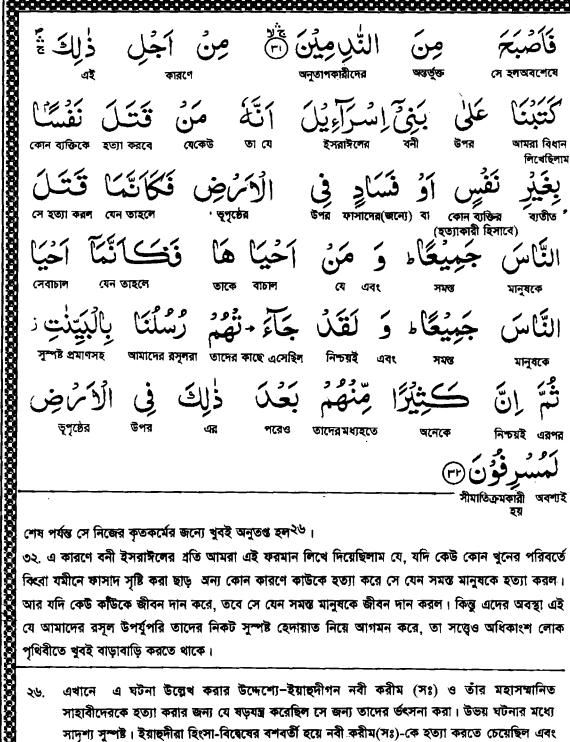
২৮. তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে হাত উঠাও তবে আমি তোমাকে হত্যার জন্যে কখনও হাত তুলব না^{২৫}।

এর অর্থ এই নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি আমার হাত পা বন্ধ করে নিহত হবার জন্য **ર**૯. তোমার সামনে বসে পড়ে নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করবো। বরং এর অর্থ হচ্ছেঃ তুমি আমার হত্যার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হলেও আমি তোমার হত্যার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হবো না।



আমি আল্লহ রব্বুল আলা'মীনকে ভয় করি'।

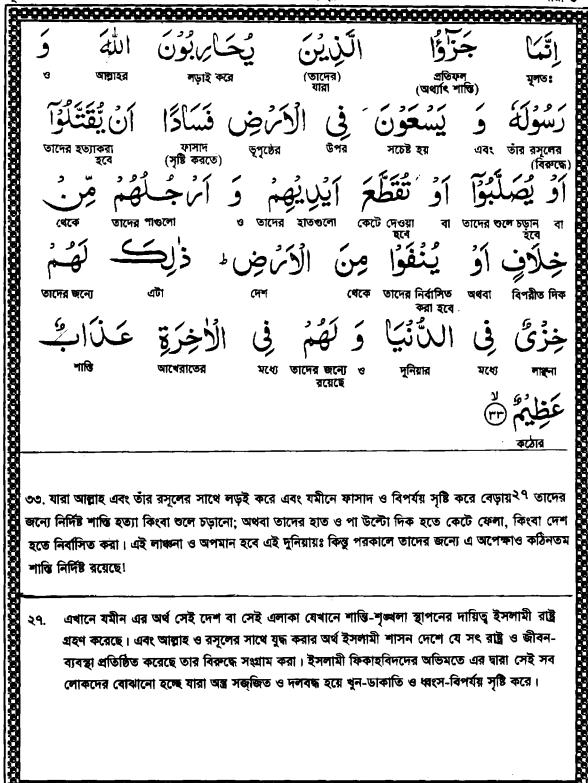
- ২৯. আমি চাই, আমার এবং তোমার নিজের গুনাহ তুমি একাই নিজের মাধায় চাপিয়ে নাও ও দোযখী হয়ে থাক। যালেমদের যুলমের এই উপযুক্ত প্রতিফল।
- ৩০. শেষ পর্যন্ত তার নফুস নিজ ভায়ের হত্যা কার্যকে তার জন্যে সহজ্ঞসাধ্য করে দিল এবং সে তাকে খুন করে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।
- ৩১, তার পর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, তা যমীন খুচতে লাগল, সে নিজ ভায়ের লাশ কিভাবে লুকাবে তার পথ দেখিয়ে দিল। এ দেখে সে বললঃ আমার প্রতি ধিক, আমি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না. নিজ ভায়ের লাশ লুকাবার পথও বের করতে পারলাম না।



শেষ পর্যন্ত সে নিজের কতকর্মের জন্যে খুবই অনুতপ্ত হল^{২৬}।

৩২. এ কারণে বনী ইসরাঈলের খতি আমরা এই ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কোন খুনের পরিবর্তে কিবো যমীনে কাসাদ সৃষ্টি করা ছাড় অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করণ। আর যদি কেউ কটিকে জীবন দান করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে আমাদের রসুল উপর্যুপরি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে আগমন করে, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক পৃথিবীতে খুবই বাড়াবাড়ি করতে থাকে।

এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে-ইয়াহুদীগন নবী করীম (সঃ) ও তাঁর মহাসম্মানিত ২৬. সাহাবীদেরকে হত্যা করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিল সে জন্য তাদের র্ভংসনা করা। উভয় ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ইয়াহদীরা হিংসা-বিষেষের বশবর্তী হয়ে নবী করীম(সঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আদম (আঃ)-এর এক পুত্রও হিংসার বশবর্তী হয়েই নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।



৩৩. যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে লড়ই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়^{২ ৭} তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শান্তি হত্যা কিংবা হুলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেশা, কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা। এই লাঞ্চনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়ঃ কিন্তু পরকালে তাদের জন্যে এ অপেক্ষাও কঠিনতম শান্তি নির্দিষ্ট রয়েছে!

এখানে যমীন এর অর্থ সেই দেশ বা সেই এলাকা যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র **ર૧**. গ্রহণ করেছে। এবং আল্লাহ ও রসূলের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ ইসলামী শাসন দেশে যে সৎ রাষ্ট্র ও জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইসলামী ফিকাহবিদদের অভিমতে এর দারা সেই সব লোকদের বোঝানো হচ্ছে যারা অন্ত সজ্জিত ও দলবদ্ধ হয়ে খুন-ডাকাতি ও ধ্বংস-বিপর্যয় সৃষ্টি করে।





৩৪. কিন্তু (বাচতে পারবে কেবল তারা) যারা তওবা করবে, তাদের উপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার পূর্বে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ও অনুয়শীল^{২৮}। ক্লকু-৬

৩৫. হে ঈমানদাররা। আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর^{্ঠ} এবং তাঁর পথে চেষ্টা ও সাধনা কর: সম্বতঃ ভোমরা সাফল্য মন্ডিত হতে পারবে।

- ২৮. অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির চেটা থেকে বিরত হয়ে থাকে, এবং সৎ সমাজ ও জীবন-ব্যবস্থাকে ছিন্ন -বিচ্ছিন্ন বা উৎখাত করার চেটা ত্যাগ করে থাকে এবং তাদের পরবর্তী কার্য-ধারা প্রমাণ করে যে তারা শান্তি-প্রিয় আইনানুগ ও সদ্ব্যবহারকারী মানুষ হয়েছে তবে এর পর যদি তাদের পূর্ব অপরাধের খৌজও পাওয়া যায় তবে উপরে বর্ণিত কোন একটি দন্তও তাদের দেয়া হবে না। অবশ্য মানুষের কোন অধিকার হরণ করে থাকলে তার দায়িত্ব থেকে তারা নিঙ্কৃতি পাবে না। যথাঃ কোন ব্যক্তিকে যদি তারা হত্যা করে থাকে, কারুর ধন-সম্পদ হরণ করে থাকে, কিংবা মানুষের জান-মালের বিরুদ্ধে যদি অন্য কোন অপরাধ করে থাকে তা হলে সে অপরাধের বিচারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাস ঘাতকতা এবং আল্লাহ ও রস্লের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হবেনা।
- ২৯. অর্থাৎ সেরূপ প্রতিটি উপায়, মাধ্যম ও পন্থার সন্ধান কর যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সন্তোষ লাভে সক্ষম হও।

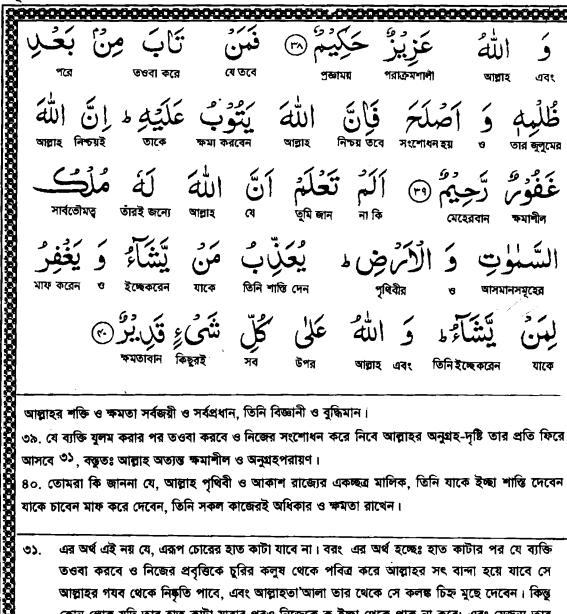


৩৬. ভালরূপে জেনে নাও, যারা কৃষ্ণরী-নীতি অবলম্বন করেছ, সমগ্র দুনিয়ার ধন-দৌলতও যদি তাদের কারায়ত্ত হয় এবং তার সাথে অত পরিমান আরো একত্র করে দেয়া হয়, আর তারা যদি তা 'ফেদিয়া' হিসাবে দিয়ে কিয়ামতের দিনের আযাব হতে রক্ষা পেতে চায় তবুও তা তাদের নিকট হতে কবুল করা হবে না, তারা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে।

৩৭. তারা দোযখের অগ্নি-গহ্বর হতে বের হয়ে যেতে চাবে; কিন্তু তা হতে তারা বের হতে পারবে না; তাদের জন্যে স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট করা হবে।

৩৮. চোর-ন্ত্রী হোক বা পুরুষ- উভয়েরই হাত কেটে দাও^{৩০}় এ তাদের কর্মফল ও আল্লাহর নিকট হতে শিক্ষা মূলক শাস্তি বিশেষ।

উভয় হাত নয়, বরং একটি হাত । প্রথম চুরির অপরাধে ডান হাত কাটা হবে। 'চুরি' অর্থ অন্যের মাল **90.** তার সংরক্ষণ থেকে বের করে নিজের কজায় আনা। একটি ঢালের মূল্য থেকে কম মূল্যের জিনিস চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবেনা। বিশ্বন্ত বর্ণনা মতে নবী করীম (সঃ)-এর পূণ্য যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। সেকালে দিরহামে তিন মালা ১ ু রতি রৌপ্য থাকতো অনেক জিনিস এমন আছে যার চুরিতে হাত কাটার দন্ত দেয়া যাবে না। যথা ফল, তরকারী খাবার জিনিস, সামান্য ও তুচ্ছ জিনিস, পাখি বায়তুলমাল চুরি। এ সবের চুরিতে হাত না কাটা যাওয়ার অর্থ এই নয় যে একেবারে মাফ।

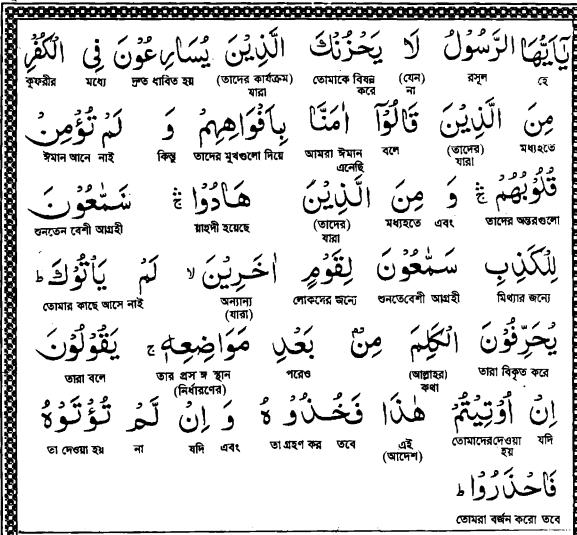


আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজ্ঞয়ী ও সর্বপ্রধান, তিনি বিজ্ঞানী ও বৃদ্ধিমান।

৩৯. যে ব্যক্তি যুলম করার পর তওবা করবে ও নিজের সংশোধন করে নিবে আল্লাহর অনুগ্রহ-দৃষ্টি তার প্রতি ফিরে আসবে ^{৩১}় বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহপরায়ণ।

৪০. তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক, তিনি যাকে ইচ্ছা শান্তি দেবেন যাকে চাবেন মাফ করে দেবেন, তিনি সকল কাজেরই অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন।

এর অর্থ এই নয় যে, এরপ চোরের হাত কাটা যাবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছেঃ হাত কাটার পর যে ব্যক্তি 93. তওবা করবে ও নিজের প্রবৃত্তিকে চুরির কলুষ থেকে পবিত্র করে আল্লাহর সৎ বান্দা হয়ে যাবে সে আল্লাহর গয়র থেকে নিষ্কৃতি পাবে, এবং আল্লাহতা আলা তার থেকে সে কলঙ্ক চিহ্ন মুছে দেবেন। কিন্তু কোন লোক যদি তার হাত কাটা যাবার পরও নিজেকে কু-ইচ্ছা থেকে পাক না করে; এবং যেজন্য তার হাত কাটা গেছে সেই জঘণ্য ইচ্ছা প্রবণতাকে নিজের মধ্যে লালন করে তবে তার অর্থ হচ্ছে তার দেহ খেকে তার হাত তো বিছিন্ন হয়েছে কিন্তু তার প্রবৃত্তির মধ্যে চুরি যথা-রীতি বর্তমান আছে। সেজন্য সে হাত কাটা যাবার পূর্বে যেরূপ আল্লাহর গযবের পাত্র ছিল হাত কাটা যাবার পরও সেই একই রূপে আল্লাহর গয়বের পাত্র হয়ে রয়েছে। এ জন্যই কোরআন মজিদ চোরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার ও নিজের প্রবৃত্তির সংশোধন করার জন্য উপদেশ দান করে। কেননা নফসের পবিত্রতা আদালতী শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না। এ পবিত্রতা লাভ করা যায় মাত্র তওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে।



8১. হে নবী! সেই সব লোক যারা কুফরীর পথে খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে যেন তোমার কোন দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। তারা সেই সব লোক হলেও -যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, কিছু তাদের দিল ঈমান গ্রহণ করেনি। কিংবা তারা হলো – যারা ইয়াহূদ হয়ে গেছে; যাদের অবস্থা এই যে, মিথাার জন্যে উৎকর্ণ হয়, এবং অন্য এমন লোকের জন্যে -যারা তোমার নিকট কখনো আসেনি -কথা টোকায়ে বেড়ায়। আল্লাহর কিতাবের শব্দ সমূহকে উহার আসল স্থান নির্ধারিত হওয়া সন্তেও প্রকৃত অর্থ হতে সরিয়ে দেয় এবং লোকদের বলে যে, তোমাদের এই আদেশ দেয়া হলে তা মানবে, অন্যথায় মানবে না^{৩২}।

৩২. অর্থাৎ অক্ত জনসাধারণকে বলে আমরা তোমাদেরকে যে চ্কুম জানাচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) যদি এই চ্কুম দেয় তবে তা মানো, নচেৎ মেনো না।



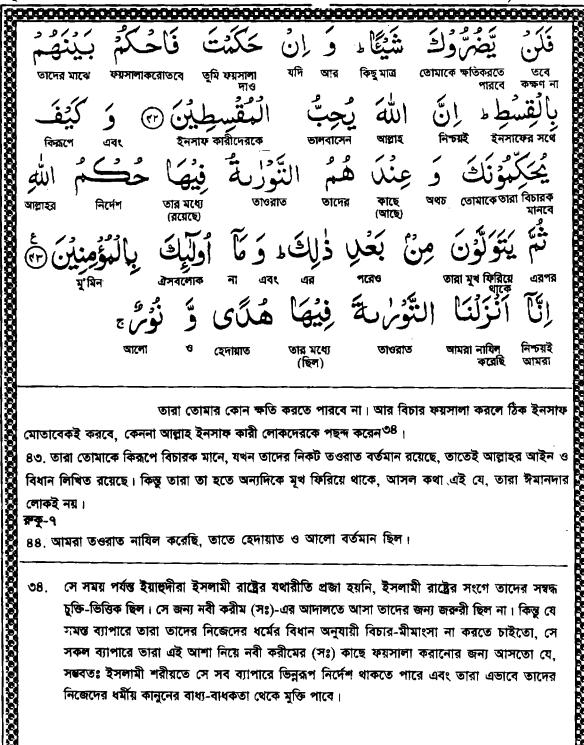
বস্তুতঃ আল্লাহই যাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে করেছেন তাকে আল্লাহর পাকড়াও হতে উদ্ধার করার জন্যে তুমি কিছু করতে পারনা^{ত্ত}। এরা সেই লোক যাদের মন-হৃদয়কে আল্লাহতা আলা পাক করতে চান নি, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্চনা এবং পরকালে কঠিন শান্তি।

জন্যে রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্চনা এবং পরকালে কঠিন শান্তি।

৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম মাল ভক্ষণকারী। কাজেই এরা যদি তোমাদের নিকট (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে তবে তোমার ইর্খতিয়ার রয়েছে ইচ্ছা করলে তাদের বিচার কর, অন্যথায় অধীকার কর।

ত্তমি অধীকার করলে

ত৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে 'ফিতনায়' নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছেঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন আল্লাহতা'আলা খারাব প্রবণতা লালিত-পালিত হতে দেখেন তখন তিনি তার সামনে উপর্যুপরি এরূপ সুযোগ উপস্থিত করেন যার ছারা সে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যদি সে ব্যক্তি তখনও পর্যন্ত খারাবের দিকে পুরোপুরি ঝুকে না থাকে, তবে সেই সকল পরীক্ষা ছারা সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মধ্যে পাপ ও খারাবের মোকাবেলা করার জন্য যে শক্তি বর্তমান আছে তা জাগরুক ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিছু যদি সে মন্দের দিকে পুরোপুরি ঝুকে গিয়ে থাকে এবং তার পূণ্যশীলতা তার পাপ-প্রবন্ধতার কাছে ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এরূপ প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি আরও বেদী পাপ ও খারাবের জালে ক্রমাগত জড়িত হয়ে পড়তে থাকে। এটাই হচ্ছে আল্লাহতা আলার সেই 'ফিতনা' যার থেকে কোন ভ্রষ্টারী মানুষকে উদ্ধার করা তার কোন হিতাকাঞ্ছীর পক্ষে অসাধ্য হয়ে থাকে।



তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিচার ফয়সালা করলে ঠিক ইনসাফ

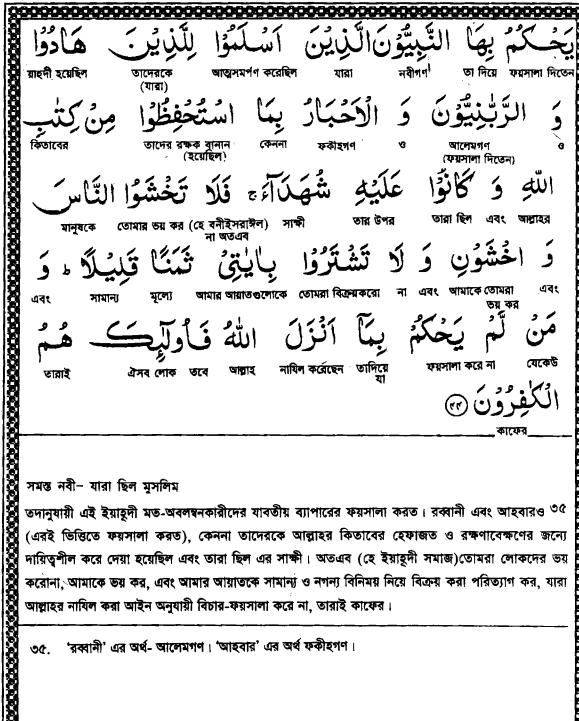
মোতাবেকই করবে, কেননা আল্লাহ ইনসাফ কারী লোকদেরকে পছন্দ করেন^{৩৪}।

৪৩. তারা তোমাকে কিরূপে বিচারক মানে, যখন তাদের নিকট তওরাত বর্তমান রয়েছে, তাতেই আল্লাহর আইন ও বিধান দিখিত রয়েছে। কিন্তু তারা তা হতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, আসল কথা এই যে, তারা ঈমানদার লোকই নয়।

ምም-ዓ

88. আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে হেদায়াত ও আলো বর্তমান ছিল।

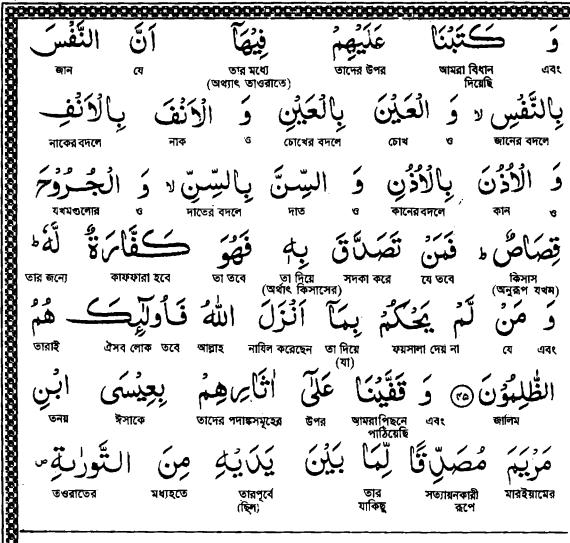
সে সময় পর্যন্ত ইয়ান্ট্রদীরা ইসলামী রাষ্ট্রের যথারীতি প্রজা হয়নি, ইসলামী রাষ্ট্রের সংগে তাদের সম্বদ্ধ **98**. ছক্তি-ভিত্তিক ছিল। সে জন্য নবী করীম (সঃ)-এর আদালতে আসা তাদের জন্য জরুরী ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত ব্যাপারে তারা তাদের নিজেদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা না করতে চাইতো, সে সকল ব্যাপারে ভারা এই আশা নিয়ে নবী করীমের (সঃ) কাছে ফয়সালা করানোর জন্য আসতো যে সম্বতঃ ইসলামী শরীয়তে সে সব ব্যাপারে ভিনুত্রপ নির্দেশ থাকতে পারে এবং তারা এভাবে তাদের নিজেদের ধর্মীয় কানুনের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি পাবে।



সমন্ত নবী- যারা ছিল মুসলিম

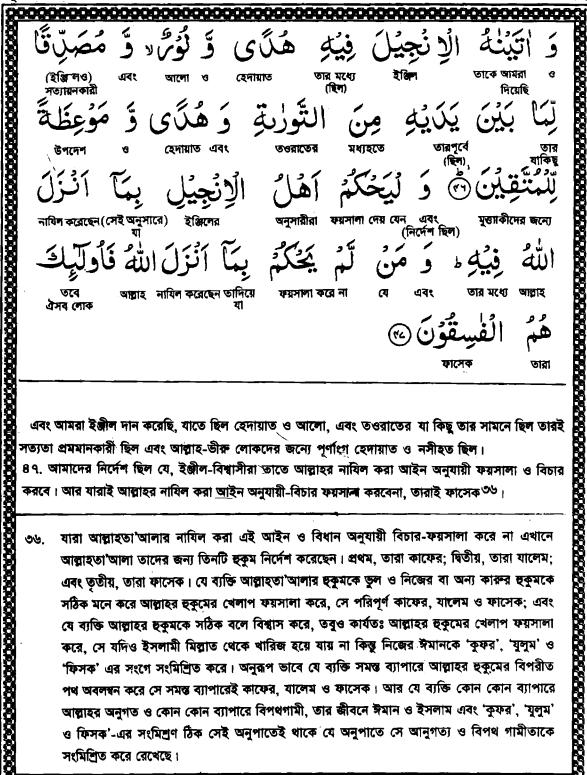
তদানুষায়ী এই ইয়াহুদী মত-অবলম্বনকারীদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা করত। রব্বানী এবং আহ্বারও ^{৩৫} (এরই ভিন্তিতে ফয়সালা করত), কেননা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়িত্বশীল করে দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব (হে ইয়াহুদী সমাজ)তোমরা লোকদের ভয় করোনা আমাকে ভয় কর, এবং আমার আয়াতকে সামান্য ও নগন্য বিনিময় নিয়ে বিক্রয় করা পরিত্যাগ কর, যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।

'রব্বানী' এর অর্থ- আলেমগণ। 'আহবার' এর অর্থ ফকীহগণ। 90



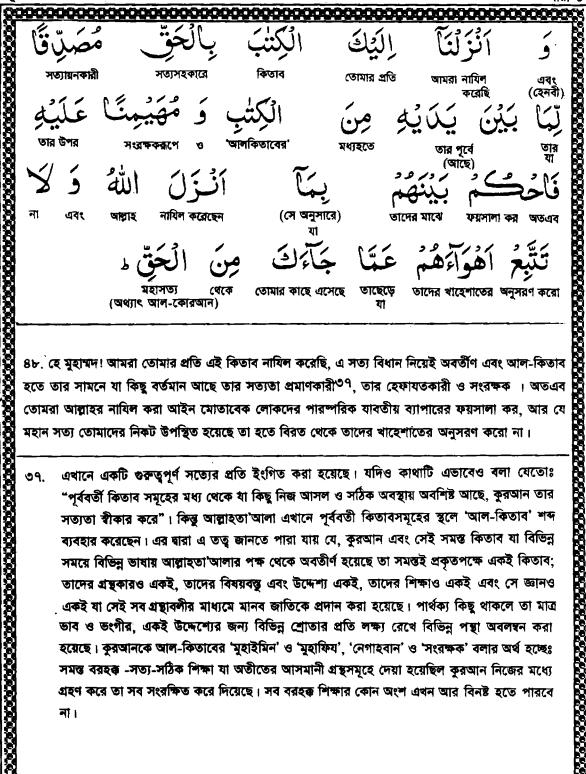
৪৫. তওরাতে আমরা ইয়াহুদীদের প্রতি এ হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাতের পরিবর্তে দাত এবং সব রকমের যখমের জন্যে সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেউ কেসাস সাদকা করে দিলে তা তার জন্যে কাফফারা হবে, আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই যালেম!

৪৬. এই পয়গম্বদের পরে আবার আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাত হতে যা কিছু তাঁর সামনে ছিল, সে ছিল তারই সত্যতা প্রমাণকারী



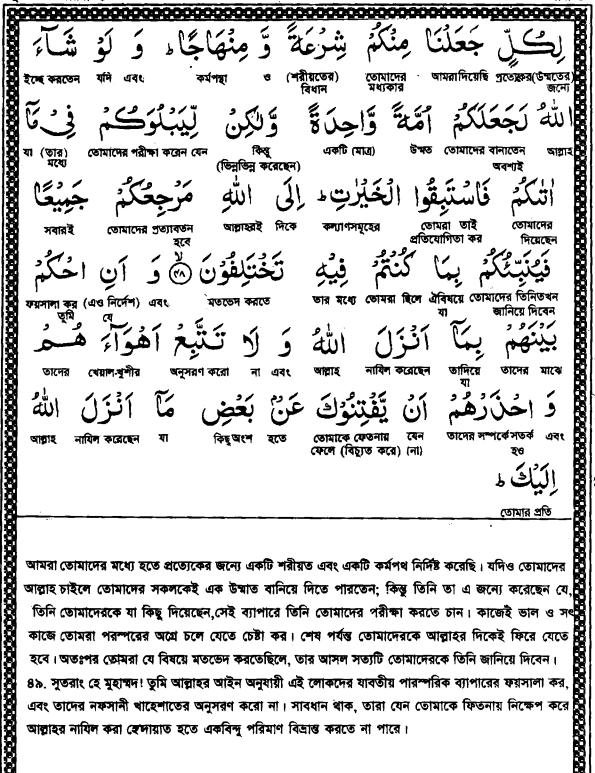
এবং আমরা ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়াত ও আলো, এবং তওরাতের যা কিছু তার সামনে ছিল তারই সত্যতা প্রমমানকারী ছিল এবং আল্লাহ-ডীরু লোকদের জন্যে পূর্ণাগুা হেদায়াত ও নসীহত ছিল। ৪৭. আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইঞ্জীল-বিশ্বাসীরা তাতে আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা ও বিচার করবে। আর যারাই আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী-বিচার ফয়সালা করবেনা, তারাই ফাসেক^{৩৬}।

যারা আলাহতা আলার নাযিল করা এই আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না এখানে **9**6. আল্লাহতা আলা তাদের জন্য তিনটি স্থকুম নির্দেশ করেছেন। প্রথম, তারা কাফের; দ্বিতীয়, তারা যালেম; এবং ততীয় তারা ফালেক। যে ব্যক্তি আল্লাহতা আলার ছকুমকে তুল ও নিজের বা অন্য কারুর ছকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুমের খেলাপ ফয়সালা করে, সে পরিপূর্ণ কাফের, যালেম ও ফাসেক: এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর চুকুমকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে, তবুও কার্যতঃ আল্লাহর চুকুমের খেলাপ ফয়সালা করে, সে যদিও ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যায় না কিন্তু নিজের ঈমানকে 'কৃফর', 'যুলুম' ও 'ফিসক' এর সংগে সংমিশ্রিত করে। অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত পথ অবলম্বন করে সে সমস্ত ব্যাপারেই কাফের, যালেম ও ফাসেক। আর যে ব্যক্তি কোন কোন ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত ও কোন কোন ব্যাপারে বিপথগামী, তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং 'কৃফর', 'যুলুম' ও ফিসক'-এর সংমিশ্রণ ঠিক সেই অনুপাতেই থাকে যে অনুপাতে সে আনুগতা ও বিপথ গামীতাকে সংমিশ্রিত করে রেখেছে।



৪৮. হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, এ সত্য বিধান নিয়েই অবর্তীণ এবং আল-কিতাব হতে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী^{৩৭}় তার হেফাযতকারী ও সংরক্ষক । অতএব ডোমরা আল্লাহর নাযিল করা আইন মোডাবেক লোকদের পারম্পরিক যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা কর্ আর যে মহান সত্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে তা হতে বিরত থেকে তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো না।

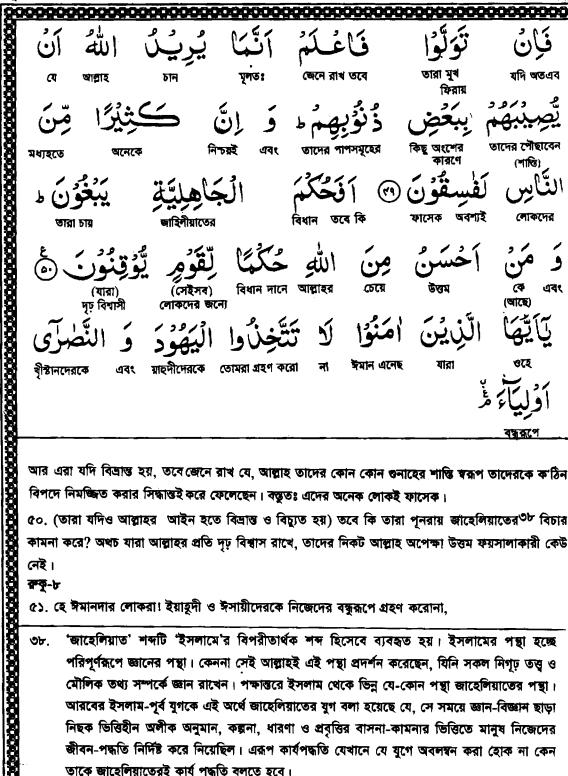
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যদিও কাথাটি এভাবেও বলা যেতোঃ 99. "পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্য থেকে যা কিছু নিজ আসল ও সঠিক অবস্থায় অবশিষ্ট আছে, কুরআন তার সত্যতা স্বীকার করে"। কিন্তু আল্লাহতা আলা এখানে পূর্ববতী কিতাবসমূহের স্থলে 'আল-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা এ ততু জানতে পারা যায় যে, কুরআন এবং সেই সমস্ত কিতাব যা বিভিন্ন সমরে বিভিন্ন ভাষার আল্লাহতা আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সমস্তই প্রকৃতপক্ষে একই কিতাব; তাদের গ্রন্থকারও একই, তাদের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য একই, তাদের শিক্ষাও একই এবং সে জ্ঞানও একই যা সেই সব গ্রন্থাবদীর মাধ্যমে মানব জাতিকে প্রদান করা হয়েছে। পার্থক্য কিছু থাকলে তা মাত্র ভাব ও ভংগীর, একই উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রোভার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পদ্মা অবলম্বন করা হয়েছে। কুরুআনকে আল-কিতাবের 'মুহাইমিন' ও 'মুহাফিয', 'নেগাহবান' ও 'সংরক্ষক' বলার অর্থ হচ্ছেঃ সমস্ত বরহক্ক -সত্য-সঠিক শিক্ষা যা অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহে দেয়া হয়েছিল কুরআন নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তা সব সংরক্ষিত করে দিয়েছে। সব বরহক্ক শিক্ষার কোন অংশ এখন আর বিনষ্ট হতে পারবে ना ।



<u>তোমার প্রতি</u>

আমরা তোমাদের মধ্যে হতে প্রত্যেকের জন্যে একটি শরীয়ত এবং একটি কর্মপথ নির্দিষ্ট করেছি। যদিও তোমাদের আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকেই এক উত্মাত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিস্তু তিনি তা এ জন্যে করেছেন যে, তিনি ভোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন,সেই ব্যাপারে তিনি ভোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কাজেই ভাল ও সংট্র কাজে তোমরা পরস্পরের অগ্রে চলে যেতে চেষ্টা কর। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর প্রোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতেছিলে, তার আসল সত্যটি তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দিবেন। ৪৯. সূতরাং হে মুহাম্বদ! তুমি আল্লাহর আইন অনুযায়ী এই লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কর, এবং তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ করো না। সাবধান থাক, তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহর নাযিল করা কেদায়াত হতে একবিন্দু পরিমাণ বিদ্রান্ত করতে না পারে।



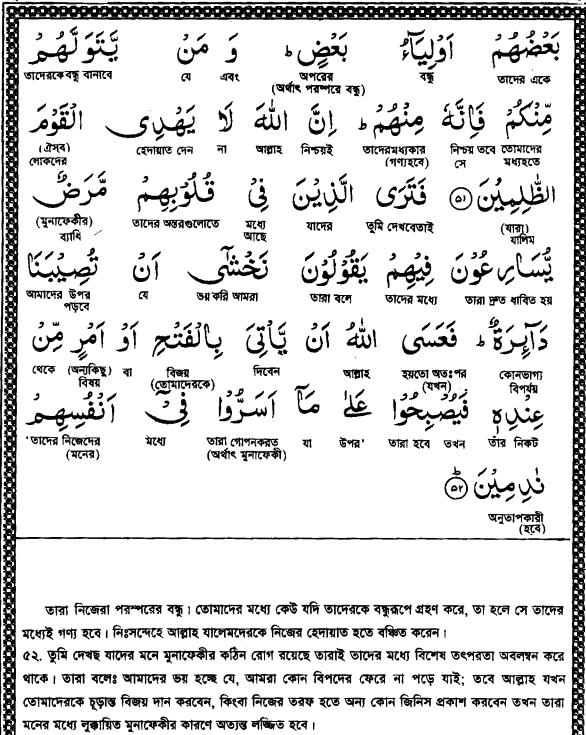


আর এরা যদি বিজ্ঞান্ত হয়, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের কোন কোন গুনাহের শান্তি স্বরূপ তাদেরকে ক'ঠিন বিপদে নিমক্ষিত করার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। বস্তুতঃ এদের অনেক লোকই ফাসেক।

৫০. (তারা যদিও আল্লাহর আইন হতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়) তবে কি তারা পূনরায় জ্লাহেন্সিয়াতের^{৩৮} বিচার কামনা করে? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা উন্তম ফয়সালাকারী কেউ নেই।

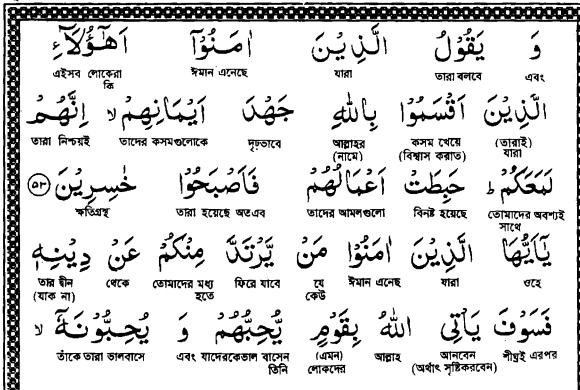
ক্লকু-৮

- ৫১. হে ঈমানদার লোকরা! ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদেরকে নিজেদের বন্ধরূপে গ্রহণ করোনা.
- 'জাহেলিয়াত' শব্দটি 'ইসলামে'র বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের পদ্ম হচ্ছে ৩৮. পরিপূর্ণরূপে জ্ঞানের পদ্ম। কেননা সেই আল্লাহই এই পদ্মা প্রদর্শন করেছেন, যিনি সকল নিগৃঢ় তন্ত্র ও মৌলিক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। পক্ষান্তরে ইসলাম থেকে ভিনু যে-কোন পদ্মা জাহেলিয়াতের পদ্ম। আরবের ইসলাম-পূর্ব যুগকে এই অর্থে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয়েছে যে, সে সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া নিছক ডিবিহীন অলীক অনুমান, কল্পনা, ধারণা ও প্রবৃত্তির বাসনা-কামনার ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের জীবন-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। এরূপ কার্যপদ্ধতি যেখানে যে যুগে অবলম্বন করা হোক না কেন তাকে জ্বাহেলিয়াতেরই কার্য পদ্ধতি বলতে হবে।



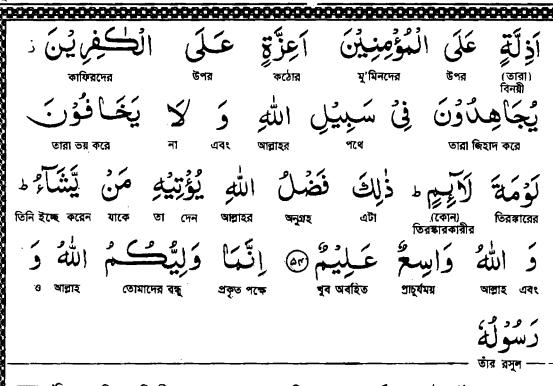
তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধ। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তা হলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যালেমদেরকে নিজের হেদায়াত হতে বঞ্চিত করেন।

৫২. তুমি দেখছ যাদের মনে মুনাফেকীর কঠিন রোগ রয়েছে তারাই তাদের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করে থাকে। তারা বলেঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমরা কোন বিপদের ফেরে না পড়ে যাই; তবে আল্লাহ যখন তোমাদেরকে চড়ান্ত বিজয় দান করবেন, কিংবা নিজের তরফ হতে অন্য কোন জিনিস প্রকাশ করবেন তখন তারা মনের মধ্যে লুক্কায়িত মুনাফেকীর কারণে অত্যন্ত লক্ষিত হবে।



৫৩. তখন ঈমানদার লোকেরা বলবে, 'এরা কি সেই সব লোক যারা আল্লাহর নামে শক্ত কিরা করে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করত যে, আমরা ভোমাদের সঙ্গেই আছি'। তাদের সব আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল।

৫৪. হে ঈমানদার লোকেরা! ভোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায় (তবে যাক না), আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়



যারা মু'মিনদেরপ্রতি নম্র-বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর ^{৩৯} যারা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনাকরবে এবং কোন তিরন্ধারকারীর তিরন্ধারের পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ বিশেষ, যাকে তিনি ইচ্ছাকরেন তাকেই তা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশাল বিপূল উপায়-উপাদানের মালিক, তিনি সর্বজ্ঞ ৫৫. প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠ-পোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল

৩৯. মুমিনের প্রতি 'নরম' হবার অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে সে কখনো নিজ শক্তি প্রয়োগ করবে না; তার বৃদ্ধি প্রতিভা, তার সতর্কতা-বিচক্ষণতা, তার যোগ্যতা, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, তার- ধন, তার দৈহিক-বল কোন কিছুই সে মুসলমানদের দমন ও অত্যাচারে ও অনিষ্ট সাধনে নিয়োগ করবে না। মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে তাকে সর্বদা নম্র স্বভাব, দয়াদ্র-চিত্ত, সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যশীল মানুষরূপে পাবে। 'কাফেরদের প্রতি কঠোর' এর অর্থ- একজন মু'মিন নিজ ঈমানের পরিপক্কতা, দ্বীনদারীর ও ঐকান্তিকতা , আদর্শ - নীতির দৃঢ়তা; চরিত্র-শক্তি ও ঈমানী দুরদর্শিতার কারণে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় বিশাল পাথরের ন্যায় ভারী, মজবুত ও দৃঢ় হবে যাকে কোন রূপেই নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। কাফেররা কখনো তাকে মোমের পুতুল বা 'নরম চারা' রূপে পাবে না। যখনই কাফেরদের সংগে তার কোন সংঘর্ষ ঘটবে তখন তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, এই আল্লাহর বান্দা মৃত্যু বরণ করতে পারে কিছু কোন মৃল্যেই তাকে কেনা যেতে পারে না, এবং কোন চাপেই তাকে নত করা যায় না।



এবং সেই সব ঈমানদার লোক যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে অবনমিত হয়।
৫৬. আর যে ব্যক্তি বস্তুতঃই আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে তার একথা জানা দরকার যে, কেবলমাত্র আল্লাহর দলই জয়ী হবে।
ক্লকু-৯

৫ ন. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পূর্ববতী আহলি-কিতাব হতে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রুপ ও তামাসার বস্তুতে পরিণত করে নিয়েছে তাদেরকে এবং অপরাপর কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।

শব্দার্ঘে কুরঃ ২/১৯

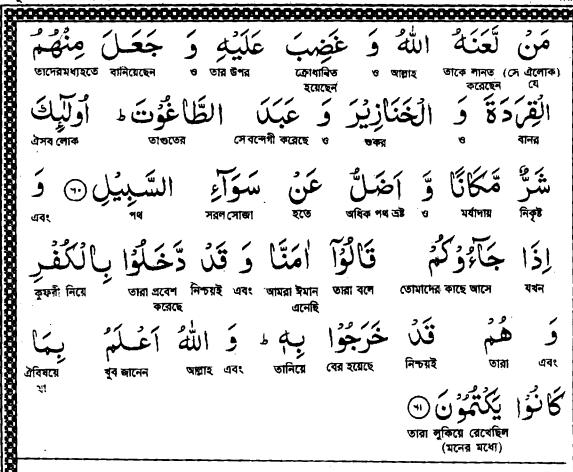


৫৮. তোমরা যখন নামাবের জন্যে ঘোষণা দাও, তখন তারা বিদ্রুপ ও ঠাট্টা করে, তাকে খেলার বস্তু বানায় ^{৪০}। এর কারণ এই যে, তাদের কোনই বৃদ্ধি-বিবেচনা নেই।

৫৯. তাদেরকে বলঃ 'হে আহলি-কিতাবগণ, তোমরা যে কারণে আমাদের প্রতি রাগান্তিত হয়েছ তা এতদ্বাতীত আর কি হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনের মূল শিক্ষার প্রতি ঈমান এনেছি! বন্ধুতঃ তোমাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক।"

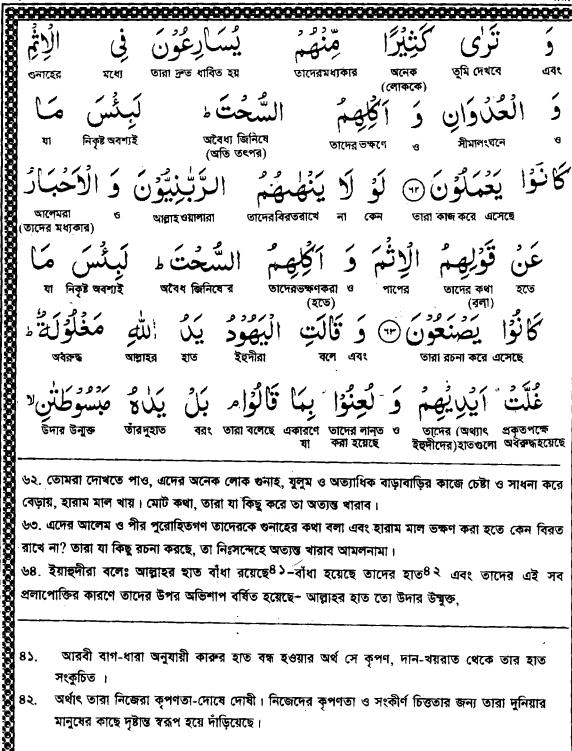
৬০. বলঃ আমি কি নির্দিষ্ট করে সেই সব লোকের নাম বলব, যাদের পরিনতি আল্লাহর নিকট ফাসেক লোকদের পরিনতি হতেও নিকৃষ্টতম হবে?

৪০. অর্থাৎ 'আযান' -এর শব্দ শুনে বিদ্রুপাত্মকভাবে তার নকল করে; আযানের শব্দ পরিবর্তিত ও বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে, ব্যঙ্গ করে ও নানারকম ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি করে।



তারা সেই লোক যাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। যাদের উপর তাঁর অসন্তোষ নাষিল হয়েছে, যাদের মধ্য হতে কিছু লোককে বানর ও ভকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা 'তাগুতে'র বন্দেগী করেছে; তাদের অবস্থা অধিকতর খারাব এবং তারা 'সাওয়াউস–সাবীঙ্গ' হতে বিভ্রাপ্ত ও পথব্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়েছে।

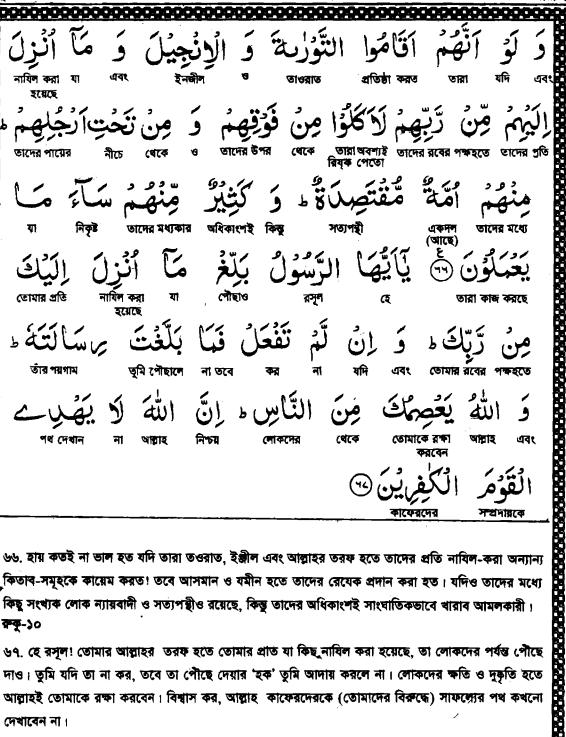
৬১. তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ এসেছিল কৃষ্ণরী নিয়ে এবং কৃষ্ণরী নিয়েই তারা ফিরে গেছে। তারা মনের গহনে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছে সে সম্পর্কে আল্প্রহ খুব ভালরূপে অবহিত রয়েছেন।



৬২. তোমরা দোখতে পাও, এদের অনেক লোক শুনাহ, যুলুম ও অত্যাধিক বাড়াবাড়ির কাজে চেষ্টা ও সাধনা করে বেড়ায়, হারাম মাল খায়। মোট কথা, তারা যা কিছু করে তা অত্যন্ত খারাব।

- ৬৩. এদের আলেম ও পীর পুরোহিতগণ তাদেরকে গুনাহের কথা বলা এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন বিরত রাখে না? তারা যা কিছু রচনা করছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাব আমলনামা।
- ৬৪. ইয়াহ্দীরা বলেঃ আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে ১ –বাঁধা হয়েছে তাদের হাত ৪২ এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে- আল্লাহর হাত তো উদার উম্মৃক্ত,
- আরবী বাগ-ধারা অনুযায়ী কারুর হাত বন্ধ হওয়ার অর্থ সে কৃপণ, দান-খয়রাত থেকে তার হাত 83. সংকুচিত ।
- অর্থাৎ তারা নিজেরা কৃপণতা-দোষে দোষী। নিজেদের কৃপণতা ও সংকীর্ণ চিত্ততার জন্য তারা দুনিয়ার 82. মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

g	9999999999999999999999999999999999
ğ	مُنُفِيُّ كُنُفَ بَشُأَوُّ وَ لَهُ نُكُنَّ كُثِّيرًا مِّنْهُمْ مِّكَّا أَنُولَ ا
Ş	নাবিদ করা (তা) ডাদেরমধ্যকার অনেককে বৃদ্ধি করবে অবশাই এবং ইন্যা করেন ফেচাবে ব্যব্ন করেন
ă	रसार वा छिन छिन
B	اللُّكُ مِنْ شَرِّتُكُ طُغُيًّانًّا وَّ كُفَّاءً وَ أَلْقُيْنِنَّا ا
H	আমরাসঞ্চারিত এবং কুকরী ও সীমালংঘন ভোমার রবের পক্ষহতে তোমার প্রতি
	कदाहि
	يُنْصُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ إِلَى يُؤْمِرُ الْقِيْمَةِ مَا
	কিয়াতমের দিন পর্যন্ত বিছেব ও শক্রতা তাদের মাবে
	رو پر رو برو در بروی برو بردر بردر برا را با در در
	كُلَّمَا ۚ أَوْ قُلُوا نَارًا لِلْحُرْبِ ٱطْفَاهَا اللَّهُ لا وَ يُسْعُونَ
	তারা চেটা করে এবং আল্লাহ তানিভিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধের জন্যে আগুন তারা জ্বানিয়েছে যখনই
	في الْأُنْ ضِ فَسَادًا ﴿ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿
	বিশর্যর সৃষ্টিকারীদের শহন্দ করেন না খাল্লাহ এবং বিশর্যয়ের ভূপুষ্ঠের মধ্যে
	وَ لَهُ أَنَّ الْمُلَالَكُتُ الْمُنْوَا وُ الْتَقُوا لَكُفُرُنَّا عَنْهُمُ
	তাদের থেকে আমরা অবশ্যই তারা ভয় এবং ইমান খানত কিতাব আহদি (এমন হতো) যদি এবং
	मुद्धि निष्ठाम कत्रण (या प्रेस रहेगा) या प्रेस (या प्रेस रहेगा) या प्रेस (या प्रेस रहेगा) या प्रेस (या प्रेस र
	سَيّاتُهُمْ وَ لَأَدْخُلُنُهُمْ جُنْتِ النَّعِيمِ فَ
	নিয়ামতি ভরা জানাতে তাদের আমরা অবশাই এবং তাদের দোবগুলো
Į	প্রবেশ করাভাম
Á	
1	তিনি ধেভাবেই ইচ্ছা করেন ব্যব্ধ করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমার আল্লাহর নিকট হতে যে কালাম তোমা
	প্রতি নাযিল হয়েছে, তা উক্টোভাবে তাদের অনেক লোকেরই সীমা লংঘন ও বাতিল তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার কার
	হয়ে পড়েছে। এবং (তার শান্তি বরূপ) আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্বন্ত শক্রতা ও দুশমনি সৃষ্টি করে দিয়ে
	যখনি তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্ঞালিত করে আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। এরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এ
	করে; কিছু আক্লাহ বিপর্বয় সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করে না।
	৬৫. (এই বিদ্রোহমূলক ভৎপরতার পরিবর্তে)আহলি-কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো ও আল্লাহর আনুগতে
4	ভূমিকা অবলম্বণ করত, তাহলে আমরা তাদের সব দোষ-ক্রটি ও অন্যায় তাদের হতে দূর করে দিতাম এ
	তাদেরকে নিয়ামত-পূর্ণ বেহেশতে পৌছাভাম।

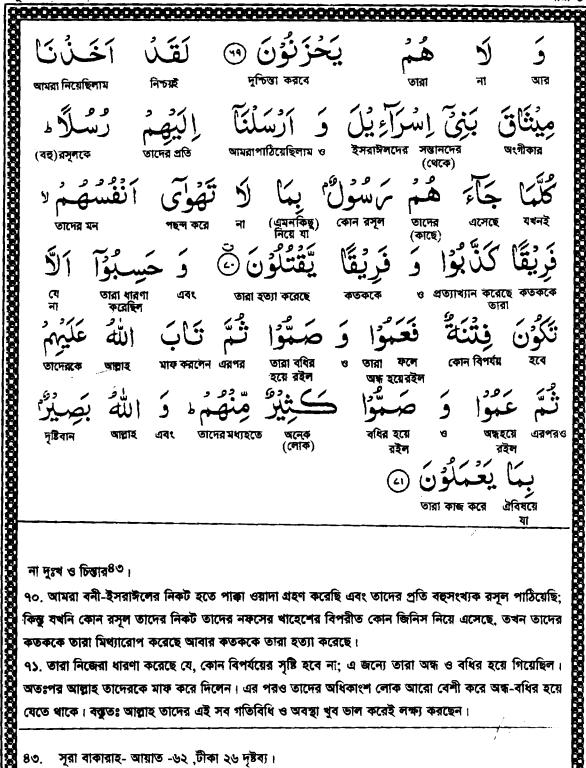


৬৬. হায় কতই না ভাল হত যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং আল্লাহর তরফ হতে তাদের প্রতি নাযিল-করা অন্যান্য কিতাব-সমূহকে কায়েম করত। তবে আসমান ও যমীন হতে তাদের রেযেক প্রদান করা হত। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ন্যায়বাদী ও সত্যপদ্বীও রয়েছে, কিছু তাদের অধিকাংশই সাংঘাতিকভাবে খারাব আমলকারী। 李子-20

৬৭. হে রসুল! ডোমার আল্লাহর তরফ হতে ডোমার প্রাত যা কিছু নাবিল করা হয়েছে, ভা লোকদের পর্যন্ত পৌছে দাও। তুমি যদি তা না কর, তবে তা পৌছে দেয়ার 'হক' তুমি আদায় করলে না। লোকদের ক্ষতি ও দৃষ্কৃতি হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। বিশ্বাস কর, আল্লাহ কাফেরদেরকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) সাফল্যের পথ কখনো দেখাবেন না ।

স্	রা আল-মারেদা-	8				<u>د</u>			পারা	<u> -6</u>
8)0000000	000000	0000	000000	00000	200000	00000	999999	00000000	18
	্টু কোন কিছর	عَلظ	: (لَسُمُّ		كِتٰبِ	الُ	يَآهُلَ	م قُلُ	9899
8	(দভায়মান)	উপর ক্রু	•	তামরা নও ৴ :	ر ڊ ر	কিতাব /		আহিল হৈ ত ত	रन ।"/	
å	أنيزل	فا	و	بجيل	وَ الْإِنَّا	ررية	التر	تقيموا	حُتى	
	নাথিশ করা হয়েছে	যা	এবং	र नर्ज	ोग छ	তাওরাগ	5 . (5	হামরা প্রতিষ্ঠিত কর	যতকণ না	
	** ** *	ر مَا	مِّنْهُ	كثِيْرًا	ؽٞۯؽٞ	وَ لَيَزِهُ	کم کم ا	بن رُبِّ	اِلَيْكُمُ وَ	90000
ä	নাষিশ করা হয়েছে	যা তাদের		জনেক (লোককে)	वृष्टि क्तर	। নিক্যম এবং	ং ভোমাদের	রবের পক্ষহত	ত তোমাদের প্রতি	
	<u> </u>		ু জভএব	ر الفراج مِعِيَّة		طغياً المعالمة		من م رمن رمن معاددة	(ত্রিট্রা ভোমার প্রতি	200000
ğ	د راها و در ار	करता १४।	,				•			
ä	نؤا و	أما		الزي	راق	∞ •	فمراير	الك	القومرا	
ä	ও ঈমান	এনেছে	याः		নিকয়ই	•	कारक	•	সম্প্রদায়ের	
	أمن	، مُن	لپاری	وُ النَّه	ء د بخون	الصّ	رًا وَ	هادُو	ٱلَّذِينَ	8888
ä	ঈমান জানবে ওি	যে কেউ ১১	পৃষ্টান ೧.✓ ೧	1 0	ना। /		•	দৌ হয়েছে <i>> /</i> ? . /	यात्रा . चुं ि	
	خُوْتُ	নাই তাহলে	الكا	ر आप्रन	و عو	لاخر الاخور	مِر ا	و اليو	अक्षारत डेनत	
	ÇTI VA		•						عكيهم	900000
									তাদের উপর -	
ă									জিনিসের উপর লৈ করা অন্যান্য	
ä									া হয়েছে তাদের	200000000000000000000000000000000000000
									কারীদের অবস্থা	
S	সম্পর্কে কিছুই	আফসোস ক	রো नা।		·				·	

৬৯. (নিক্য় জানিও, এখানে কারো একচেটে বন্দোবস্ত নেই) মুসলিম হোক কি ইয়াহুদী, সাবী হোক কি ঈসায়ী-যেই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাব্ধ করবে, এ নিঃসন্দেহ যে, তার জন্যে না কোন ভয়ের কারণ আছে,



না দুঃখ ও চিন্তার^{8৩}।

৭০. আমরা বনী-ইসরাঈলের নিকট হতে পাক্কা ওয়াদা গ্রহণ করেছি এবং তাদের প্রতি বহুসংখ্যক রসুল পাঠিয়েছি: কিন্তু যখনি কোন রসূপ তাদের নিকট তাদের নফসের খাহেশের বিপরীত কোন জিনিস নিয়ে এসেছে. তখন তাদের কতককে তারা মিখ্যারোপ করেছে আবার কতককে তারা হত্যা করেছে।

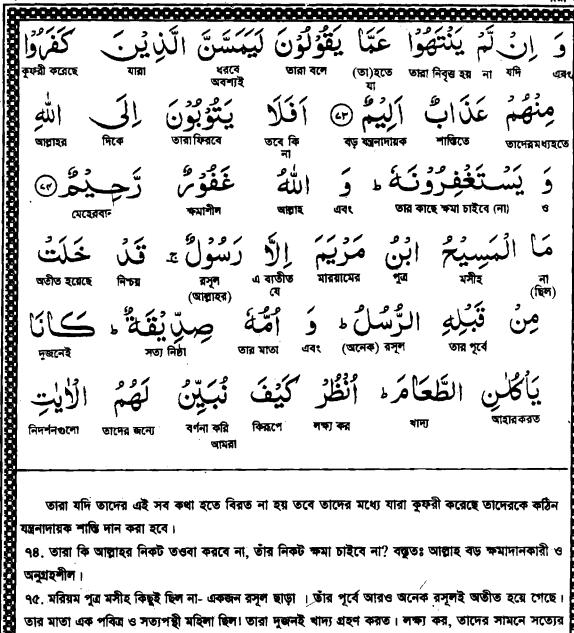
৭১. তারা নিজেরা ধারণা করেছে যে, কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে না; এ জন্যে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এর পরও তাদের অধিকাংশ লোক আরো বেশী করে অন্ধ-বধির হয়ে যেতে থাকে। বন্ততঃ আল্লাহ তাদের এই সব গতিবিধি ও অবস্থা খুব ভাল করেই লক্ষ্য করছেন।

সূরা বাকারাহ- আয়াত -৬২ ,টীকা ২৬ দৃষ্টব্য ।

盤	10000000	200000000	000000000	9000000	000000000	00000000
	لله هُوَ	رِانٌ الْ	قالوًآ	<u> </u>	كفر ا	لَقُلُ
g	ডিনি আর	াহ শিক্ষই	বলেছে	যারা	কুফরী করেছে	লিক্তর ই
	المسيح	र्टी वरमहिन	ू अश्र	يم	ابُنُ مُرُ	البسيح
g	-	46-114-1	940	71771	ৰম সুৰ	4गाय्य
	ٱبْكُوْد	ن و س	إلله طلاا	اغبلوا	إُسْرَاءِيل	لينزي ر
8	তোমাদের র	ব ও (যি আমা		তোমরা ইবাদত ক	র ইসরাইল	ৰনী হে
	إِلْجَنَّةُ	.,,	,, 44 .	باللج	نُ يُشُرِكُ	إنَّهُ مُر
Я	জান্নাত তার	উপর আচাহ	হারাম নিক্সইতে	ব আলোহর সাধে		कड निक्यूर
		, , ,	করেছেন ১০ ১		a	্ (কথা) এটা
		مِنَ أنص	للظليين	و ما	ئ النَّارَء	ۇ ماۋد
8	সাহাব্যক	ণরী কোন	ব্যাণিমদের ব্দন্যে	নাই এবং		আবাসস্থল এবং (হবে)
8	ثالث	طلّا ١	الدة الدة		ر گفر الّٰذِي	· · ·
8	ভতীয়		লিচ য় বলে		⊶ বা) কৃষরী করে বা	
8	·					•
ă		الحلاط	411 75	1 2/11 /	و ما مر	والمنافع م
ď		- 	ইলাহ ছাড়া	ノアン	কোন (প্ৰকৃতপক্ষে) অং	is thereas
		(অর্থাৎ আল্লাহ)	रगार होड़ा	र्गार (मार्थः नार्थः	मण । चण्यास

৭২. নিশ্বর কৃষ্ণরী করেছে তারা যারা বলেছে মসীহ ইবনে মরিয়ামই হচ্ছে আরাহ। অথচ মসীহ তো বলেছিল- 'হে বনী ইসরাঈল, আরাহর বন্দেগী কর, বিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। বস্তুতঃ আরাহর সাথে অন্য কাউকে যে শরীক করেছে আরাহ তার উপর জানাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার পরিণতি হবে জাহানাম। এই সব যালেমের কেউ সাহায্যকারী নেই।

৭৩. নিক্রাই কুম্বরী করেছেঃ তারা যারা বলেছে। আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃত পক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।



তারা যদি তাদের এই সব কথা হতে বিরত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শান্তি দান করা হবে।

৭৪, তারা কি আপ্রাহর নিকট তওবা করবে না, তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? বস্তুতঃ আপ্রাহ বড় ক্ষমাদানকারী ও অনুগ্রহশীল।

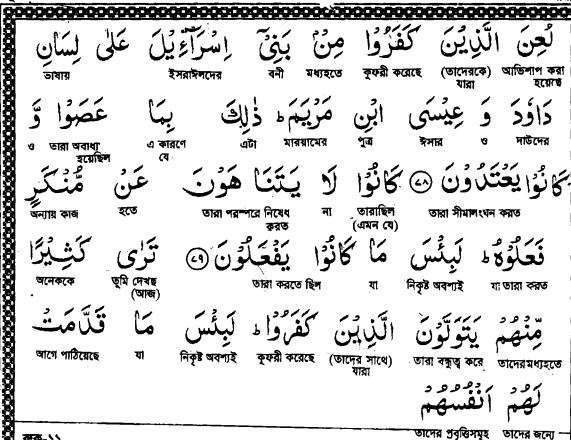
৭৫. মরিয়ম পুত্র মসীহ কিছুই ছিল না- একজন রসূল ছাড়া । ছাঁর পূর্বে আরও অনেক রসূলই অজীত হয়ে গেছে। তার মাতা এক পবিত্র ও সত্যপন্থী মহিলা ছিল। তারা দুজনই খাদ্য গ্রহণ করত। লক্ষ্য কর, তাদের সামনে সত্যের নিদর্শন সমূহ আমরা কিভাবে সুম্পষ্টরূপে তুলে ধরছি।



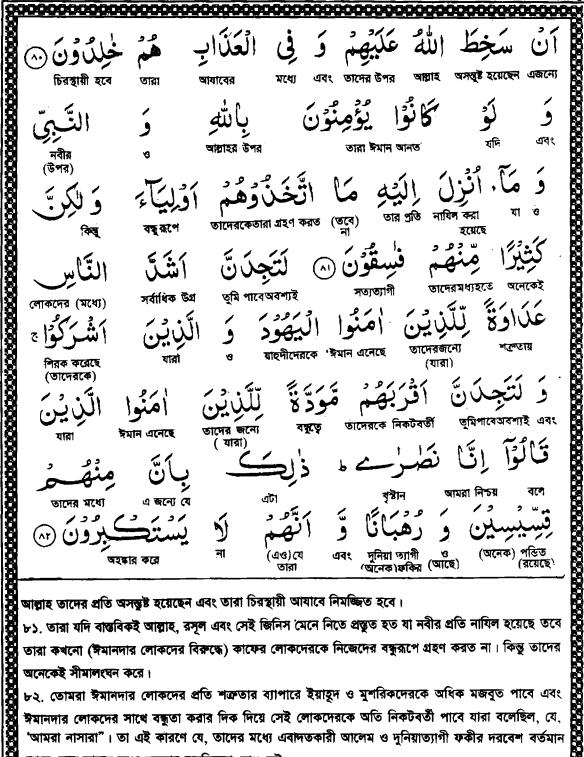
তারপর এও লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে বিপরীত পথে চলে যাচ্ছে⁸⁸।

৭৬. ভাদেরকে বল, ভোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে সেই জিনিসের এবাদত ও পূজা-উপাসনা কর যা ভোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার। অথচ সব কিছু গুনার ও সবকিছু জানার ক্ষমতাশালী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।

- ৭৭, বন, হে আহলি-কিতাব , নিচ্ছেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। এবং সেই লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না। যারা তোমাদের পূর্বে গোমরাহ হয়ে গেছে ও অনেক লোককে গোমরাহ করেছে এবং 'সাওয়াউস্-সাবীল' হতে ভ্রষ্ট হয়েছে।
- 88. এবানে মাত্র করেকটি শব্দে ঈসা (আঃ)-এর খোদায়ী সম্পর্কিত গৃষ্টানদের বিশ্বাস এরপ পরিষার ও সুন্দরভাবে খতন করা হয়েছে বে তার থেকে তাল ও স্পর্টরূপে থড়ন সম্ভব নর। হবরও ঈসা মসিত্ প্রকৃতপক্ষে কি ছিলেন- কেউ যদি ভা জানতে চায় ভবে উক্ত চিহ্ন ও লক্ষ্পসমূহ বারা নিঃসন্দেহে জানতে পারবে বে- তিনি মাত্র একজন মানুব ছিলেন। বে ব্যক্তি এক ন্ত্রী লোকের গর্ভ থেকে জনুলাভ করেছেন, তাঁর বংশনামা পর্যন্ত বর্ডমান আছে, বিনি মানুবের দেহ-বিশিষ্ট ছিলেন, মানবীয় সীমা ও নিয়মে বন্ধ ছিলেন, মানুষের জন্য বিশিষ্ট গুনাবলী যারা গুণায়িত ছিলেন, যিনি নিদ্রা বেতেন, আহার করতেন, গরম ও ঠাভা দারা প্রভাবিত হতেন- এমনকি পৃষ্টানদেরই নিজেদের বর্ণনা মতে- যাঁকে শয়তান দারা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে কোন বৃদ্ধিমান মানুষ কি এ ধারণা করতে পারে বৈ;-ভিনি স্বয়ং আল্লাহ কিবো আল্লাহর উনুহিরাতে অংশীদার বা সহকারী ছিলেন?



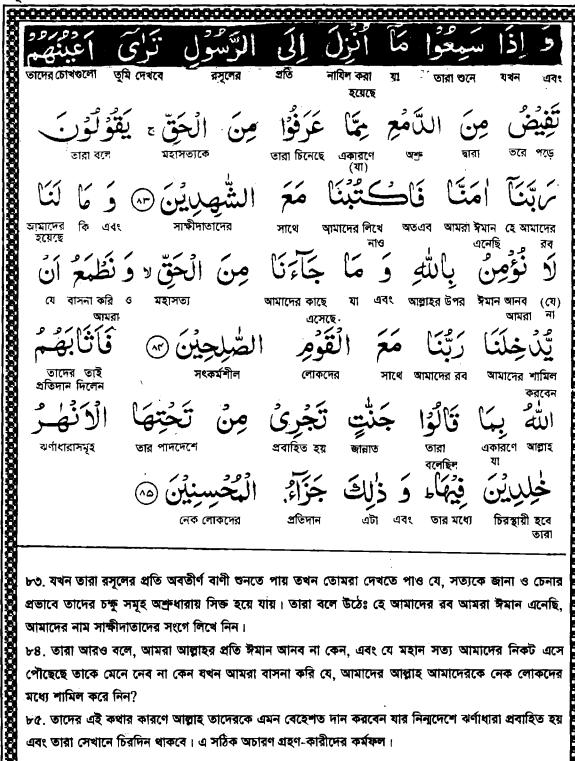
- ৭৮. বনী-ইসরাঈলে মধ্য হতে যেসব লোক কৃষরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে, কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছিল।
- ৭৯. তারা পরস্পরকে পাপ কাব্ধ হতে বিরত রাখা পরিহার করেছিল $^{8\,\ell}$; অত্যন্ত খারাব কর্মনীতি ছিল যা তারা **অবলম্বন করেছিল**া
- ৮০. আজ তোমরা এমন বহু লোক দেখতে পাচ্ছ যারা (ঈমানদার লোকদের বিপরীতে) কাফেরদের সাথে বন্ধুতা ও সহযোগিতা করতে ব্যতিব্যস্ত। নিক্য় অত্যস্ত খারাব পরিণামই সামনে রয়েছে যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তি সমূহ তাদের জন্যে করেছে ৷
- এ কথা অতি স্পষ্ট- পরিষার যে, প্রত্যেক জাতির পতন ও বিপর্যয় প্রথমে মৃষ্টিমেয় কয়েক জনের ঘারা ওক 8¢. হয়। তখন জাতির সমষ্টি গত চেতনা ও অনুভূতি যদি জীবস্ত থাকে, তবে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোক কয়টিকে দমন করে রাখতে পারে. এবং জাতি সামষ্মিক ভাবে বিগড়ে যেতে পারে না। কিন্তু জাতি যদি ঐ ক'টি লোক সম্পর্কে শিথিলতা ও অসতর্কতা পোষণ ভক্ক করে এবং দৃষ্কৃতকারী লোকদের নিন্দা-তিরঙ্কার করার পরিবর্তে যদি সমাজের মধ্যে খারাব কাজ করার জন্য তাদের স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে সেই খারাবি যা প্রথমে মাত্র কয়েকটি মৃষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে তা বিস্তার লাভ করবেই। এইটিই ছিল মূল কারণ, যা শেষ পর্যন্ত বনী-ইসরাইলের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।



আল্লাহ তাদের প্রতি অসম্ভুষ্ট হয়েছেন এবং তারা চিরস্থায়ী আযাবে নিমচ্ছিত হবে।

৮১. তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ, রসূল এবং সেই জিনিস মেনে নিডে প্রস্তুত হত যা নবীর প্রতি নাযিল হয়েছে তবে তারা কখনো (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেকেই সীমালংঘন করে।

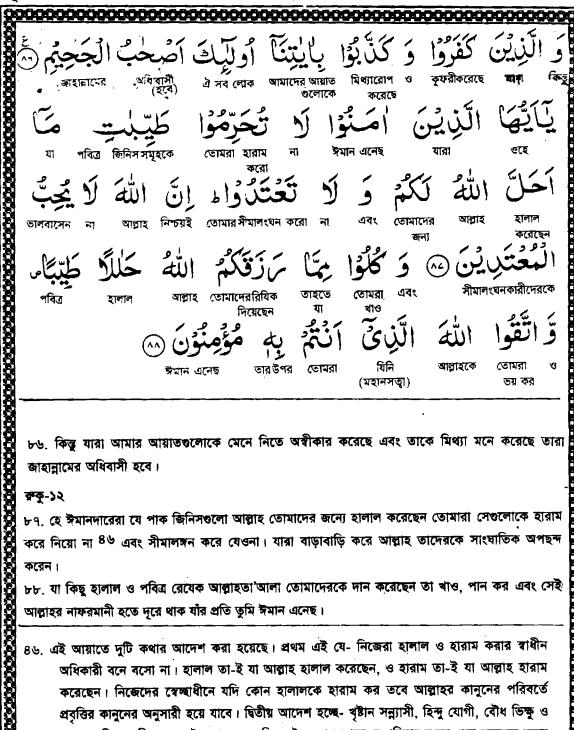
৮২. তোমরা ঈমানদার লোকদের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে ইয়াহুদ ও মুশরিকদেরকে অধিক মজবুত পাবে এবং ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুতা করার দিক দিয়ে সেই লোকদেরকে অতি নিকটবর্তী পাবে যারা বলেছিল, যে, 'আমরা নাসারা"। তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে এবাদতকারী আলেম ও দুনিয়াত্যাণী ফকীর দরবেশ বর্তমান আছে, আর তাদের মধ্যে অহঙ্কার-অহমিকতা বোধ নেই।



৮৩. যখন তারা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী ভনতে পায় তখন তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যকে জ্ঞানা ও চেনার প্রভাবে তাদের চক্ষু সমূহ অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যায়। তারা বলে উঠেঃ হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের নাম সাক্ষীদাতাদের সংগে লিখে নিন।

৮৪. তারা আরও বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনব না কেন, এবং যে মহান সত্য আমাদের নিকট এসে পৌছেছে তাকে মেনে নেব না কেন যখন আমরা বাসনা করি যে, আমাদের আল্পাহ আমাদেরকে নেক লোকদের মধ্যে শামিল করে নিন?

৮৫. তাদের এই কথার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশত দান করবেন যার নিন্মদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এ সঠিক অচারণ গ্রহণ-কারীদের কর্মফল।



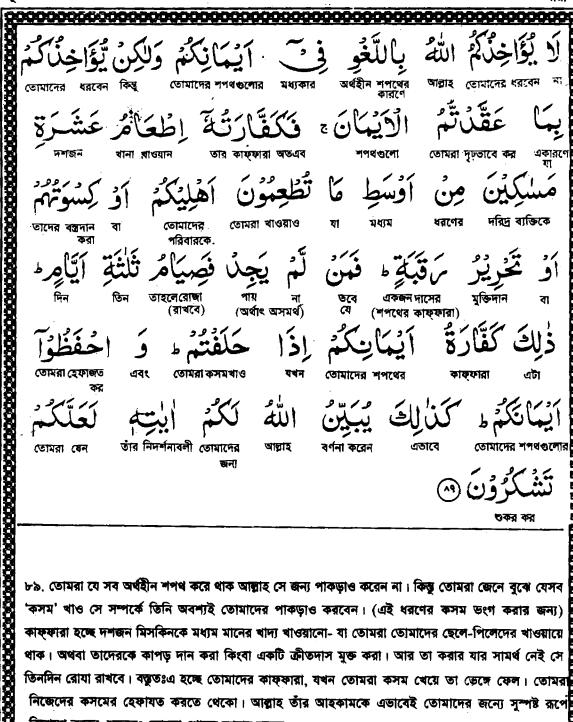
৮৬. কিন্তু যারা আমার আয়াভগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে মিধ্যা মনে করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

ক্লকু-১২

৮৭. হে ঈমানদারেরা যে পাক জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তোমারা সেগুলোকে হারাম করে নিয়ো না ^{৪৬} এবং সীমালঙ্গন করে যেওনা। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদেরকে সাংঘাতিক অপছন্দ করেন।

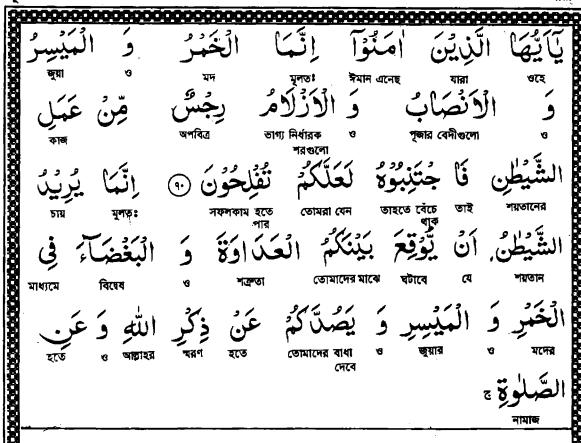
৮৮, যা কিছু হালাল ও পবিত্র রেযেক আল্লাহতা আলা তোমাদেরকে দান করেছেন তা খাও, পান কর এবং সেই আল্লাহর নাফরমানী হতে দূরে থাক যাঁর প্রতি তুমি ঈমান এনেছ।

৪৬. এই আয়াতে দৃটি কথার আদেশ করা হয়েছে। প্রথম এই যে- নিজেরা হালাল ও হারাম করার স্বাধীন অধিকারী বনে বসো না। হালাল তা-ই যা আল্লাহ হালাল করেছেন, ও হারাম তা-ই যা আল্লাহ হারাম করেছেন। নিজেদের স্বেচ্ছাধীনে যদি কোন হালালকে হারাম কর তবে আল্লাহর কানুনের পরিবর্তে প্রবৃত্তির কানুনের অনুসারী হয়ে যাবে। ঘিতীয় আদেশ হচ্ছে- খৃষ্টান সন্ম্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌধ ভিক্ষু ও প্রাচ্য মরমিয়া বাদীদের মত বৈরাগ্য এবং দুনিয়ার বৈধ স্বাদ-আস্বাদন পরিহার করার পন্থা অবলম্বন করো ना ।

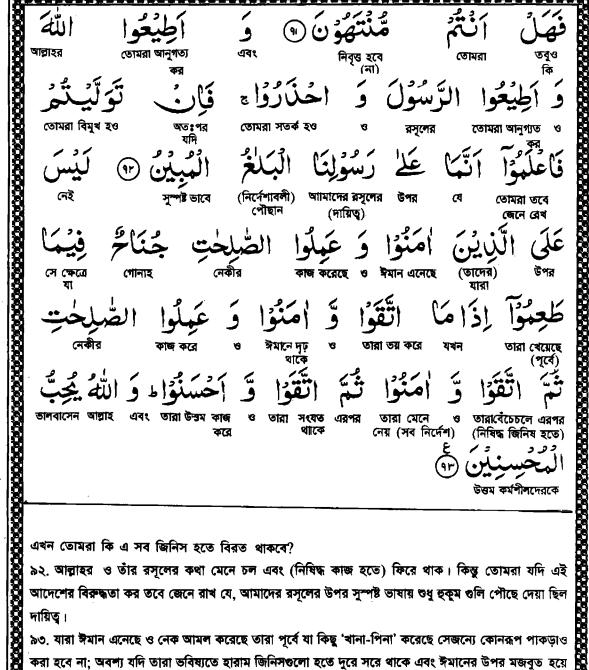


ভকর কর

৮৯. তোমরা যে সব অর্থহীন শপথ করে থাক আল্পাহ সে জন্য পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব 'কসম' খাও সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। (এই ধরণের কসম ভংগ করার জন্য) কাফ্ফারা হচ্ছে দশজ্জন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো- যা তোমরা তোমাদের ছেলে-পিলেদের খাওয়ায়ে ধাক। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। আর তা করার যার সামর্থ নেই সে ভিনদিন রোযা রাখবে। বস্তুতঃএ হচ্ছে ভোমাদের কাফ্ফারা, যখন ভোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেল। ভোমরা নিচ্ছেদের কসমের হেন্টাযত করতে থেকো। আল্লাহ তাঁর আহকামকে এভাবেই তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করেন, সম্ভবতঃ তোমরা শোকর আদায় করবে।



- ৯০. হে ঈমানদার লোকেরা শরাব (মদ্য), জুয়া ও এই আন্তনা ও পাশা— এসব না-পাক শরতানী কাজ। তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে^{৪৭}।
- ৯১. শরতান তো চায় যে শরাব ও জুরার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শক্রতা ও হিংসা-বিশ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর হারণ ও নামায হতে বিরত রাখবে।
- ৪৭. মদ্যপানের হারাম হওয়া সম্পর্কে এর পূর্বে দুটি আদেশ এসেছিল তা স্রা বাকারার ২২৯ আয়াত ও স্রা নিসার ৪৩ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এখন এই শেষ হুকুম আসার পূর্বে নবী করীম (সঃ) এক ভাষণে শোকদেরকে সতর্ক করে দেন যে, আল্লাহতালা শরাবকে খুবই অপছন্দ করেন। সূতরাং এর চুড়ান্তরূপে হারাম হবার হুকুম নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব যাদের কাছে মদ্য মওজুত আছে তারা তা বিক্রয় করে ফেলুক। এর কিছুদিন পরে এই আয়াত নযিল হয়, এবং তিনি ঘোষণা করে দেন যে, এখন যার কাছে শরাব আছে সে তা পানও করতে পারবে না, বিক্রয়ও করতে পারবে না; তাকে তা নষ্ট করে ফেলতে হবে। ফলে, তখনই সমস্ভ শরাব মদীনার গলিতে গলিতে প্রবাহিত করে দেয়া হলো।

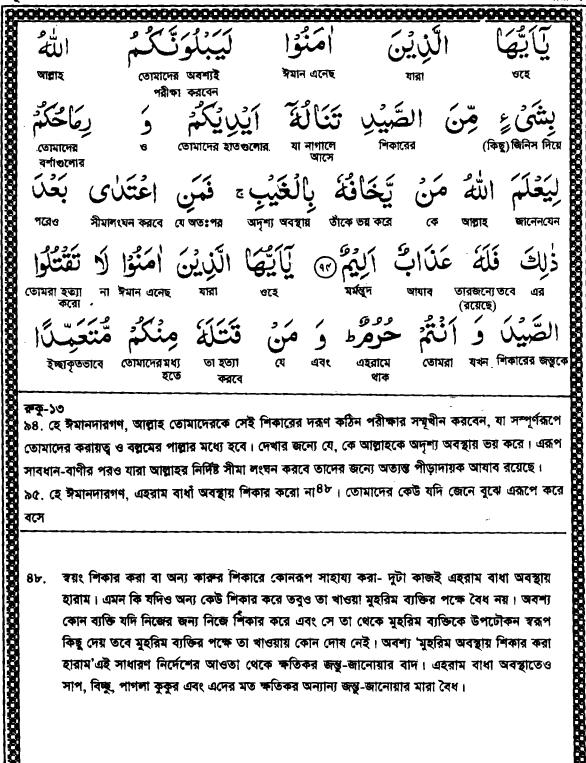


এখন তোমরা কি এ সব জ্বিনিস হতে বিরুত থাকবে?

৯২. আল্লাহর ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চল এবং (নিষিদ্ধ কাজ হতে) ফিরে থাক। কিন্তু তোমরা যদি এই আদেশের বিরুদ্ধতা কর তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রস্তাের উপর সুস্পষ্ট ভাষায় তথু হুকুম গুলি পৌছে দেয়া ছিল দায়িত।

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা পূর্বে যা কিছু 'খানা-পিনা' করেছে সেজন্যে কোনরূপ পাকড়াও করা হবে না; অবশ্য যদি তারা ভবিষ্যতে হারাম জিনিসগুলো হতে দুরে সরে থাকে এবং ঈমানের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও ভাল কাব্ধ করে। অতঃপর যে যে কাব্ধের নিষেধ করা হবে ় তা হতে বিরত থাকবে এবং আল্লাহর যে ফরমানই হবে তা যেনে নিবে ও আল্লাহর ভয়ের সাথে সৎ নীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ নেক আচরণশীল লোকদেরকে পছন্দ করেন।

٢



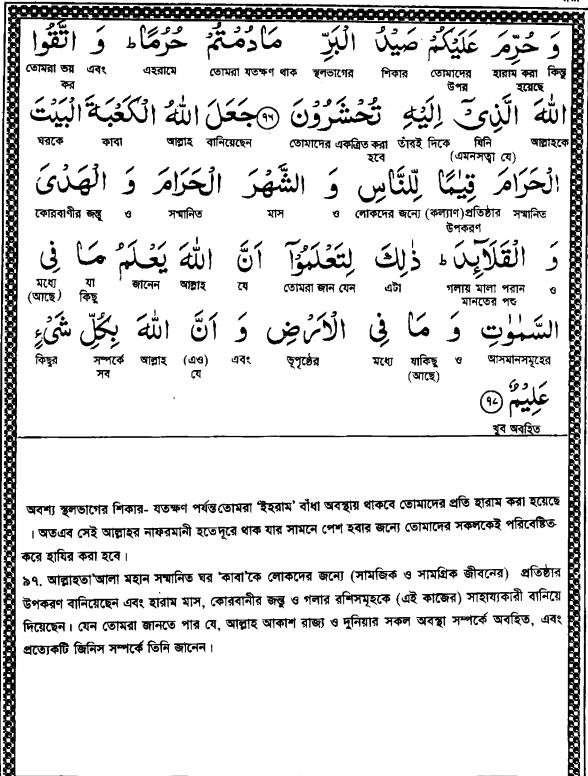
です-20 ৯৪. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ভোমাদেরকে সেই শিকারের দর্মণ কঠিন পরীক্ষার সম্থান করবেন, যা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের করায়ত্ব ও বল্পমের পাল্লার মধ্যে হবে। দেখার জন্যে যে, কে আল্লাহকে অদৃশ্য অবস্থায় ভয় করে। এরূপ সাবধান-বাণীর পরও যারা আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা শংঘন করবে তাদের জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। ৯৫. হে ঈমানদারগণ, এহরাম বাধা অবস্থায় শিকার করো না^{৪৮}। তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এরূপে করে বসে

স্বয়ং শিকার করা বা অন্য কারুর শিকারে কোনরূপ সাহায্য করা- দুটা কাজই এহরাম বাধা অবস্থায় 8b. হারাম। এমন কি যদিও অন্য কেউ শিকার করে তবুও তা খাওয়া মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য নিজে শিকার করে এবং সে তা থেকে মুহরিম ব্যক্তিকে উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দেয় তবে মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়ায় কোন দোষ নেই। অবশ্য 'মুহরিম অবস্থায় শিকার করা হারাম'এই সাধারণ নির্দেশের আওতা থেকে ক্ষতিকর জম্বু-জানোয়ার বাদ। এহরাম বাধা অবস্থাতেও সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং এদের মত ক্ষতিকর অন্যান্য জম্ভু-জানোয়ার মারা বৈধ।



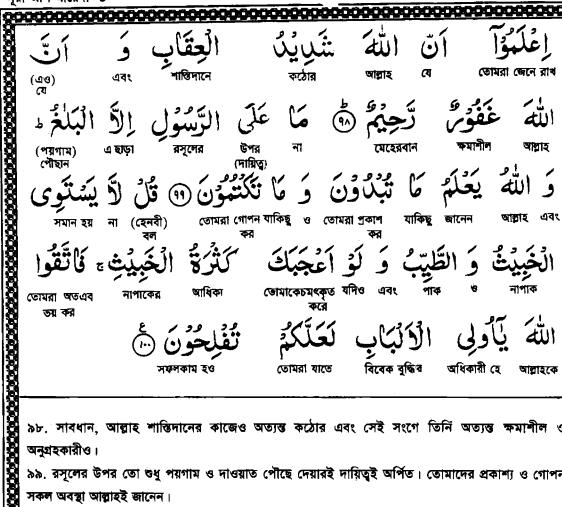
তবে যে জম্বু সে হত্যা করেছে তারই স'মান পর্যায়ের একটি জম্বু তাকে উৎসর্গ করতে হবে। এ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য হতে দুজন সুবিচারক লোক এবং এই অর্ঘ ক'াবায় পৌছে দিতে হবে নতুবা এই গুনাহের কাফফারা স্বরূপ কয়েকজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে; কিংবা তার অনুপাতে রোযা রাখতে হবে, যেন সে নিজের কৃতকর্মের স্বাদ নিতে পারে। পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিছু এখন যদি কেউ এরূপ কান্ধের পুনরাবৃত্তি করে তবে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিবেন আল্লাহ সর্বজয়ী এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তিতে শক্তিমান।

৯৬. তোমাদের জন্যে সমূদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান কর সেখানেও তা খেতে পার এবং কাফেলার জন্যে সম্বল বানিয়ে নিতে পার



অবশ্য স্থলভাগের শিকার- যতক্ষণ পর্যস্তভোমরা 'ইহরাম' বাঁধা অবস্থায় থাকবে তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে । অতএব সেই আল্লাহর নাফরমানী হতেদূরে থাক যার সামনে পেশ হবার জন্যে তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টিত করে হাযির করা হবে।

৯৭. আল্লাহতা আলা মহান সম্মানিত ঘর 'কাবা'কে লোকদের জন্যে (সামজিক ও সামগ্রিক জীবনের) প্রতিষ্ঠার উপকরণ বানিয়েছেন এবং হারাম মাস, কোরবানীর জত্ত্ব ও গলার রশিসমূহকে (এই কাজের) সাহায্যকারী বানিয়ে দিয়েছেন। যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ আকাশ রাজ্য ও দুনিয়ার সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, এবং প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তিনি জানেন।

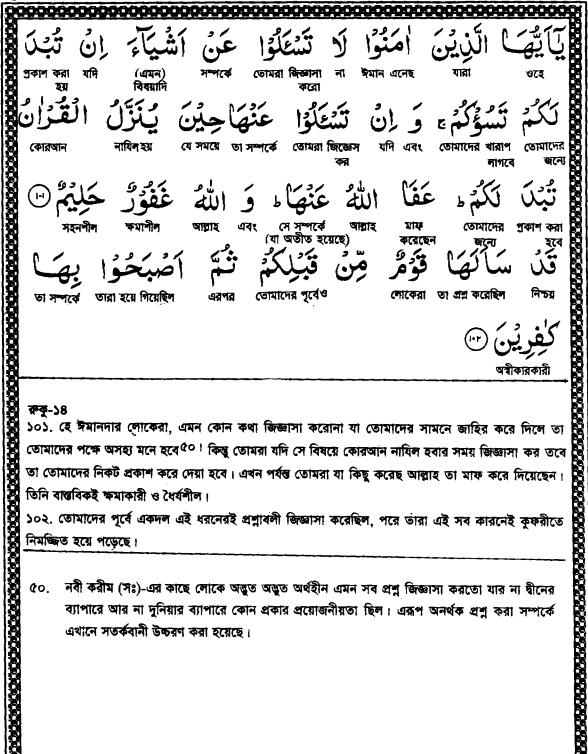


৯৮. সাবধান, আল্লাহ শান্তিদানের কাজেও অত্যন্ত কঠোর এবং সেই সংগে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল অনুগ্রহকারীও।

৯৯. রসূলের উপর তো ওধু পয়গাম ও দাওয়াত পৌছে দেয়ারই দায়িত্বই অর্পিত। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা আল্লাহই জানেন।

১০০. হে নবী, তাদের বল, পাক ও নাপাক কোন অবস্থায় এক রকম নয়, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য তোমাদেরকে যতই আসক্ত ও আকৃষ্ট করুক না কেন^{৪৯}। অতএব হে লোকেরা যাদের বৃদ্ধি ও জ্ঞান আছে, আল্লাহর নাফরমানী হতে দূরে থাক; আশা করা যায় যে, তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।

এ আয়াত মূল্য ও মর্যাদার অন্য এমন একটি মানদন্ত পেশ করে যা বাহ্যদর্শী মানুষের মূল্যমান থেকে 8à. সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে ১০০ (একশত) টাকা অবশ্য ৫ (পাঁচ) টাকা থেকে বেশী মুল্যবান। কারণ একটা সংখ্যা একশ ও অন্যটা মাত্র পাঁচ। কিন্তু এ আয়াত শরীফ বলেঃ শত টাকা যদি আল্লাহর না-ফরমানির রাস্তা দিয়ে অর্জন করা হয় তবে তা অপবিত্র: এবং পাঁচ টাকা যদি আল্লাহর আনুগড়োর রাস্তা দিয়ে অর্জন করা হয়, তবে তা পবিত্র। আর অপবিত্র জিনিস পরিমাণে যতই বেশী হোক না কেন তা কখনো কোনরূপেই পবিত্র বস্তুর তুল্য হতে পারে না।



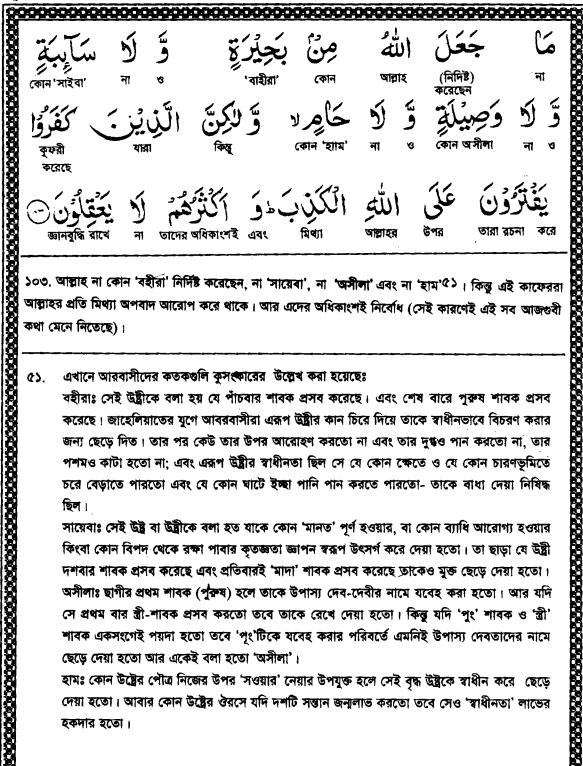
অস্বীকারকারী

存季-28

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করোনা যা তোমাদের সামনে জাহির করে দিলে তা তোমাদের পক্ষে অসহ্য মনে হবে^{৫০ ।} কিন্তু তোমরা যদি সে বিষয়ে কোরআন নাযিল হবার সময় জিজাসা কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছ আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

১০২. তোমাদের পূর্বে একদল এই ধরনেরই প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করেছিল, পরে তারা এই সব কারনেই কৃষ্ণরীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

নবী করীম (সঃ)-এর কাছে লোকে অন্তুত অন্তুত অর্থহীন এমন সব প্রশু জিজ্ঞাসা করতো যার না দ্বীনের ব্যাপারে আর না দুনিয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এরূপ অনর্থক প্রশু করা সম্পর্কে এখানে সতর্কবানী উচ্চরণ করা হয়েছে।



১০৩. আল্লাহ না কোন 'বহীর্না' নির্দিষ্ট করেছেন, না 'সায়েৰা', না '<mark>অসীলা'</mark> এবং না 'হাম'^{৫১}। কিন্তু এই কাফেররা আন্মাহর প্রতি মিধ্যা অপবাদ আরোপ করে ধাকে। আর এদের অধিকাংশই নির্বোধ (সেই কারণেই এই সব আজগুরী কথা মেনে নিতেছে)।

এখানে আরবাসীদের কতকগুলি কুসংকারের উল্লেখ করা হয়েছেঃ **৫**১.

বহীরাঃ সেই উদ্ভীকে বলা হয় যে পাঁচবার শাবক প্রসব করেছে। এবং শেষ বারে পুরুষ শাবক প্রসব করেছে ৷ জাহেশিয়াতের যুগে আবরবাসীরা এরূপ উদ্ভীর কান চিরে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দিত। তার পর কেউ তার উপর আরোহণ করতো না এবং তার দুগ্ধও পান করতো না, তার পশমও কাটা হতো না: এবং এরূপ উদ্ভীর স্বাধীনতা ছিল সে যে কোন ক্ষেতে ও যে কোন চারণভূমিতে চরে বেড়াতে পারতো এবং যে কোন ঘাটে ইচ্ছা পানি পান করতে পারতো- তাকে বাধা দেয়া নিষিদ্ধ ছিল।

সায়েবাঃ সেই উট্ট বা উট্টাকে বলা হত যাকে কোন 'মানত' পূর্ণ হওয়ার, বা কোন ব্যাধি আরোণ্য হওয়ার কিংবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ উৎসর্গ করে দেয়া হতো। তা ছাড়া যে উদ্রী দশবার শাবক প্রসব করেছে এবং প্রতিবারই 'মাদা' শাবক প্রসব করেছে তাকেও মৃক্ত ছেড়ে দেয়া হতো। অসীলাঃ ছাগীর প্রথম শাবক (পুরুষ) হলে তাকে উপাস্য দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হতো। আর যদি সে প্রথম বার স্ত্রী-শাবক প্রসব করতো তবে তাকে রেখে দেয়া হতো। কিন্তু যদি 'পুং' শাবক ও 'স্ত্রী' শাবক একসংগেই পয়দা হতো তবে 'পূং'টিকে যবেহ করার পরিবর্তে এমনিই উপাস্য দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া হতো আর একেই বলা হতো 'অসীলা'।

হামঃ কোন উদ্ভের পৌত্র নিজের উপর 'সওয়ার' নেয়ার উপযুক্ত হলে সেই বৃদ্ধ উষ্ট্রকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেয়া হতো। আবার কোন উট্টের ঔরসে যদি দশটি সম্ভান জনালাভ করতো তবে সেও 'স্বাধীনতা' লাভের হকদার হতো।



১০৪. আর যখন তাদেরকে বলা হায় যে, আক্সাহর নাযিল করা আইন ও বিধানের দিকে এস ও কবুল কর. এবং এসো পয়গম্বরের দিকে (ও তাঁকে মেনে চল), তখন তারা জবাব দেয় যে, আমাদের জন্যে তো সেই পথ ও পন্থাই যথেষ্ট যা অবলম্বন করে আমাদের বাপ-দাদারা চলে গেছে। কিন্তু এই বাপ-দাদারা কিছু না জ্ঞানলেও এবং সঠিক-নির্ভুল পথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলেও কি তারা তাদের অন্ধ অনুসরণ করে চলতে থাকবে?

১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদেরই কথা চিন্তা কর, অপর কারো পঞ্চন্ট হওয়ায় তোমাদের কোন ষ্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথের পথিক হয়ে থাকতে পার^{৫২}। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।

पर्यार चाना कि कदाह, जात विश्वास्त्रत मर्था कि शातावि चाहि, जात कारकत मर्था कि लाव-क्रिक चाहि सर्वा ज দেখতে থাকার পরিবর্তে মানুবের নিজের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার বে, সে নিজে কি করছে। কিন্তু এ আরাতের অর্থ কখনো এই নর যে- মানুষ মাত্র নিজের মুক্তির চিন্তা করুক, অন্যের সংশোধনের চিন্তার কোন প্ররোজন নেই। হয়রড আবুবৰুর সিদীক (রাঃ) নিজের এক ভাষণে এই ভূল ধারণা খন্তন করে বলেছেনঃ হে লোক সকল, তোমরা এই আরাত পাঠ কর; কিন্তু তার ভূস অর্থ গ্রহণ কর। আমি রসূলে করীম (সঃ)-কে এরশাদ করতে অনেছি- তিনি বলেছেনঃ ষধন লোকেদের এই অবস্থা হবে বে, ভারা খারাব কাচ্চ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেটা করবে না; বালেমকে যুলুম করতে দেখবে কিন্তু তার হাত ধরবে না, তবে তখন এটা অঙ্কব নয় বে আল্লাহ তার গবব হারা সকলকে বেষ্টন করবেন। আল্লাহর শপথ, ভাল কাজের হকুম দেরা, খারাব ও মন্দ কাচ্চ থেকে মানুষকে বিরত করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যধার আক্রাহতা আলা ভোমাদের মধ্যকার সব থেকে খারাব লোকদেরকে ভোমাদের উপর অধিপত্যশীলব্ধণে চাপিয়ে দেবেন, এবং তারা ভোষাদের কঠোর দুঃখ-বন্ধণা দান করবে। এ অবস্থার ভোষাদের সং লোকগণ আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করবে, কিন্তু তা গৃহীত হবে না।

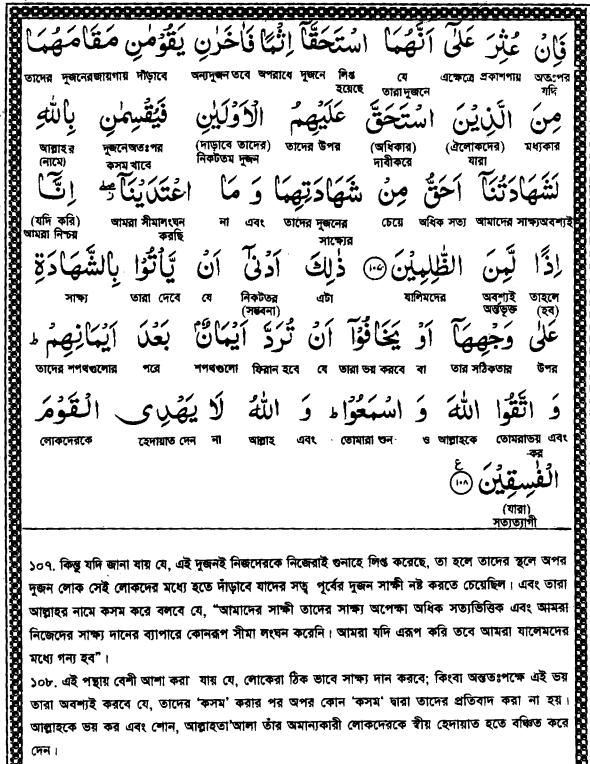


তার পর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন যে, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করছিলে। রগণ, তোমাদের কারো মতার সময় উপস্থিত হলে ও সে অসীয়ত করতে প্রবর্গ *হলে* তখন

১০৬. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে ও সে অসীয়ত করতে প্রবৃত্ত হলে তখন সে জন্যে সাক্ষ্য ঠিক করার নিয়ম এই যে, তোমাদের সমাজ হতে দুজন স্বিচারক ও ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষ্যী বানাবে^{৫৩}। অথবা তোমরা যদি বিদেশ শুমণে রত হও এবং সেখানে মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হয়, তা হলে অমুসলিমদের মধ্য হতেই দুজন সাক্ষ্যী নিযুক্ত করবে। পরে যদি কোন প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটে তা হলে নামাযের পর উভয় সাক্ষ্যীকে (মসজিদে) ধরে রাখবে এবং তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ আমরা ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের কারণে সাক্ষ্য বিক্রেয়কারী নই। আর আমাদের কোন আত্মীয়ই হোক না কেন (আমরা তার কোন খাতির করব না) এবং আল্লাহর ওয়ান্তে সাক্ষ্যকে আমরা গোপনও করবো না। আমরা যদি তা করি, তা হলে গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব।

৫৩. অর্থাৎ- ধর্ম -পরায়ণ, সত্যাশ্রায়ী ও নির্ভরযোগ্য মৃসলমান :

(যারা সত্যত্যাগ



১০৭. কিন্তু যদি জানা যায় যে. এই দুজনই নিজদেরকে নিজেরাই গুনাহে লিপ্ত করেছে, তা হলে তাদের স্থলে অপর দুজন লোক সেই লোকদের মধ্যে হতে দাঁড়াবে যাদের সত্তু পূর্বের দুজন সাক্ষী নষ্ট করতে চেয়েছিল। এবং তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে যে, "আমাদের সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক সত্যভিত্তিক এবং আমরা নিজেদের সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কোনরূপ সীমা লংঘন করেনি। আমরা যদি এরূপ করি তবে আমরা যালেমদের মধ্যে গন্য হব"।

১০৮. এই পদ্মায় বেশী আশা করা যায় যে, পোকেরা ঠিক ভাবে সাক্ষ্য দান করবে; কিংবা অন্ততঃপক্ষে এই ভয় তারা অবশ্যই করবে যে, তাদের 'কসম' করার পর অপর কোন 'কসম' দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহতা'আলা তাঁর অমান্যকারী লোকদেরকে স্বীয় হেদায়াত হতে বঞ্চিত করে দেন।

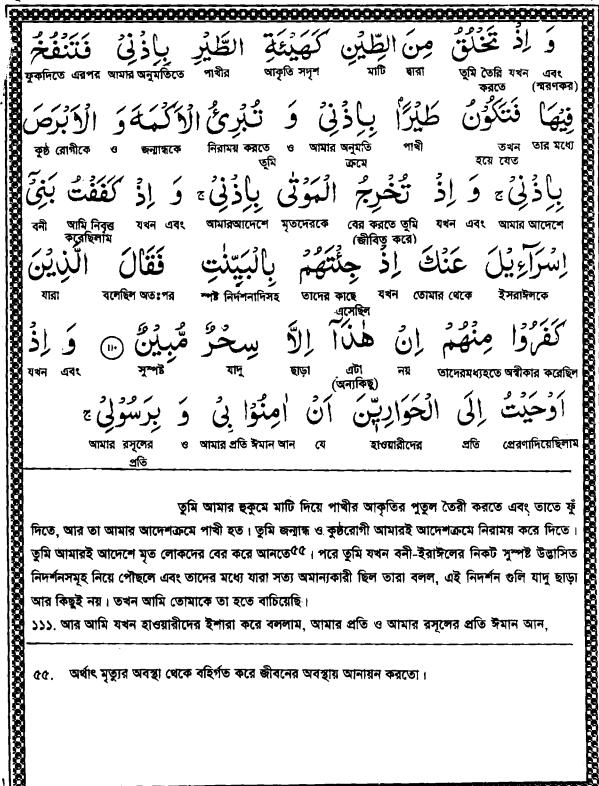


ምም-১৫

১০৯. যে দিন আল্লাহতা আলা সমস্ত রসূলকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের কি জবাব দেয়া হয়েছে^{৫৪}? তখন তারা বলবেঃ আমরা কিছুই জানিনা, তুমিই সকল গোপন সত্য ও নিগৃত তত্ত্ জান।

১১০. সেই সময়ের কথা চিন্তা কর, যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, আমার সেই নিয়ামতের কথা স্বরণ কর, যা আমি তোমাকে ও তোমার মা-কে দান করেছিলাম। আমি পাক 'রূহ' দিয়ে তোমার সাহায্য করেছি, তুমি দোলনায় থেকে লোকদের সাথে কথা বলছিলে এবং বড় বয়সে পৌছেও। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান দান করেছি।

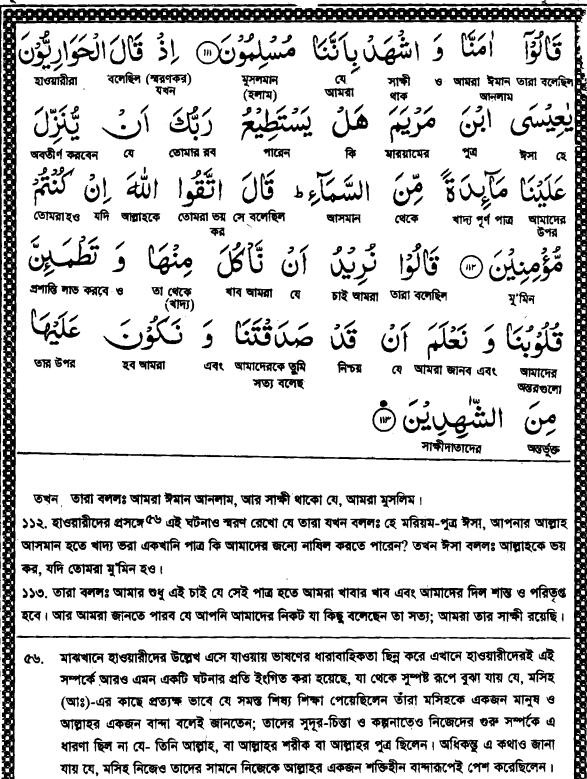
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন রসূলদের কাছে প্রশ্ন করা হবেঃ তোমরা দুনিয়ার প্রতি ইসলামের যে আহবান ¢8. জানিয়েছিলে, দুনিয়া তোমাদের সে আহ্বানে কি জবাব দিয়েছিল?



তুমি আমার স্থ্রুমে মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতির পুতুল তৈরী করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, আর তা আমার আদেশক্রমে পাখী হত। তুমি জন্মদ্ধ ও কুষ্ঠরোগী আমারই আদেশক্রমে নিরাময় করে দিতে। তুমি আমারই আদেশে মৃত লোকদের বের করে আনতে^{৫৫}। পরে তুমি যখন বনী-ইরা**ঈলে**র নিকট সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অমান্যকারী ছিল তারা বলল, এই নিদর্শন গুলি যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন আমি তোমাকে তা হতে বাচিয়েছি।

১১১. আর আমি যখন হাওয়ারীদের ইশারা করে বললাম, আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন,

অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা থেকে বহির্গত করে জীবনের অবস্থায় আনায়ন করতো।

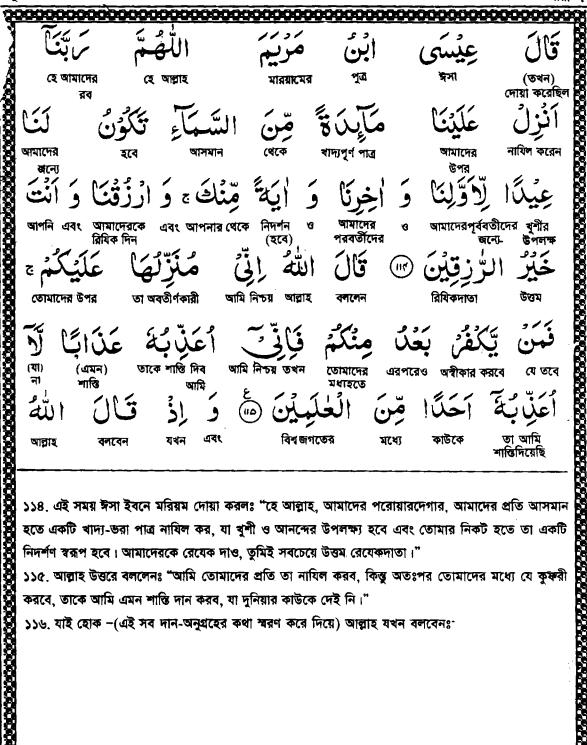


তখন তারা বললঃ আমরা ঈমান আনলাম, আর সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।

১১২. হাওরারীদের প্রসঙ্গে ^{৫৬} এই ঘটনাও শ্বরণ রেখো যে তারা যখন বললঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, আপনার আল্লাহ আসমান হতে খাদ্য ভরা একখানি পাত্র কি আমাদের জন্যে নাষিল করতে পারেন? তখন ঈসা বললঃ আল্লাহকে ভয় কর, যদি ভোমরা মু'মিন হও।

১১৩. তারা বলদঃ আমার তথু এই চাই যে সেই পাত্র হতে আমরা খাবার খাব এবং আমাদের দিল শাস্ত ও পরিত্ত হবে। আর আমরা জ্বানতে পারব যে আপনি আমাদের নিকট যা কিছু বলেছেন তা সতা; আমরা তার সাক্ষী রয়েছি।

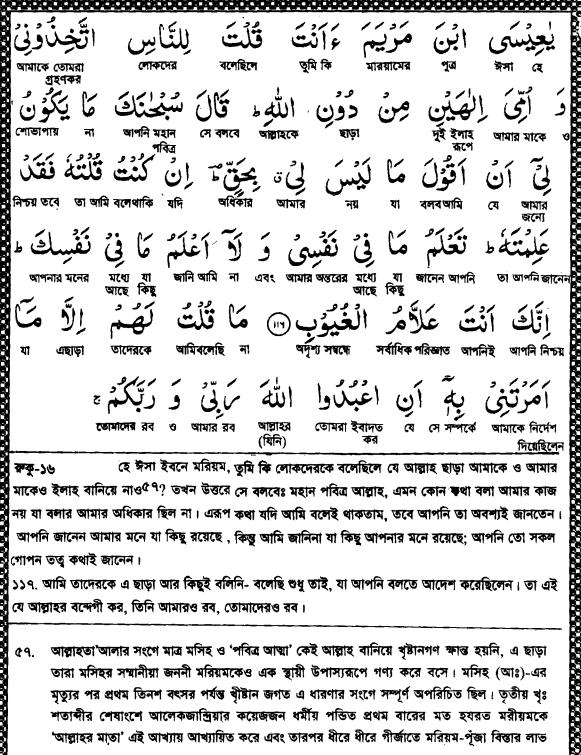
মাঝখানে হাওয়ারীদের উল্লেখ এসে যাওয়ায় ভাষণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে এখানে হাওয়ারীদেরই এই **৫**৬. সম্পর্কে আরও এমন একটি ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যা থেকে সুম্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, মসিহ (আঃ)-এর কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে যে সমস্ত শিষ্য শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা মসিহকে একজন মানুষ ও আল্লাহর একজন বান্দা বলেই জানতেন; তাদের সুদূর-চিন্তা ও কল্পনাতেও নিজেদের গুরু সম্পর্কে এ ধারণা ছিল না যে- তিনি আল্লাহ, বা আল্লাহর শরীক বা আল্লাহর পুত্র ছিলেন। অধিকন্ত এ কথাও জানা যায় যে, মসিহ নিজেও তাদের সামনে নিজেকে আল্লাহর একজন শক্তিহীন বান্দারূপেই পেশ করেছিলেন।



১১৪. এই সময় ঈসা ইবনে মরিয়ম দোয়া করলঃ "হে আল্লাহ, আমাদের পরোয়ারদেগার, আমাদের প্রতি আসমান হতে একটি খাদ্য-ভরা পাত্র নাযিল কর, যা খুশী ও আনন্দের উপলক্ষ্য হবে এবং তোমার নিকট হতে তা একটি নিদর্শণ স্বরূপ হবে। আমাদেরকে রেযেক দাও, তুমিই সবচেয়ে উত্তম রেযেকদাতা।"

১১৫. আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ "আমি তোমাদের প্রতি তা নাথিল করব, কিন্তু অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে কৃষ্ণরী করবে, তাকে আমি এমন শান্তি দান করব, যা দুনিয়ার কাউকে দেই নি।"

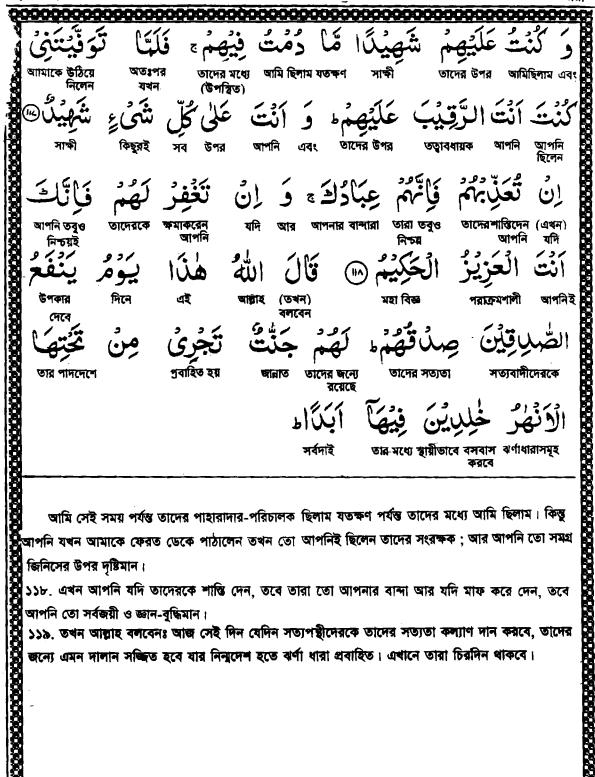
১১৬. যাই হোক -(এই সব দান-অনুগ্রহের কথা শ্বরণ করে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেনঃ



হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার ক্লক-১৬ মাকেও ইলাহ বানিয়ে নাও^{৫৭}? তখন উত্তরে সে বলবেঃ মহান পবিত্র আল্লাহ, এমন কোন **স্থ**ণা বলা আমার কাজ নয় যা বলার আমার অধিকার ছিল না। এরূপ কথা যদি আমি বলেই থাকতাম, তবে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আপনি জানেন আমার মনে যা কিছু রয়েছে , কিন্তু আমি জানিনা যা কিছু আপনার মনে রয়েছে; আপনি তো সকল গোপন তত্ত্ব কথাই জ্বানেন।

১১৭. আমি তাদেরকে এ ছাড়া আর কিছুই বলিনি- বলেছি শুধু তাই, যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। তা এই যে আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব।

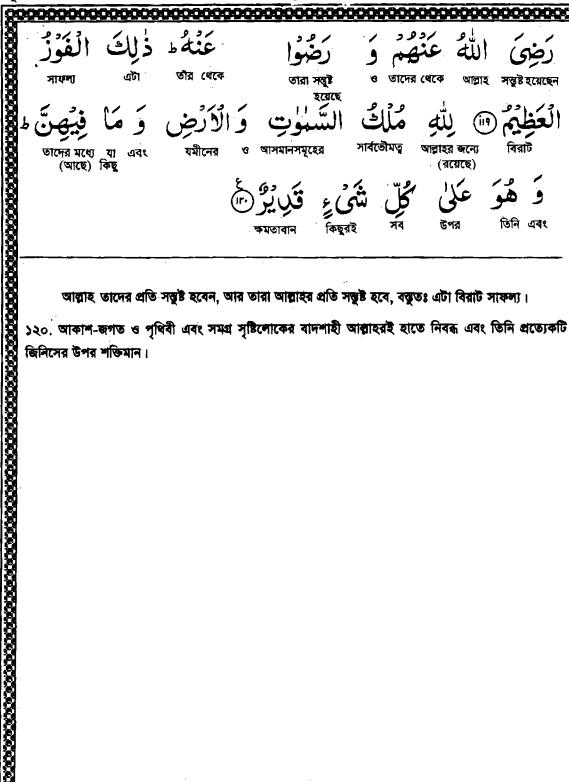
আল্লাহতা আলার সংগে মাত্র মসিহ ও 'পবিত্র আত্মা' কেই আল্লাহ বানিয়ে খৃষ্টানগণ ক্ষান্ত হয়নি, এ ছাড়া **৫٩**. তারা মসিহর সম্মানীয়া জননী মরিয়মকেও এক স্থায়ী উপাস্যরূপে গণ্য করে বসে। মসিহ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর প্রথম তিনশ বংসর পর্যন্ত খ্রীষ্টান জগত এ ধারণার সংগে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয় খৃঃ শতাব্দীর শেষাংশে আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েজজন ধর্মীয় পত্তিত প্রথম বারের মত হযরত মরীয়মকে 'আল্লাহর মাৃতা' এই আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে গীর্জাতে মরিয়ম-পূঁজা বিস্তার লাভ করতে ওরু করে।



আমি সেই সময় পর্যন্ত তাদের পাহারাদার-পরিচালক ছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে আমি ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে ফেরত ডেকে পাঠালেন তখন তো আপনিই ছিলেন তাদের সংরক্ষক : আর আপনি তো সমগ্র জিনিসের উপর দৃষ্টিমান।

১১৮. এখন আপনি যদি তাদেরকে শান্তি দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা আর যদি মাফ করে দেন, তবে আপনি তো সর্বজয়ী ও জ্ঞান-বৃদ্ধিমান।

১১৯. তখন আল্লাহ বলবেনঃ আজ্র সেই দিন যেদিন সভ্যপন্থীদেরকে তাদের সভ্যতা কল্যাণ দান করবে, তাদের জন্যে এমন দালান সজ্জিত হবে যার নিন্মদেশ হতে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। এখানে তারা চিরদিন থাকবে।



আল্পাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, আর তারা আল্পাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, বস্তুতঃ এটা বিরাট সাফল্য। ১২০. আকাশ-জগত ও পৃথিবী এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাদশাহী আক্লাহরই হাতে নিবন্ধ এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর শক্তিমান।

সূরা আল-আন্'আম

নামকরণ

এই সূরার ১৬ ও ১৭ রুকুতে কোন কোন গৃহপালিত জত্তুর হালাল ও কোন কোনটির হারাম হওয়া সম্পর্কে আরবদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছনু ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন'আম' অর্থাৎ গৃহপালিত জত্তু।

নাযিল হওয়ার সময়

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে, এই স্রাটি মক্কাশরীফে একই সংগে নাজিল হয়েছে। হয়রত মা'আয় ইবনে জাবালের চাচাতো ভগ্নি আসমা বিনতে ইয়াজীদ বলেনঃ এই সূরা যখন নবী করীমের প্রতি নাযিল হচ্ছিল, তখন তিনি এক উদ্ভীর পৃষ্ঠে আরোহিত ছিলেন, আর আমি তার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দুর্বহ সওয়ারীর চাপে উদ্ভীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, তার মেরুদন্ত বুঝি এখুনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

হাদিসে এ কথাও স্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে রাত্রে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে, সেই রাত্রেই নবী (সঃ) এটা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

এই সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে সুম্পষ্ট ভাবে মনে হয় যে, সূরাটি সম্ভবত মক্কী জীবনের শেষ দিকে নামিল হয়েছে। খয়রত আসমা বিনতে ইয়াজীদের উপরোক্ত হাদীসও এর সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা তিনি ছিলেন আনসার গোত্রের মহিলা। হিজরতের পরে তিনি ইসলাম কবুল করার পূর্বে ওধু ভক্তি শ্রদ্ধার কারণেই যদি তিনি রসূলে করীমের (সঃ) নিকট মক্কায় হাযির হয়ে থাকেন, তবে তা নিশ্চয়ই মক্কী জীবনের শেষ বৎসরই সম্ভব হয়ে থাকবে। এর পূর্বে ইয়াসরাববাসীদের সাথে নবী করীমের সম্পর্ক খুব গভীর ও নিকটতর ছিলনা এবং সেই কারণেই সেখানকার কোন মহিলার পক্ষে তার দরবারে হাযির হওয়াও সম্ভবপর হতে পারে না।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

স্রাটির নাযিল হওয়ার সময় ও কাল নির্ধারিত হওয়ার পর আমরা অতি সহজেই এর নাযিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কাজ করতে করতে আল্লাহর রস্লের বারোটি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। কুরাইশদের শক্রতা, বিরুদ্ধতা ও যুলুম-নিশ্লেষণের মাত্রা চরম সীমায় পৌছেছে। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক লোক তাদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং তারা হারশায় গিয়ে বসবাস তর্ক্ষ করেছে। নবী করীমের সাহায়্য সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য না আবৃ তালেব জীবিত ছিলেন আর না ছিলেন খাদীজাতুল কুবরা –এইজন্য সকল বৈষয়িক-আশ্রয় নির্ভর হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠিন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের তবলীগের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার প্রচারে-প্রভাবে মক্কা এবং তার চতুম্পার্শ্বন্থ গোত্র সমূহের মধ্যেও বহু সহলোক পরপর ইসলাম কবুল করে যাচ্ছিল। কিন্তু গোটা আরব জাতি সাময়িক ভাবে তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার জন্যই কৃতসংকল্প হয়েছিল। যেখানেই কোন ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করত তাকেই বিদ্রুপ

তিরন্ধার, দৈহিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট, সম্পর্কচ্ছেদ প্রভৃতি আঘাতে জর্জ্জরিত ও পর্যুদন্ত হতে হ'ত। এই অন্ধকারময় পরিবেশে কেবলমাত্র ইয়াসরাবের দিক থেকে এক অস্পষ্ট আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল মাত্র। মদীনার আওস এবং খাযরাজের প্রভাবশালী লোকেরা নবীকরীমের নিকটে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করছিল।

কিন্তু এই সামান্য ও সংকীর্ণ সূচনায় ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা কোন স্থূলবৃদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ দেখতে পেত না। বাহ্যদৃষ্টিতে লোকেরা ওধু এতটুকুই দেখতে পেত যে, ইসলাম একটি দুর্বলতম আন্দোলন মাত্র। তার পশ্চাতে কোন বন্তুর ও বন্তুনিষ্ট শক্তির সাহায্য-সহযোগিতা বর্তমান নেই। তার নেতা নিজ বংশের দুর্বল প্রকৃতির কয়েকজন লোকের সাহায্য ছাড়া আর কোন শক্তিরই অধিকারী নয়। মৃষ্টিমেয় কয়েকজন অসহায় নিরাশ্রয় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লোক নিজেদের জাতীয় বিশ্বাস ও আদর্শ পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র, কিন্তু এর ফঙ্গে তাদেরকে সমাজ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে— যেমন পত্র-পল্পব বৃস্তচ্যুত হয়ে গাছ থেকে ঝরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই খোদায়ী ভাষণ প্রদন্ত হয়। এর আলোচ্য বিষয়সমূহকে নিম্ন লিখিত সাতটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা যায়।

- (১) শেরক বাতিল করণ, তৌহীদ-বিশ্বাস গ্রহণের জন্য আহ্বান:
- (২) পরকাল বিশ্বাসের প্রচার ঃ এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন-এর পর কিছুই নেই— এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস বা ধারণার প্রতিবাদ:
- (৩) জাহেলী যুগের লোকদের মনে বন্ধমূল অমূলক ধারণা-খেয়ালের প্রতিবাদ:
- (৪) সমাজ গঠনের জন্য ইসলামের উপস্থাপিত নৈতিক মূলনীতি-সমূহ শিক্ষাদান;
- (৫) নবীকরীম (সঃ) ও তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে লোকদের উপস্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তি সমূহের জওয়াব:
- (৬) দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাধনা ও সংগ্রাম করার পরও আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ার দরুণ নবী করীম (সঃ) ও সাধারণ মুসলমানদের মনে যে ব্যাকুলতা, অন্থিরতা ও মনভাঙ্গা-জনিত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে সম্পর্কে সাজ্বনা দান; এবং
- (৭) বিরুদ্ধবাদী ও ইসলামে অবিশ্বাসী লোকদের উপেক্ষা, অবহেলা ও তত্ময়তা এবং অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মাহত্যামূলক নীতি অবলম্বনের দরুণ তাদেরকে নসীহত করা- সাবধান, সতর্ক এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করা।

কিন্তু ভাষণের এই এক একটি ভাগ আলাদা আলাদাভাবে একই স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার ধরণে পেশ করা হয়নি, বরং ভাষণ এক সামৃদ্রিক গতিশীলতায় চলে গিয়েছে। প্রসংগক্রমেই এই ভাগগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতিতে বারে বারে আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বারই এক নবতর ধরণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকলের কথা বলা হয়েছে।

মক্কী জীবনের কয়েক পর্যায়

এখানে যেহেত সর্ব প্রথমবার মক্কায় অবতীর্ণ এক দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা সমন্তিত একটি সুরা উপস্থিত হচ্ছে সেহেতু এখানে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা-সমূহের পটভূমির এক ব্যাপক ব্যাখ্যা ও বিশ্রেষণ পেশ করা সমীচীন মনে হয়, যেন পরবর্তী সকল মক্কী সুরা এবং তার তফসীর প্রসংগে লিখিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সমূহ উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সহজ হয়। মদীনায় অবতীর্ণ সুরা সমূহের প্রায় প্রত্যেকটিই অবতীর্ণ হওয়ার সময়, কাল ও পরিপ্রেক্ষিত পাঠকদের জানা রয়েছে, কিংবা সামান্য একটু চেষ্টা করশেই তা নির্দিষ্ট রূপে জানা যেতে পারে। তথু তাই নয়, মাদানী সুরা সমূহের বিপুল সংখ্যক আয়াতের স্বতন্ত্র শানে নুযুল পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মারফত জানা যায়। কিন্ত মঞ্জী সুরাগুলি সম্পর্কে অতদুর বিস্তারিত তথা ও জ্ঞান লাভের কোন উপায়ই আমাদের আয়াভধীন নয়। খুব কম সংখ্যক সূরা বা আয়াতেরই অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাশ ও ক্ষেত্র সম্পর্কে নিভূপ ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ লাভ করা যায়। এর কারণ এই যে, এই সময়ের ইতিহাস মাদানী পর্যায়ের মত ততখানি খুটি-নাটি সহকারে ও বিস্তারিত ভাবে সুসংবদ্ধ করা নেই। এই জন্য মঞ্চায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের ব্যাপারে আমাদেরকে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের পরিবর্তে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য, বর্ণনা-ভংগী এবং স্বীয় পটভূমির প্রতি সুস্পষ্ট কি অস্পষ্ট ইশারা ইঙ্গিডে যে সাক্ষ্য নিহিত রয়েছে তার উপরই অধিক নির্ভর করতে হবে। আর এই ধরণের সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে এক একটি সুরা ও এক একটি আয়াতের নাযিল হওয়ার সন্ তারিখ, সময়, কাল ও ক্ষেত্র-উপলক্ষ নির্ধারণ করা যে সম্ভব নয়, তা সুস্পষ্ট। পূর্ণমাত্রার নির্ভরতা ও গুদ্ধতা সহকারে গুধু এতটুকু কাজই করা যেতে পারে যে, একদিকে মঞ্জী সূরার অভ্যন্তরস্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং অপর দিকে নবী করীমের (সঃ) মঞ্জী জীবনের ইতিহাসকে সামনা-সামনি রাখব এবং উভয়ের মাঝে তুপনামূপক আপোচনা করে কোন সূরা কোন যুগের সাথে সংশ্রিষ্ট সে সম্পর্কে একটা মত নির্ধারণ করব।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এই পদ্ধতি মনের পটে জাগ্রত রেখে যখন আমরা নবী করীমের (সঃ) মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিতে তাকে নিম্নোক্ত চারটি বড় বড় ও সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই।

প্রথম পর্যায় নবুয়াত লাভ হতে নবৃয়াতের প্রকাশ, প্রচার ও ঘোষণাকাল পর্যন্ত প্রায়ু তিন বৎসর কাল। এ সময় খুব গোপনে বিশেষ ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হত; মক্কার সাধারণ অধিবাসীগণ এর কোন খবর'ই রাখত না।

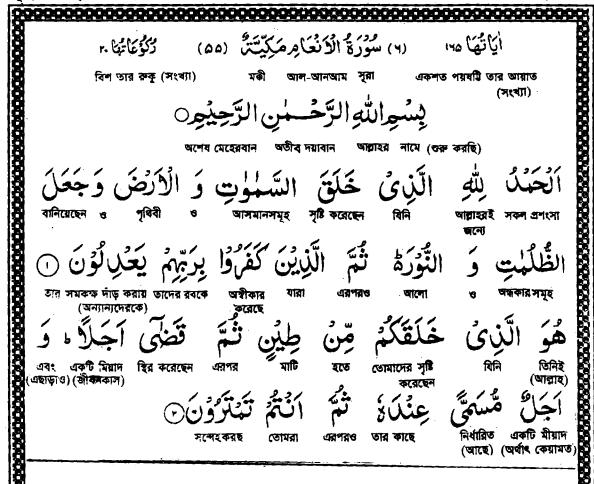
দ্বিতীয় পর্যায়ঃ নবুয়্যতের ঘোষণা হতে অত্যাচার-নির্যাতন ও উৎপীড়ন (persecution) শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর । এই পর্যায়ে প্রথমতঃ বিরুদ্ধতা শুরু হয়, পরে তা প্রতিবন্ধকতার রূপ পরিহাহ করে; ক্রমে তা ঠাটা-বিদ্রোপ, অন্যায় ভাবে অপবাদ আরোপ, গালা-গালি, ভৎর্সনা-মিথ্যা প্রচারণা ও বিরোধী দল গঠন পর্যন্ত পর্যবসিত হয় । শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত অধিক গরীব, দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের উপর অমানুষিক নিম্পেষণ শুরু হয় ।

ভূতীয় পর্যায়ঃ অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু হওয়ার (৫ম নব্বীসন) সময় হতে আবুতালেব ও হয়রত খাদীজার (রাঃ) ইন্তেকাল (১০ম নব্বীসন) পর্যন্ত প্রায় পাচ-ছয় বছর। এই সময়ে বিরুদ্ধতা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। বছ সংখ্যক মুসলমান মক্কার কাফেরদের যুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশার দিকে হিজরত করে। নবী করীম(সঃ) তার পরিবারের অন্যান্য লোক এবং অবশিষ্ট মুসলমানগণের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কছেদ করা হয় এবং আব তালেব তার সমর্থক ও সংগী-সাধীসহ গুহায় অবরুদ্ধ হন।

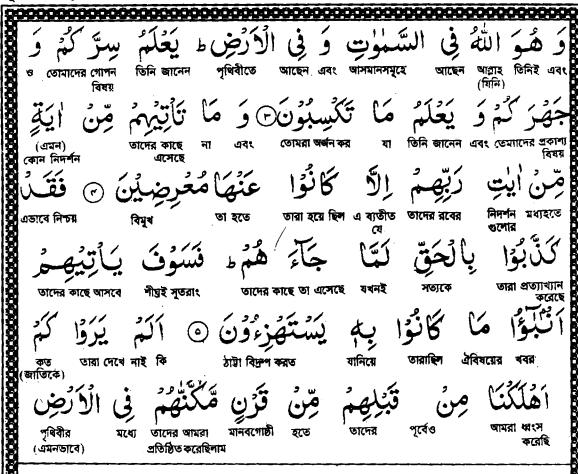
চতুর্ধ পর্যায়ঃ ১০ম নবনী সন পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এই সময়টি নবী করীম (সঃ) এবং তার সংগী-সাধীদের জন্য অতিশয় দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের সময়। মঞ্জায় নবীর জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে। তিনি তায়েফ গমন করেন, কিছু সেখানেও কোন আশ্রয় পেলেন না। হজের সময় আরবের এক এক কবীলার নিকট তিনি তার দাওয়াত করুল করবার ও তাকে সমর্থ করার জন্য আহবান-আবেদন জানালেন।

কিছু সকল দিক দিয়েই তিনি উপেক্ষার জওয়াবই পেতে থাকেন। অপর দিকে মক্কাবাসীগণ বার বার এই পরামর্শ করতে লাগল যে, নবী করীম (সঃ) কে হত্যা করা হবে, কিংবা বন্দী করা হবে, অথবা লোকালয় হতে বহিষ্কৃত করা হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা আলা মদীনার আনসারদের হৃদয়-মন ইসলামের জন্য উন্মুক্ত উদঘাটিত করলেন এবং তাদেরই আহবানে নবী করীম (সঃ) মদীনায় হিজরত করলেন।

এই পর্যায়সমূহের মধ্যে এক একটি পর্যায় কোরআন মজীদের যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, তার বিষয়বন্ধু, আলোচ্য বিষয় বর্ণনাভংগী ও পদ্ধতি অপর পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ভিন্ন ধরণের। তন্মধ্যে অনক ক্ষেত্রেই এমন ইশারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা হতে পদ্চাদপটের ঘটনাবলী সম্পর্কে সূক্ষান্ত আলোকপাত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে বিশেষ অবস্থা ও বিশেষত্বের প্রভাব সে পর্যায়ে অবতীর্ণ কালামের উপর অত্যন্ত সূক্ষান্ত ও তীব্রভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এই সব চিহ্ন ও নিদর্শনের উপর নির্ভর করে আমরা প্রত্যেক মন্ত্রী সূরার আলোচনা-ভূমিকায় মন্তার কোন পর্যায়ে তা নায়িল হয়েছে তা বলতে থাকব।

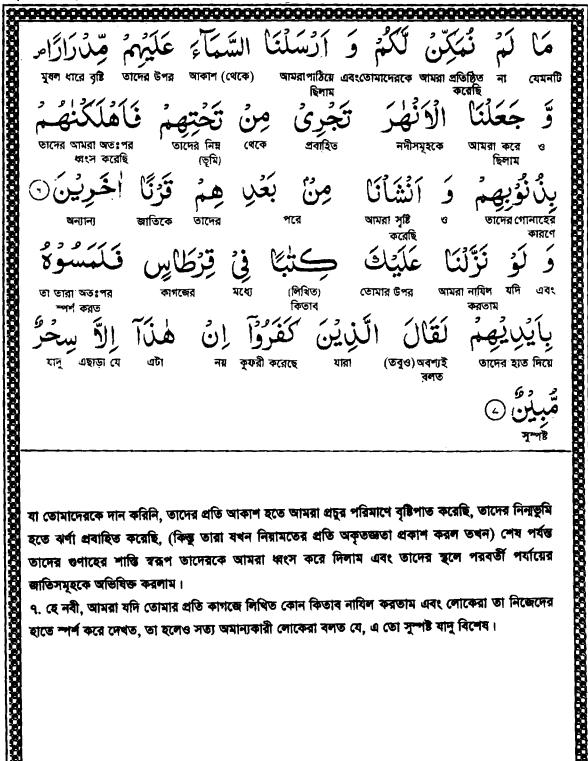


- ১. সমন্ত প্রশংসা ও তা'রীক আরাহরই জন্যে নির্দিষ্ট, বিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আলো এবং অন্ধকার তৈরী করেছেন, তা সন্তেও বারা সত্যের দাওরাত কবৃশ করতে অস্বীকার করেছে তারা অপর জিনিসকে নিজেদের রবের সমকক্ষরণে গ্রহণ করছে।
- ২. (অথচ) সেই আল্লাহই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তার পর তোমাদের জন্যে জীবনের একটি মীয়াদ নিদিষ্ট করেছেন, এতছাতীত অপর একটি মীয়াদও ররেছে, যা তাঁর নিকট নির্ধারিত^২, কিছু তারা কেবল সন্দেহেই লিঙ হয়ে ররেছে।
- জর্ধাৎ কিয়ামতের সময় য়খন সকল পূর্বের ও পরের লোককে পূনরায় নৃতনভাবে জীবিত করা হবে এবং
 তারা হিসেব দেয়ার জন্য নিজেদের প্রভুর সম্বুখে হাযির হবে।



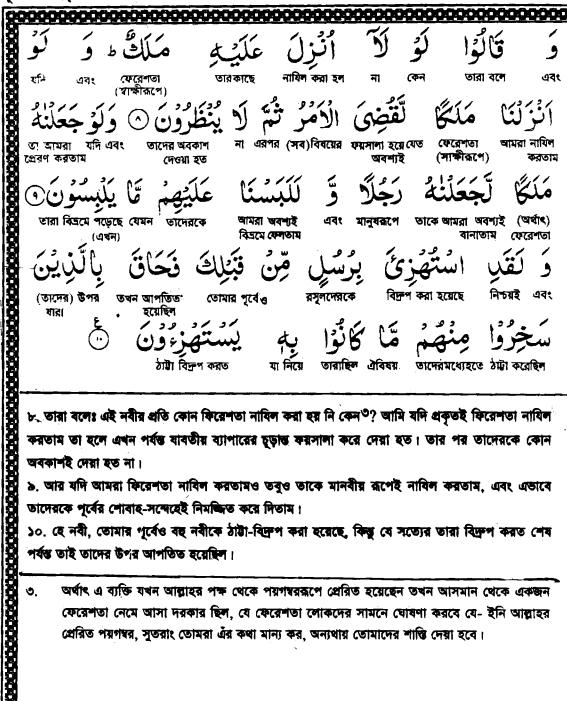
728

- ৩. সেই এক আল্লাহই আকাশ রাজ্যেও রয়েছেন, রয়েছেন এই পৃথিবীতেও। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীর সকল অবস্থাই তিনি জানেন, আর ভাল বা মন্দ যা কিছু তোমরা উপার্জন কর সে সর্শকেও তিন পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিকহাল।
- 8. লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই বে, তাদের আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে কোন একটি নিদর্শনও এমন নেই, যা তাদের সম্বাধে উপস্থাপিত হয়েছে, কিছু তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি।
- ৫. এ তাবে এখন বে সত্য তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তাও তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। যাই হোক তারা আজ পর্যন্ত যেসব জিনিসকে বিদ্রুপ করছিল অতি শীদ্রই সে সম্পর্কে তাদের নিকট কিছু খবর পৌছিবেই।
 ৬. তারা কি দেখেনি বে তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকে ধ্বংস করেছি যারা নিজ নিজ সময়ে অতিশর প্রভাবশালী ছিল, তাদেরকে আমরাই যমীনের বুকে এতদুর ক্ষমতা-আধিপত্য দান করেছিলাম,
- ২. এখানে হিষরত ও হিষরতের পরবর্তী কালে উপর্যুপরি ইসলাম যে সাফল্য লাভ করবে সে সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে। যে সময় এ ইংগিত করা হয় তখন কি ধরনের সংবাদ তাদের কাছে পৌছাবে সে সম্পর্কে না কাফেররা কোন অনুমান করতে পেরেছিল আর না মুসলমানদের মনেও সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল।



যা ভোমাদেরকে দান করিনি, ভাদের প্রতি আকাশ হতে আমরা প্রচুর পরিমাপে বৃষ্টিপাত করেছি, ভাদের নিন্মভূমি হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি, (কিন্তু তারা যখন নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তখন) শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাহের শান্তি স্বরূপ ভাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের স্থলে পরবর্তী পর্যায়ের জ্ঞাতিসমূহকে অভিষিক্ত করশাম।

৭. হে নবী, আমরা যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব নাথিল করতাম এবং লোকেরা তা নিজেদের হাতে স্পর্ণ করে দেখত, তা হলেও সত্য অমান্যকারী লোকেরা বলত যে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু বিশেষ।



- ৮. তারা বলেঃ এই নবীর প্রতি কোন কিরেশতা নাবিল করা হয় নি কেন^৩? আমি যদি প্রকৃতই ফিরেশতা নাবিল করতাম তা হলে এখন পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপারের চূড়ান্ত কয়সালা করে দেরা হত। তার পর তাদেরকে কোন অবকাশই দেয়া হত না।
- ৯. আর যদি আমরা ফিরেশতা নাবিল করতামও তবুও তাকে মানবীর রূপেই নাবিল করতাম, এবং এতাবে ভাদেরকে পূর্বের শোবাহ-সন্দেহেই নিমজ্জিত করে দিতাম।
- ১০. হে নবী, ভোমার পূর্বেও বহু নবীকে ঠাটা-বিদ্রুপ করা হরেছে, কিছু বে সভ্যের ভারা বিদ্রুপ করত শেষ পর্বস্ত তাই তাদের উপর আগতিত হয়েছিল।
- অর্থাৎ এ ব্যক্তি যখন আন্তাহর পক্ষ থেকে পয়গম্বররূপে প্রেরিড হয়েছেন তখন আসমান থেকে একজন **૭**. ফেরেশতা নেমে আসা দরকার ছিল, যে ফেরেশতা লোকদের সামনে ঘোষণা করবে যে- ইনি আল্লাহর প্রেরিত পর্যাম্বর, সূতরাং তোমরা এঁর কথা মান্য কর, অন্যথায় তোমাদের শান্তি দেয়া হবে।



ক্লক্-১

১১. হে নবী, তাদেরকে বলঃ বমীনের বুকে চলে ফিরে দেখ আমান্যকারীদের পরিণাম কি হয়েছে!

১২. তাদের জিজ্ঞাসা করঃ আকাশ-জগত ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার (মালিকানা)? বল, সব কিছুই আল্লাহর, তিনি নিজের উপর দয়া-অনুগ্রহের নীতি অবদম্বন করার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। (এ কারণেই তোমাদের আইন অমান্য ও খোদাদ্রোহিতার শান্তি সংগে সংগেই দেন না।) কিরামতের দিন তিনি ভোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিভ করবেন। বস্তুতঃ এ এক সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু ভারা নিজেরাই নিজেদের ষ্ণতি ও ধাংসের বিপদে নিমজ্জিত করে নিরেছে, তারা এ বিশ্বাস করেনা।

১৩. রাত্রির অন্ধকারে ও দিনের উচ্ছল আলোকে যা কিছু স্থিতি লাভ করে তা সব কিছুই আল্লাহর । ডিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন।

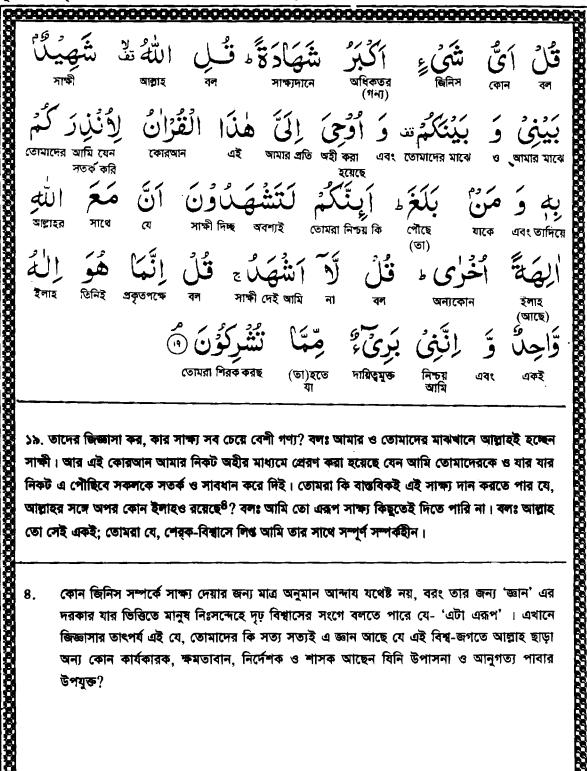
১৪. বলঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি অপর কাউকেও নিজের পৃষ্টপোষক বানিয়ে নিব কি- সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে- যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি রুষী-দান করেন, রুষী গ্রহণ করেন না?

24	200000000000000000000000000000000000000
000000	قُلُ إِنِّي اَمِرْتُ اَن اكْوُنِ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَم وَ لَا না এবং আন্ত্রসমর্গণ যে, প্রথম হই আমি যেন আমি আদিট হয়েছি আমি নিচয়ই বল
00000000	ত্তি ত্তি তি ত
	बें केंद्रें चेंद्रें विक्रिय केंद्रें केंद्रें केंद्रें केंद्रें केंद्रें केंद्रें केंद्रें केंद्रें केंद्रें तिराहें (भन य ज्यावर फिलत प्रायावत प्रायात त्रावत प्राया प्रवाध हरें
0000000	عَنْهُ يَوْمَهِنِ فَقَانَ رَحِمَةً لَا وَ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْمُبِينَ بَنَ الْفُوزُ الْمُبِينَ بَنَ الْفُوزُ الْمُبِينَ بَيْنَ الْمُبِينَ بَيْنَ الْمُبِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ
	وَ إِنْ يَبْسَسُكُ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَكَ إِلَّ هُوَ طَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال
	و ان تیمسک بخیر فہو علی کل شکیءِ قریر و ان تیمسک بخیر مقدر علی کل شکیءِ قریر و تعمیر معمود معمو
XXXXXXXXX	िनि و هُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ لاط و هُو الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿ و هُو الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَبِيْرِ وَالْحَلِيْمُ الْحَلِيْمُ الْحَبِيْرُ ﴿

বলঃ আমাকে তো এই আদেশই করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমিই তাঁর সামনে মাথা নত করে দেব। আমাকে তাকীদ করা হয়েছে যে, (কেউ যদি আল্লাহর সাথে শরীক করে তবে সে করুক কিছু) 'তুমি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না'।

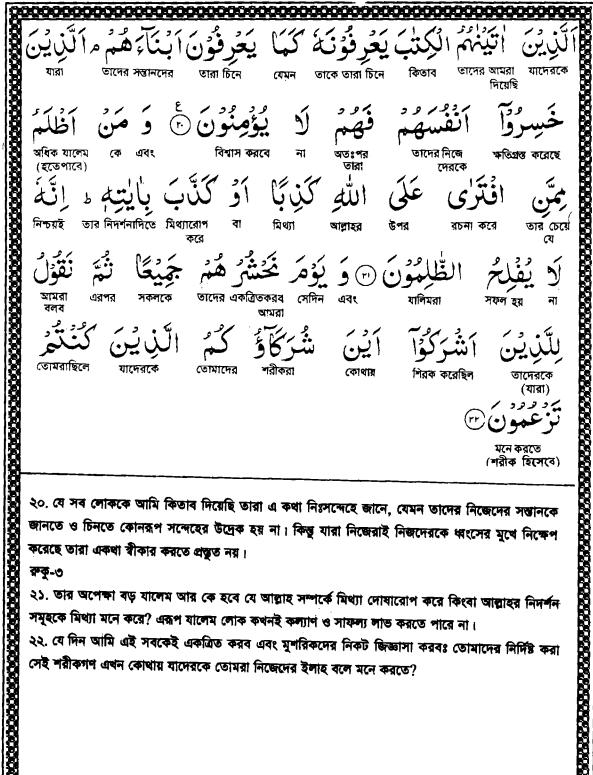
- ১৫. বলঃ আমি যদি আমার রবের না-করমানী করি তাহলে ভয় করছি বে, এক বড় (ভয়াবহ) দিনে আমাকে. শান্তি ভোগ করতে হবে।
- ১৬. সেদিন যে ব্যক্তি শান্তি হতে রেহাই পেল আল্লাহ তার উপর বহু অনুগ্রহ করলেন, আর এই হচ্ছে সুস্পষ্ট সোক্ষ্যা।
- ১৭. আল্লাহ যদি ভোমার কোন ক্ষতি সাধন করেন তবে তিনি ব্যতীত ভোমাকে এই ক্ষতি হতে রক্ষা করবে এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি ভোমাকে কোন কল্যানের ভাগী করে দেন তবে তিনি সর্বশক্তিমান।

১৮, তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জ্ঞানী ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।



১৯. তাদের জিজ্ঞাসা কর, কার সাক্ষ্য সব চেয়ে বেশী গণ্য? বলঃ আমার ও তোমাদের মাঝখানে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কোরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে বেন আমি তোমাদেরকে ও বার বার নিকট এ পৌছিবে সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে দিই। তোমরা কি বাস্তবিকই এই সাক্ষ্য দান করতে পার যে, আল্লাহর সঙ্গে অপর কোন ইন্সাহও রয়েছে⁸? বলঃ আমি তো এরপ সাক্ষ্য কিছুতেই দিতে পারি না। বলঃ আল্লাহ তো সেই একই; তোমরা যে, শের্ক-বিশ্বাসে লিও আমি তার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।

কোন জিনিস সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য মাত্র অনুমান আন্দায যথেষ্ট নয়, বরং তার জন্য 'জ্ঞান' এর দরকার যার ভিত্তিতে মানুষ নিঃসন্দেহে দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে বলতে পারে যে- 'এটা এরূপ'। এখানে জিজ্ঞাসার তাৎপর্য এই যে, তোমাদের কি সত্য সত্যই এ জ্ঞান আছে যে এই বিশ্ব-জগতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কার্যকারক, ক্ষমতাবান, নির্দেশক ও শাসক আছেন যিনি উপাসনা ও আনুগত্য পাবার উপযুক্ত?



২০. যে সব লোককে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ কথা নিঃসন্দেহে জানে, যেমন তাদের নিজেদের সম্ভানকে জানতে ও চিনতে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় না। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে তারা একখা স্বীকার করতে প্রস্তৃত নয়।

ক্লক্-৩

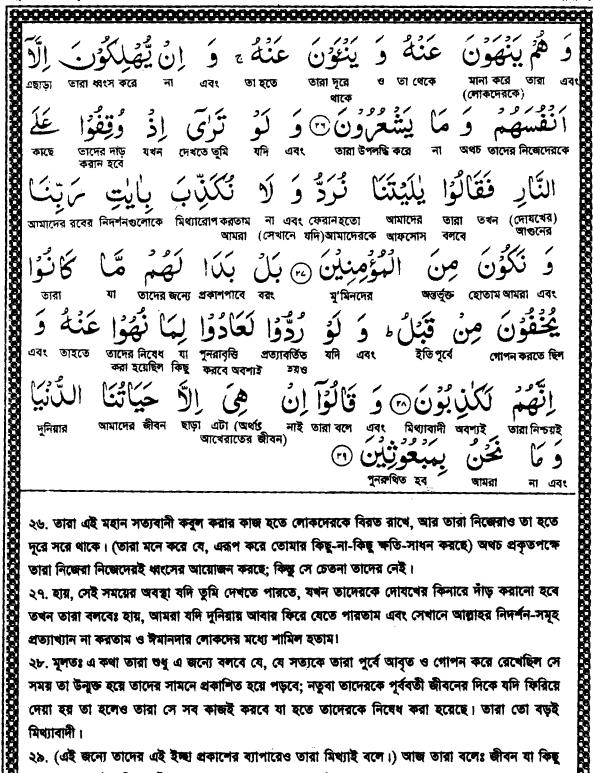
- ২১. তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিখ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিখ্যা মনে করে? এরূপ যালেম লোক কখনই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না।
- ২২. যে দিন আমি এই সবকেই একত্রিত করব এবং মৃশরিকদের নিকট জিজ্ঞাসা করবঃ তোমাদের নির্দিষ্ট করা সেই শরীকগণ এখন কোখায় যাদেরকে তোমরা নিজেদের ইলাহ বলে মনে করতে?



২৩. তখন তারা এই (মিথ্যা বিবৃতি দেয়া) ছাড়া আর কোন ফিতনার সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের মনিব-মালিক, ডোমার কসম করে বলি , আমরা কখনই মুশরিক ছিলাম না।

২৪. দেখ, তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে কি রকম মিধ্যা কথা রচনা করে নিবে। সেখানে তাদের সকল কৃত্রিম भा वृत्र निक्रफन इत्य यात् ।

২৫. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা কানপেতে তোমার কথা শ্রবণ করে; কিন্তু অবস্থা এই যে, আমরা তাদের অন্তরের উপর পর্দা টানিয়ে দিয়েছি, যার কারণে তারা একে কিছুমাত্র বুঝতে পারেনা। তাদের কর্ণে কঠিন ভার রয়েছে যে, সব কিছু শোনার পরও কিছুই শোনে না। কোন নিদর্শণ তারা দেখতে পেলেও তার প্রতি তারা ঈমান আনবে না। এমন কি তারা তোমার নিকট এসে যখন ঝগড়া করে তখন তাদের মধ্যে যারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত করে তারা (সব কথা শোনার পর) এই বলে যে, এ প্রাচীন কালের এক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছু নয়।

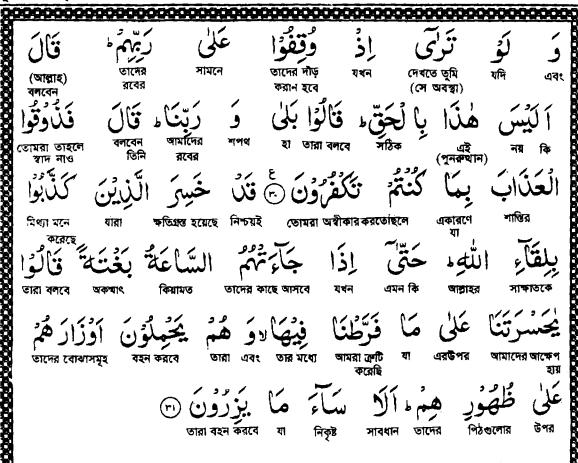


২৬. ভারা এই মহান সভ্যবানী কবুল করার কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, আর ভারা নিজেরাও তা হতে দূরে সরে থাকে। (তারা মনে করে যে, এরূপ করে তোমার কিছু-না-কিছু ক্ষতি-সাধন করছে) অথচ প্রকৃতপকে ভারা নিজেরা নিজেদেরই ধ্বংসের আয়োজন করছে: কিন্তু সে চেতনা ভাদের নেই।

২৭. হায়, সেই সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে দোবখের কিনারে দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ হায়, আমরা যদি দূনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহর নিদর্শন-সমূহ প্রত্যাখ্যান না করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতাম।

২৮. মৃদতঃ এ কথা তারা তথু এ জন্যে বলবে যে, যে সত্যকে তারা পূর্বে আবৃত ও গোপন করে রেখেছিল সে সময় তা উন্মুক্ত হয়ে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে; নতুবা তাদেরকে পূর্ববতী জীবনের দিকে যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তা হলেও তারা সে সব কাজই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হরেছে। তারা তো বড়ই মিখ্যাবাদী।

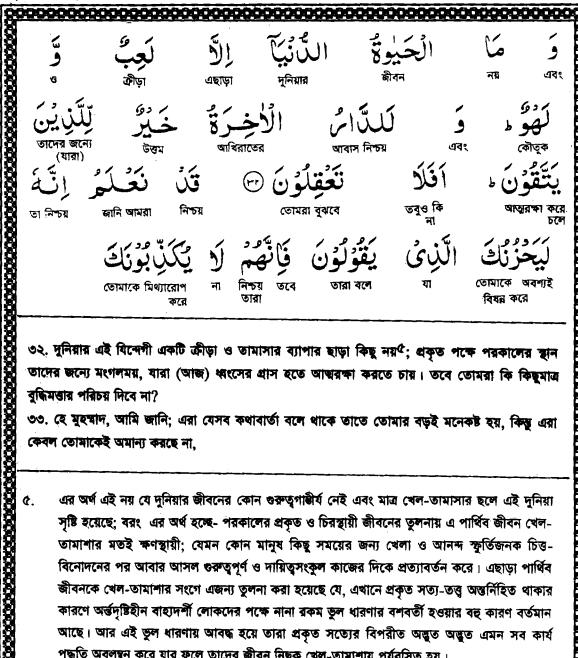
২৯. (এই জন্যে তাদের এই ইচ্ছা প্রকাশের ব্যাপারেও তারা মিখ্যাই বলে।) আজ তারা বলেঃ জীবন যা কিছু আছে তা তথু এই দুনিয়ার জীবন। এবং মৃত্যুর পর আমরা কখনই পুনরখান লাভ করব না।



৩০. হার, তোমরা যদি সে দৃশ্য দেখতে পার, বখন এদেরকে তাদের আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেনঃ এ কি সত্য নর? তারা বলবেঃ হাঁা, হে আমাদের আল্লাহ, এ প্রকৃত সত্য। তখন আল্লাহ বলবেনঃ তা হলে এখন তোমরা প্রকৃত সত্যকে অহীকার ও অমান্য করার ফলস্বরূপ শান্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

ক্লকু-8

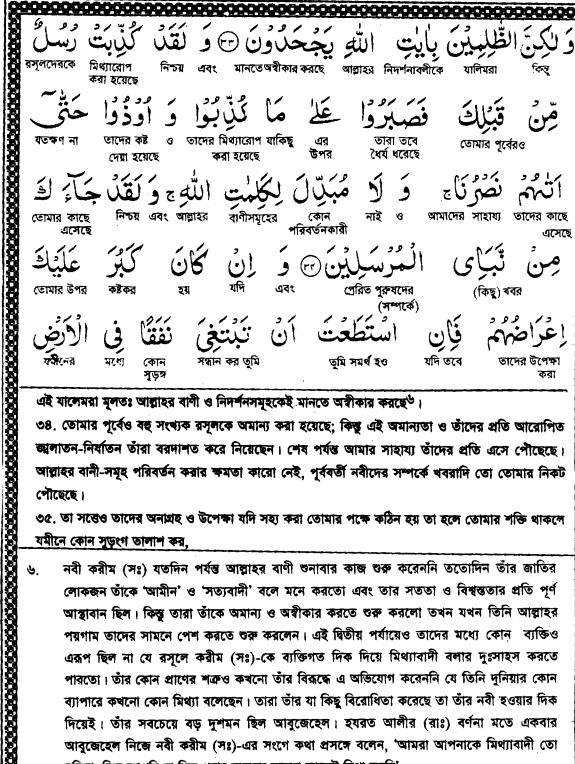
৩১. ক্ষতিশ্রন্থ হল সে সব লোক যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবার সংবাদকে মিখ্যা মনে করেছে। সেই সিদ্ধিক্রণ যখন সহসা এসে পড়বে তখন তারা বলবেঃ হায়! এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা কতই না ক্রটি হয়ে গেছে। তাদের অবস্থা এরূপ হবে যে, তারা নিজেদের পৃষ্ঠের উপর তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা বহন করে চলতে থাকবে। দেখ, এরা কত নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা বহন করছে।



৩২. দুনিরার এই যিনেগী একটি ক্রীড়া ও তামাসার ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়^৫; প্রকৃত পক্ষে পরকালের স্থান তাদের জন্যে মংগলময়, যারা (আজ) ধ্বংসের গ্রাস হতে আত্মরকা করতে চায়। তবে তোমরা কি কিছুমাত্র বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিবে না?

৩৩. হে মৃহদ্মাদ, আমি জানি; এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে তোমার বড়ই মনেকট হয়, কিন্তু এরা কেবল ভোমাকেই অমান্য করছে না

এর অর্থ এই নয় যে দুনিয়ার জীবনের কোন গুরুত্বগান্তীর্য নেই এবং মাত্র খেল-তামাসার ছলে এই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে; বরং এর অর্থ হচ্ছে- পরকালের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় এ পার্থিব জীবন খেল-তামাশার মতই ক্ষণস্থায়ী; যেমন কোন মানুষ কিছু সময়ের জন্য খেলা ও আনন্দ কুর্তিজনক চিত্ত-বিনোদনের পর আবার আসল গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বসংকুল কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এছাড়া পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার সংগে এজন্য তুলনা করা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত সত্য-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকার কারণে অর্জ্রদৃষ্টিহীন বাহ্যদর্শী লোকদের পক্ষে নানা রকম তুল ধারণার বশবর্তী হওয়ার বহু কারণ বর্তমান আছে। আর এই ভূল ধারণায় আবদ্ধ হয়ে তারা প্রকৃত সত্যের বিপরীত অন্তুত অন্তুত এমন সব কার্য পদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলে তাদের জীবন নিছক খেল-তামাশায় পর্যবসিত হয়।



এই যালেমরা মূলতঃ আল্লাহর বাণী ও নিদর্শনসমূহকেই মানতে অস্বীকার করছে ।

৩৪. তোমার পূর্বেও বহু সংখ্যক রস্পকে অমান্য করা হয়েছে: কিন্তু এই অমান্যতা ও তাঁদের প্রতি আরোপিত জ্মলাতন-নির্বাতন তাঁরা বরদাশত করে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাঁদের প্রতি এসে পৌছেছে। আল্লাহর বানী-সমূহ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই, পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে খবরাদি তো তোমার নিকট পৌছেছে।

৩৫. তা সত্তেও তাদের অনাগ্রহ ও উপেকা যদি সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয় তা হলে তোমার শক্তি থাকলে যমীনে কোন সুড়ংগ তালাশ কর

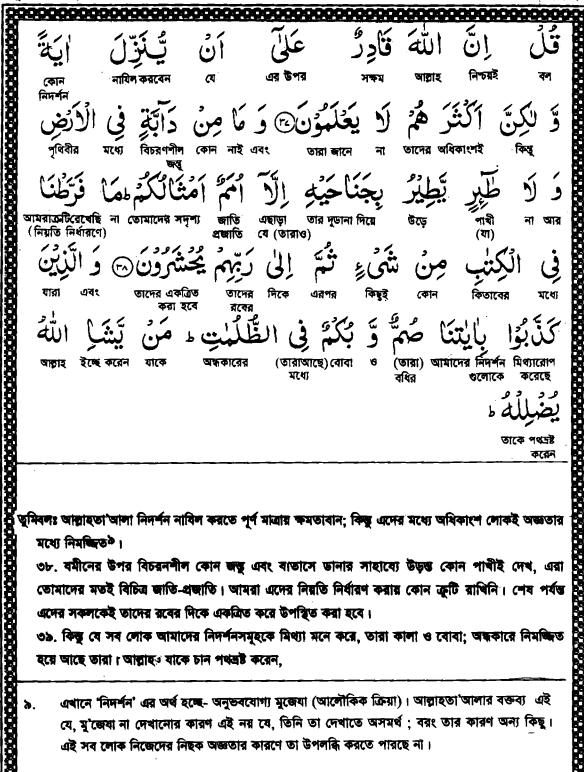
নবী করীম (সঃ) যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর বাণী তনাবার কান্ধ তরু করেননি ততোদিন তাঁর জাতির লোকজন তাঁকে 'আমীন' ও 'সত্যবাদী' বলে মনে করতো এবং তার সততা ও বিশ্বন্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিল। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য ও অস্বীকার করতে শুরু করলো তখন যখন তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের সামনে পেশ করতে তরু করলেন। এই দিতীয় পর্যায়েও তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিও এক্সপ ছিল না যে রসূলে করীম (সঃ)-কে ব্যক্তিগত দিক দিয়ে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস করতে পারতো। তাঁর কোন প্রাণের শত্রুও কখনো তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেননি যে তিনি দুনিয়ার কোন ব্যাপারে কখনো কোন মিখ্যা বলেছেন। তারা তাঁর যা কিছু বিরোধিতা করেছে তা তাঁর নবী হওয়ার দিক দিয়েই। তাঁর সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল আবুজেহেল। হযরত আলীর (রাঃ) বর্ণনা মতে একবার আবুজেহেল নিজে নবী করীম (সঃ)-এর সংগে কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী তো বলিনা, কিন্তু আপনি যা কিছু প্রচার করছেন আমরা তাকেই মিথা বলছি'।

ð.	1000	0000000	10000000	10000000	1000000	00000000	000000	0000	00000
00000	की।	شاء	وُ لُوْ	بايلةٍ م	ر در در تاریم	السَّمَاءِ وَ	ڣۣ	سُلَّمًا	أو
00000	আক্লাহ (তবে)	ইছে করতেন	যদি এবং	কোন নিদর্শন	তাদেরকে অ ত এনেদাও	:পর আকাশের	মধ্যে (1	সিড়ি চড়ার জনে	বা য)
0000	(P)(الجهلير	مِن	تكونت	فَلَا	الهُلٰى	عَلَى	ر و و حصه	لجيا
0000		অব্ঝদের	অন্তর্ভু ক্ত	তৃমি হয়ো	না অ তএব	হেদায়াতের (অর্থাৎ সৎপথে	উপর র)	তাদের এক ত্র	অবশ্যই করতেন
	و و) م	يبعث	الْمُؤْتَى	ئ طو	رو ر رو پسمعور	الَّذِينَ	جيب	يشن	إنَّهَا
Š	তাদের	পুনব্বীবিত করবেন	<i>মৃতদেরকে</i>	এবং	শ্রবণ করে	(তারাই) যারা	ডাকে সা	<u> লিয়</u>	<u> বৃতপক্ষে</u>
	الية	عكيه	لا نُزِل	النُّوا لَوْ		U J •J	إلينه	ثم	الله
ä	কোন নিদর্শন	তার উপর	নাযিল না করা হয়	কেন তারা ব	লে এবং 🔻	গদের ফিরিয়েআনা হবে	তারই দিকে	এ রপর	অাক্সাহ
			. •				ه ط	ڗۜؾٚ	مِّن
							তার	রবের	পক্ষহতে

অথবা আকাশে সিড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদের সামনে কোন নিদর্শন পেশ করতে চেষ্টা কর। আক্সাহ চাইলে এ সব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়াত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ মূর্ধের মত হয়ো না ৭। ৩৬. আসলে সড্যের দাওয়াত পেরে তারাই সাড়া দের যারা তনতে পায়; আর যারা মূর্দা চি তাদেরকে তো আক্সাহ কবর হতেই জিন্দা করে উঠাবেন। তখন আক্সাহর বিচারালয়ে উপস্থিত হবার জন্যে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

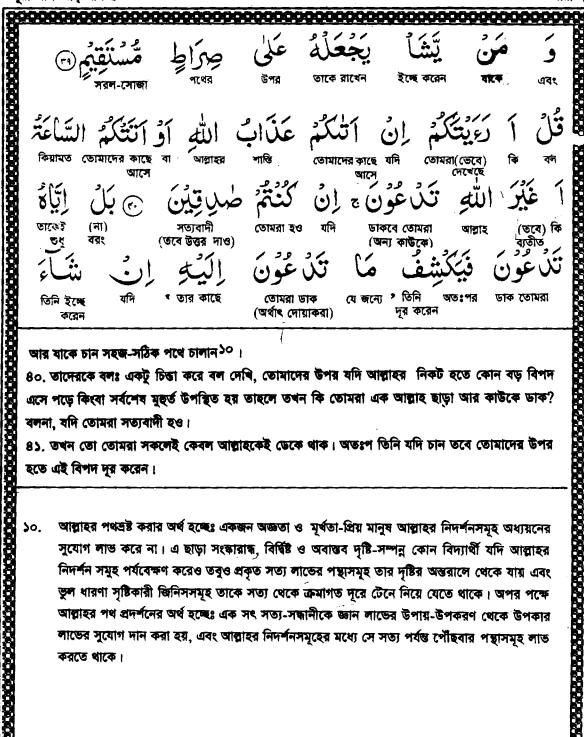
৩৭. এই লোকেরা বলেঃ এই নবীর উপর তার আল্লাহর নিকট হতে কোন নিদর্শন নাযিল হয় নি কেন?

- ৭. অর্থাৎ এই চিন্তার মধ্যে পড়না যে তাদের কোন আলৌকিক নিদর্শন দেখানো হোক যার দ্বারা তারা ঈমান নিয়ে আসবে। যদি আল্লাহতা'আলার উদ্দেশ্য এই হতো যে সারা মানব জাতিকে সত্য পথের উপর একত্রীত করে দেয়া হবে তবে তিনি সকলকে মু'মিন রূপেই পয়দা করে দিতেন; রস্ল পাঠাবার ও বিশ্বাসীদল ও কাক্টের দলের মধ্যে বৎসরের পর বৎসর দ্বন্দু করানো কি প্রয়োজন ছিল?
- ৮. 'যারা তনতে পায়' বলতে সেই সব লোক বোঝানো হচ্ছে যাদের অন্তর ও বিবেক জীবন্ত ও প্রানবন্ত
 আছে, যারা নিজেদের বৃদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অকর্মণ্য করে দেয়নি; এবং যারা নিজেদের অন্তঃকরণের
 দ্বারগুলোতে বিদ্বেষ ও জড়ত্বের তালা লাগিয়ে দেয়নি। অপরপক্ষে 'মুর্দা' হচ্ছে সেই সব লোক যারা
 গতানুগতিক ধারায় অন্ধত্বের মধ্যে জীবন-যাপন করে চলেছে এবং গতানুগতিক ধারা থেকে সামান্য
 বিচ্যুত হয়ে কোন কথা গ্রহণ করার জন্য তারা প্রস্তুত নয়্ত্র যদিও সে কথা সুস্পষ্ট সত্য হয়।



ত্মিবলঃ আল্লাহতা আলা নিদর্শন নাবিল করতে পূর্ণ মাত্রার ক্ষমতাবান: কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ গোকই অজ্ঞতার মধ্যে নিম**ক্ষিত** ।

- ৩৮. বমীনের উপর বিচরনশীল কোন জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহাব্যে উড়ম্ভ কোন পাখীই দেখ, এরা ভোমাদের মতই বিচিত্র জ্বাভি-প্রজ্বাতি। আমরা এদের নিয়তি নির্ধারণ করার কোন ক্রটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত এদের সকলকেই ভাদের রবের দিকে একত্রিভ করে উপস্থিভ করা হবে।
- ৩৯. কিন্তু বে সব লোক আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিধ্যা মনে করে. তারা কালা ও বোবা: অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে তারা। আল্লাহ্র যাকে চান পথন্রট করেন.
- এখানে 'নিদর্শন' এর অর্থ হচ্ছে- অনুভবযোগ্য মুজেযা (আলৌকিক ক্রিয়া)। আল্লাহতা আলার বক্তব্য এই যে, মু'জেযা না দেখানোর কারণ এই নয় যে, তিনি তা দেখাতে অসমর্থ ; বরং তার কারণ অন্য কিছু। এই সব লোক নিজেদের নিছক অজ্ঞতার কারণে তা উপলব্ধি করতে পারছে না।



আর যাকে চান সহজ-সঠিক পথে চালান ১০।

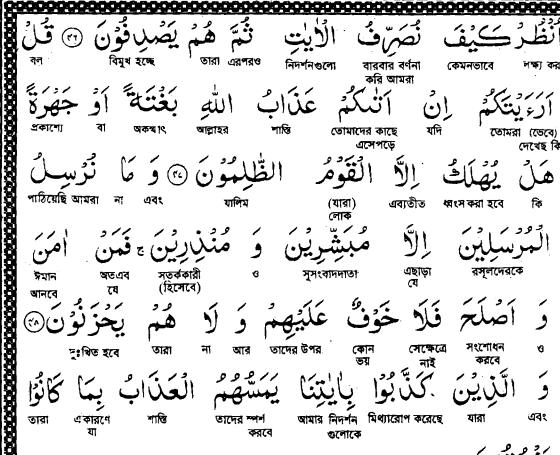
- ৪০. তাদেরকে বলঃ একটু চিন্তা করে বল দেখি, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর নিকট হতে কোন বড় বিপদ এসে পড়ে কিংবা সর্বশেষ মূহুর্ত উপস্থিত হয় ভাহলে তখন কি তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাক? বলনা, বদি ভোমরা সভ্যবাদী হও।
- 8১. তখন তো তোমরা সকলেই কেবল আল্লাহকেই ডেকে থাক। অভঃপ তিনি যদি চান তবে তোমাদের উপর হতে এই বিপদ দুর করেন।
- আল্লাহর পথন্ড করার অর্থ হচ্ছেঃ একজন অজ্ঞতা ও মূর্থতা-প্রিয় মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অধ্যয়নের ٥٥. সুযোগ লাভ করে না। এ ছাড়া সংস্কারান্ধ, বির্দ্ধিষ্ট ও অবান্তব দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন বিদ্যার্থী যদি আল্লাহর নিদর্শন সমূহ পর্যবেক্ষণ করেও তবুও প্রকৃত সত্য লাভের পদ্মাসমূহ তার দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায় এবং ভুল ধারণা সৃষ্টিকারী জ্রিনিসসমূহ তাকে সত্য থেকে ক্রমাগত দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অপর পক্ষে আল্লাহর পথ প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছেঃ এক সং সত্য-সন্ধানীকে জ্ঞান লাভের উপায়-উপকরণ থেকে উপকার লাভের সুযোগ দান করা হয়, এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সে সত্য পর্যন্ত পৌঁছবার পদ্ধাসমূহ লাভ করতে থাকে।

```
জাতিগুলোর
                         <u>ত্মামরা পাঠিয়েছি</u>
                                                               তোমরা শিরককরে
                         (রসূলদেরকে।
ভারা যাতে
                                                                                            তোমার পূর্বেও
                                                                         আমরা ধরেছি
                                                                          কেন অতঃপর
                                  (কাছে)
তারা
                     শয়তান
                                                                                       শক্ত হয়ে
                                  তাদের জন্যে
                                                            এবং
                                                                  তাদের অন্তরগুলো
                                                                                           গেল
                                                  করেছিল
                                                                                                 কাজ করতেছিল
```

এই ধরনের অবস্থায় তোমরা তোমাদের বানিয়ে নেয়া শরীক-মাবুদদেরকে সম্পূর্ণ ভূলে যাও১১। কক-৫

- ৪২. তোমার পূর্বে অসংখ্য জাতির প্রতি আমরা রসূল পাঠিরেছি; সেই জাতিগুলোকে বহু বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কটে নিমজ্জিত করেছি, যেন তারা নম্রতার সাথে আমাদের সামনে নতি স্বীকার করে।
- ৪৩. এরপ অবস্থায় আমাদের পক্ষ হতে যন্ত্রন তাদের উপর কঠোরতা এসেছে, তখন তারা কোন নম্রতা ও বিনয় বীকার করে নি; বরং তাদের দিল তখন আরো অধিক শক্ত হয়ে গেছে। আর শয়তান তাদেরকে এই সান্তনা দিয়েছে যে, তারা যা কিছু করছে ভালই করছে।
- ১১. অর্থাৎ এ নিদর্শন তো তোমাদের নিজদের সন্ত্বার মধ্যে বর্তমান আছে। যখন তোমাদের উপর কোন বড় বিপদ ঘটে, কিংবা মৃত্যু তার ভয়াবহরূপ নিয়ে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়; সে সময় আয়ৢাহর আশ্রয় ছাড়া দ্বিতীয় কোন আশ্রয়য়প তোমরা দেখতে পাওনা, বড় বড় মুশরেকরাও এরূপ অবস্থায় নিজেদের উপাস্য দেবতাদের বিশ্বত হয়ে একমাত্র সেই এক আল্লাহকে ডাকতে ওরু করে। কয়র থেকে কয়র নান্তিকও আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় হাত প্রসারিত করে দেয়। এ ঘটনা এই সত্যই প্রমাণ করে য়ে, আল্লাহ পরস্ত ও তওহীদের সাক্ষ্য প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সন্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান আছে। তার উপর উদাসীনতা ও অজ্ঞানতার যতই আবরণ ঢেকে দেয়া হোক না কেন তবুও তা কখনো কখনো আবরণ ভেদ করে উপরে জাগরুক হয়।

9	000000000000000000000000000000000000000	23
8	فَكُمَّا نُسُوا مِنَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ	
8	নদের উপর আমরা তথন সে তাদের উপদেশ যা তারা ভূলে যখন জভঃপর খুলে দিলাম সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিল গেল	
000000	ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ لَم حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مِنَا أُوْتُوْا آخُذُنْهُمْ	
Š	তাদের আমরা তাদের দেওয়া এজন্যে তারা উন্নসিত যখন এমন কি কিছুর সব (স্বচ্ছলভার) ধরনাম হয়েছিল যা হল দ্রক্ষাসমূহ	
300000	بَغْتَهُ ۚ فَاذَا هُمُ مُّبُلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ	2000
S	(এ) শিকড় অতঃপর হতাশাগ্রন্তহর তারা তখন ফলে অ কস্বাৎ শোকদের কেটে দেওয়া হল	
2000	الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَ الْحَمُنُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلُ اللَّهِ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلُ اللَّهِ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلُ اللَّهِ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِّ اللَّهُ ال	22222
ğ	वर्ग विश्वकाशास्त्र (थान) जाधाश्यर अव अगरमा जात यृग्य करतास्त्र याता तर्र स्त्रता	
ă	اروَيْتُمُ إِنَّ أَخُذُ اللَّهُ سَهُعُكُمْ وَ أَبْصَارُكُمْ وَ خَتَّمُ	
ā	মোহর এবং তোমাদের দৃষ্টি ও তোমাদের শ্রবণ আল্লাহ্ নিয়ে নেন বদি তোমরা (ভেবে) দাগান শক্তি শক্তি	
	عِلْ قَلْمُ لِكُمْ مِنْ اللَّهُ عَدْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ الللّهُ عَلَّهُ الللّهُ عَلّه	
	তা তোমাদের ফিরিয়ে আল্লাহ ব্যতীত ইনাহ কোন তোমাদের অন্তর উপর	
ä	দেবে (যে) (আছে) তলোর	
00000	৪৪. অতঃপর তারা যখন তাদের প্রতি বে নসীহত করা হরেছিল তা ভূলে গেল, তখন সকল প্রকার সন্দলতার দুয়ার তাদের জন্যে খুলে দিরেছি। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাদের দেয়া নিয়ামতসমূহে গভীরভাবে মগু হয়ে গেল	
	পুরার ভাদের জন্যে বুলে দিয়েছি। শেব পথক ভারা বর্ষন ভাদের সেরা নিরানভগন্ত্র গতারভাবে নিরান হয়ে। তখন আমরা সহসা ভাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন অবস্থা এই হল যে, ভারা সকল কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে।	
	ान्।	
Š	৪৫. এভাবে সেই সমন্ত লোকের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে যারা যুগম করেছে; আর প্রকৃতপক্ষে সকল তা'রিফ	
	ও প্রশংসা রক্ষৃণ আ'লামীন আল্লাহর জন্যে। (এ জন্যে বে, তিনি এই সব লোকের শিকড় কেটে দিরেছেন)।	
	৪৬. হে মুহাম্বদ। তাদেরকে বলঃ একখা কি তোমরা কখনো চিস্তা করেছ যে, আরাহই যদি তোমাদের দৃটি-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের দিলের কপাট বন্ধ করে দেন ^{১২} তা হলে আরাহ ছাড়া আর কোন	
	ইলাহ এমন আছে, ভোমাদেরকে এই শক্তি কিরিয়ে দেবে?	
	২. এখানে অন্তকরণের উপর মোহর সাগানোর অর্থ চিন্তা করার ও বুঝবার শক্তি হরণ করে নেয়া।	



يَفُسُقُونَ 💮

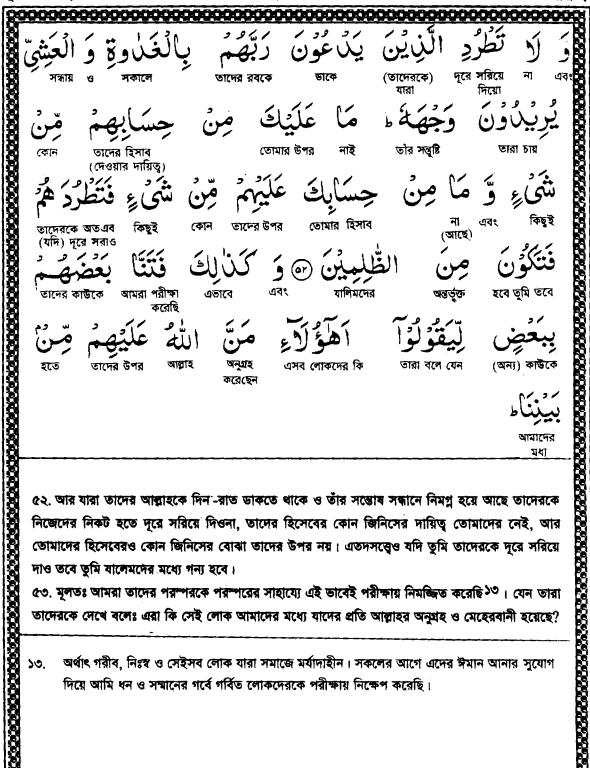
নাফরমানীকরে এসেছে

ু দেখ, আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ কেমন করে বার বার তাদের সামনে পেশ করছি। তা সত্ত্বেও এগুলো কিভাবে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাঙ্ছে।

- ৪৭. তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, আল্লাহর নিকট হতে যদি হঠাৎ কিংবা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের উপর আয়াব এসে পড়ে তখন যালেম লোকেরা ছাড়া অপর কেউ কি ধ্বংস হবে?
- ৪৮. আমরা যে রস্পই পাঠাই, তাকে এ জন্যেই তো পাঠাই যে, তারা নেক চরিত্রের পোকদের জন্যে সুসংবাদদাতা হবে, আর খারাব চরিত্রের লোকদের জন্যে হবে ভয় প্রদর্শনকারী। যারা তাদের কথা মেনে নিবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে তাদের জন্যে কোন ভয় ও দুঃখের কারণ হবে না।
- ৪৯. আর যারা আমাদের আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করবে তারা নিজেদের এই না-ফরমানীর ফল হিসেবে শান্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

8	000000000000000000000000000000000000000
0000	قُلُ لَا اَقُولُ لَكُمُ عِنْدِي خَزَآبِنُ اللهِ
8	জান্নাহর ধনতাভারসমূহ জামার কাছে তোমাদেরকে বলি জামি না (হেনবী) জোছে) (যে)
000000	و كر أعْلَمُ الْغَيْبَ و كر أقْوُلُ لَكُمُ إِنِّيَ مَلَكُ مِ إِنَّ الْغَيْبَ وَ لَا أَقُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكُ مِ إِنَّ الْغَيْبَ وَ لَا أَقُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكُ مِ إِنَّ الْعَبِينِ وَعِمِيْنِ وَالْعَبِينِ وَعِمِيْنِ وَالْعَبِينِ وَعَمِيْنِ وَالْعَبِينِ وَالْعَبِينِ وَالْعَبِينِ وَالْعَبِينِ وَلَا الْعُولُ لِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا
000000	اَتَبِعُ اِلَّا مَا يُوْحَى اِلَىَّ لَا قُلُ هَـٰلُ يَسْتُوى الْاَعْلَى الْاَعْلَى الْاَعْلَى الْاَعْلَى الْاَعْلَى الْاَعْلَى اللَّاعْلَى اللَّاعْلَى اللَّاعْلَى اللَّاعْلَى اللَّاعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ
3000000	وُ الْبَصِيْرُ الْكَالَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَ اَنْذِرُ بِهِ الَّذِينَ
	(তাদেরকে) এ সম্পর্কে ত্মি সতর্ক কর আর তোমরা চিন্তা কর তবে কি চক্র্মান আর যারা আরা চিন্তা কর তবে কি চক্র্মান আর হুইটিটেটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিট
000000	তाদের জন্য নাই তাদের রবের দিকে একত্রিত করা হবে व छन्न करत وون والى و لا شفيع لعالهم يتقور
	তাকওয়াঅবলম্বন করে তারা যাতে কোন না এবং কোন তিনি ছাড়া সুপারিশকারী অভিভাবক
	৫০. হে মুহাম্বদ । তাদেরকে বলঃ আমি তোমাদেরকে একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন–ভাভার ররেছে, না আমি গায়েবের কোন জ্ঞান রাখি, না এ কথা বলি যে, আমি ফিরেশতা; আমি তো তথু সেই অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নামিল করা হয়। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ অন্ধ ও চকুমান উভয়ে কি কখনো সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না?
	৫১. হে মূহাশাদ, তুমি এর (অহীর জ্ঞানের)সাহায্যে সেই লোকদের তয় প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদের কথনো আল্লাহর সামনে এমন ভাবে উপস্থিত হতে হবে যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ (এমন শক্তিমান) হবে
XXXXXX	না যে তাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু হতে পারে; কিংবা তাদের জন্যে শাফারাত করতে পারে। সম্ভবতঃ এই উপদেশ দানে ও ভয় প্রদর্শনে তারা আল্লাহ-জীতির নীতি ও আদর্শ ও অবশহন করবে।
	৫১. হে মৃহাশ্বাদ, তৃমি এর (অহীর জ্ঞানের)সাহায্যে সেই লোকদের তয় প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদের কখনো আল্লাহর সামনে এমন ভাবে উপস্থিত হতে হবে যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ (এমন শক্তিমান) হবে না যে তাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু হতে পারে; কিংবা তাদের জন্যে শাক্ষারাত করতে পারে। সম্বতঃ এই উপদেশ দানে ও ভয় প্রদর্শনে তারা আল্লাহ-ভীতির নীতি ও আদর্শ ও অবশহন করবে।

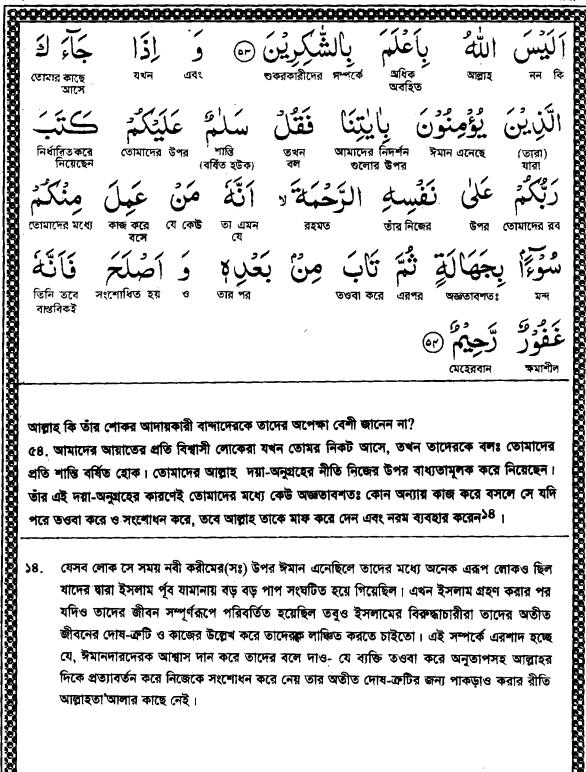
ব্ৰুকু-৬



৫২. আর যারা তাদের আল্লাহকে দিন-রাত ডাকতে থাকে ও তাঁর সম্ভোষ সন্ধানে নিমগু হয়ে আছে তাদেরকে নিজেদের নিকট হতে দূরে সরিয়ে দিওনা, তাদের হিসেবের কোন জিনিসের দায়িত্ব তোমাদের নেই, আর ভোমাদের হিসেবেরও কোন জিনিসের বোঝা তাদের উপর নয়। এতদসত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তবে ভূমি যালেমদের মধ্যে গন্য হবে।

৫৩. মূলতঃ আমরা তাদের পরম্পরকে পরম্পরের সাহায্যে এই ভাবেই পরীক্ষায় নিমচ্ছিত করেছি^{১৩}। যেন তারা তাদেরকে দেখে বলেঃ এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী হয়েছে?

অর্থাৎ গরীব, নিঃস্ব ও সেইসব লোক যারা সমাজে মর্যাদাহীন। সকলের আগে এদের ঈমান আনার সুযোগ ١٥. দিয়ে আমি ধন ও সন্মানের গর্বে গর্বিত লোকদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছি।



আল্লাহ কি তাঁর শোকর আদায়কারী বান্দাদেরকে তাদের অপেক্ষা বেশী জানেন না? ৫৪. আমাদের আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা যখন তোমর নিকট আসে, তখন তাদেরকে বলঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের আল্লাহ্ দয়া-অনুগ্রহের নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তাঁর এই দরা-অনুগ্রহের কারণেই তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন অন্যায় কাজ করে বসলে সে যদি পরে ডওবা করে ও সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং নরম ব্যবহার করেন^{১৪}।

যেসব লোক সে সময় নবী করীমের(সঃ) উপর ঈমান এনেছিলে তাদের মধ্যে অনেক এরূপ লোকও ছিল 18. যাদের ঘারা ইসলাম পূব যামানায় বড় বড় পাপ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর যদিও তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল তবুও ইসলামের বিরুদ্ধাচারীরা তাদের অতীত জীবনের দোষ-ক্রটি ও কাজের উল্লেখ করে তাদেরক্ল লাঞ্চিত করতে চাইতো। এই সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে যে, ঈমানদারদেরক আশ্বাস দান করে তাদের বলে দাও- যে ব্যক্তি তওবা করে অনুতাপসহ আল্লাহর দিকে প্রভাবর্তন করে নিজেকে সংশোধন করে নেয় তার অতীত দোষ-ক্রটির জন্য পাকড়াও করার রীতি আল্লাহতা আলার কাছে নেই।

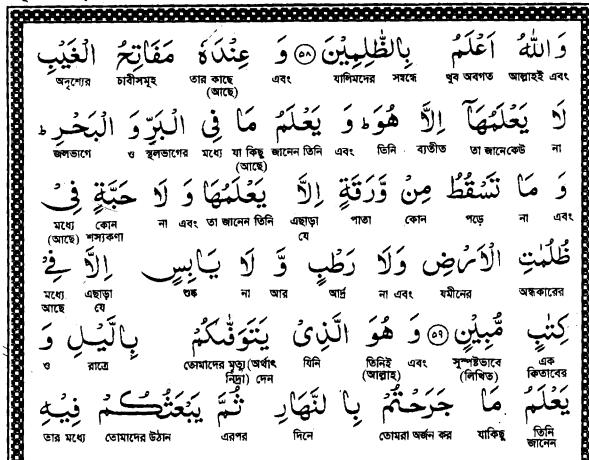


৫৫. এভাবেই আমরা আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশকরি, যেন অপরাধীদের পথ সুপ্রকট হয়ে উঠে।

৫৬. হে মুহাম্বদ, তাদের বলঃ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরই পূঞ্জা-উপাসনা কর তাদের দাসত্ করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলঃ আমি তোমাদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করব না। এরপ করলে আমি পথ-শ্রষ্ট হয়ে যাব, সং পথে পথিক হতে ও হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের সাথে শামিল থাকতে পারব না।

৫৭, বলঃ আমি আমার আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত এক উচ্ছল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত , অথচ তোমরা তা অবিশ্বাস করলে। সেই জ্বিনিস আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই যা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও। ফয়সালা করার সমগ্র ইখডিয়ার কেবল মাত্র আল্লাহরই। তিনিই সত্য কথা বর্ণনা করেন তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।

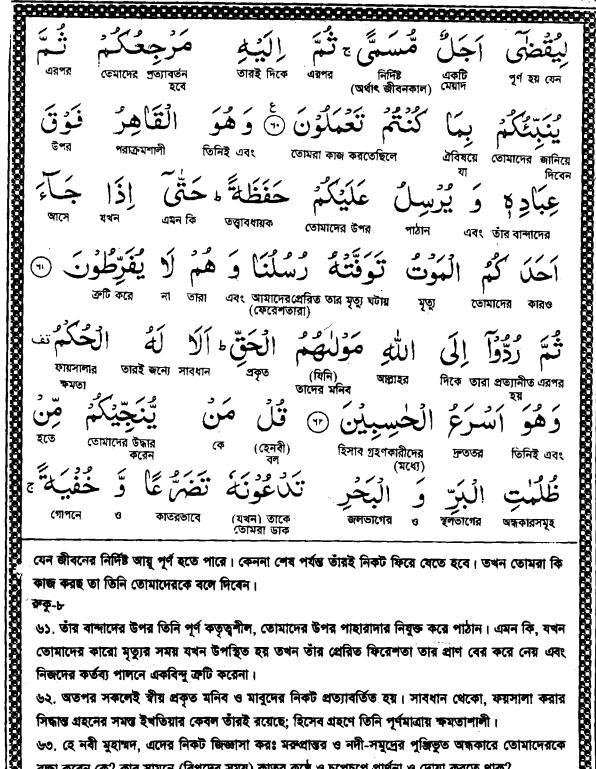
৫৮, বলঃ সেই জিনিস যদি আমার ইখতিয়ারে থাকত যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাও তা হলে তোমাদের ও আমার মধ্যে কবেই না ফয়সালা হয়ে যেত।



কিন্তু যালেমদের সাথে কিন্ত্রপ ব্যবহার করা উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

৫৯. সমন্ত গারেবের চাবি-কাঠি তাঁরই নিকটে, ডিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেনা। স্থল ও জল ভাগে যা কিছু আছে ডিনি ভার সবকিছুই জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই যা সম্পর্কে আরাহ জানেন না। যমীনের অন্ধকারাজন পর্দার অন্ধরালে একটি দানাও এমন নেই যা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আর্দ্র ও তম্ব জিনিস সব কিছুই এক উত্মুক্ত কিতাবে দিখিত রয়েছে।

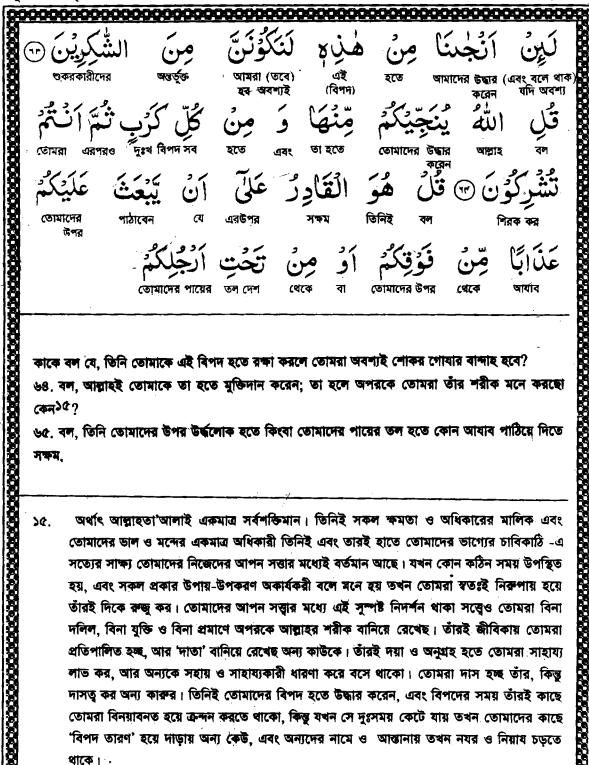
৬০. তিনি রাত্রিবেলা তোমাদের রূহ কবর করেন, আর দিনের বেলা তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি জানেন। তার বিতীয় দিনে তিনি তোমাদেরকে সেই কর্ম-জগতে ফিরিয়ে পাঠান,



যেন জীবনের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ হতে পারে। কেননা শেষ পর্যন্ত তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি কাজ করছ তা তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন।

ምዋ-৮

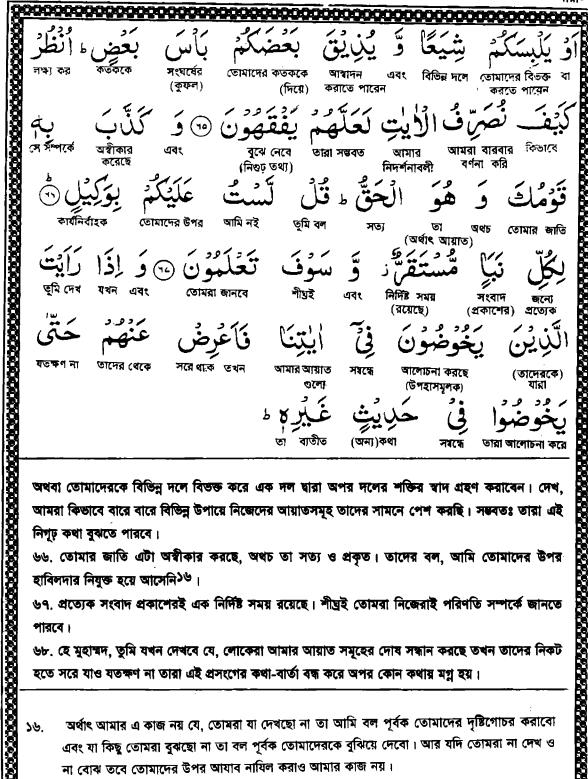
- ৬১. তাঁর বান্দাদের উপর তিনি পূর্ণ কতৃত্বশীল, তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠান। এমন কি, যখন ভোমাদের কারো মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তাঁর প্রেরিত ফিরেশতা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজদের কর্তব্য পালনে একবিন্দু ক্রটি করেনা।
- ৬২. অতপর সকলেই স্বীয় প্রকৃত মনিব ও মাবুদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়। সাবধান থেকো, ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত গ্রহনের সমস্ত ইখভিয়ার কেবল তাঁরই রয়েছে; হিসেব গ্রহণে তিনি পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতালালী।
- ৬৩, হে নবী মুহাম্বদ, এদের নিকট জিজ্ঞাসা করঃ মরুপ্রান্তর ও নদী-সমুদ্রের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে তোমাদেরকে রক্ষা করেন কে? কার সামনে (বিপদের সময়) কাতর কন্ঠে ও চুপেচুপে প্রার্থনা ও দোয়া করতে থাক?



কাকে বল বে, ডিনি ভোমাকে এই বিপদ হডে রক্ষা করলে ভোমরা অবশ্যই শোকর গোযার বান্দাহ হবে? ৬৪, বল, আল্লাহই ভোমাকে তা হতে মুক্তিদান করেন; তা হলে অপরকে তোমরা তাঁর শরীক মনে করছো (कन्रेट?

৬৫. বল, তিনি ভোমাদের উপর উর্দ্ধলোক হতে কিংবা ভোমাদের পারের তল হতে কোন আযাব পাঠিয়ে দিতে मक्य.

অর্থাৎ আলাহতা আলাই এক্সমাত্র সর্বশক্তিমান। তিনিই সকল ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক এবং ١٥٤. তোমাদের ভাল ও মন্দের একমাত্র অধিকারী তিনিই এবং তারই হাতে তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি -এ সত্যের সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের আপন সন্তার মধ্যেই বর্তমান আছে। যখন কোন কঠিন সময় উপস্থিত হয়, এবং সকল প্রকার উপায়-উপকরণ অকার্যকরী বলে মনে হয় তখন তোমরা স্বতঃই নিরুপায় হয়ে তাঁরই দিকে রুজ্ব কর। তোমাদের আপন সম্ভার মধ্যে এই সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সম্ভেও তোমরা বিনা দলিল, বিনা যুক্তি ও বিনা প্রমানে অপরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছ। তাঁরই জীবিকায় তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছ, আর 'দাতা' বানিয়ে রেখেছ অন্য কাউকে। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ হতে তোমরা সাহায্য लां कत्र, जांत जनारक সহায় ও সাহাষ্যकांत्री धातना करत वर्त्त धारका। **छामता मा**त्र रुद्ध छांत्र, किंख দাসত্ব কর অন্য কারুর। তিনিই তোমাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেন, এবং বিপদের সময় তাঁরই কাছে তোমরা বিনয়াবনত হয়ে ক্রন্সন করতে থাকো, কিন্তু যখন সে দুঃসময় কেটে যায় তখন তোমাদের কাছে 'বিপদ তারণ' হয়ে দাড়ায় অন্য কেউ. এবং অন্যদের নামে ও আন্তানায় তখন ন্যর ও নিয়ায চড়তে থাকে।



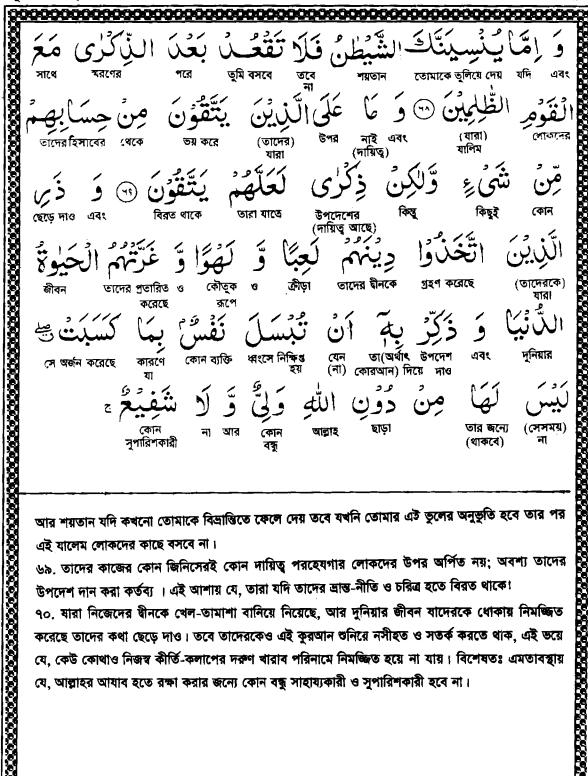
অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দল খারা অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখ আমরা কিভাবে বারে বারে বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের আয়াতসমূহ তাদের সামনে পেশ করছি। সম্বতঃ তারা এই নিগৃঢ় কথা বুঝতে পারবে।

৬৬. তোমার জাতি এটা অস্বীকার করছে, অথচ তা সত্য ও প্রকৃত। তাদের বল, আমি তোমাদের উপর হাবিলদার নিযুক্ত হয়ে আসেনি^{১৬}।

৬৭. প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশেরই এক নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা নিজেরাই পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৬৮. হে মৃহাম্মদ, তুমি যখন দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াত সমূহের দোষ সন্ধান করছে তখন তাদের নিকট হতে সরে যাও যতক্ষণ না তারা এই প্রসংগের কথা-বার্তা বন্ধ করে অপর কোন কথায় মগু হয়।

অর্থাৎ আমার এ কাজ নয় যে, তোমরা যা দেখছো না তা আমি বল পূর্বক তোমাদের দৃষ্টিগোচর করাবো ১৬. এবং যা কিছু তোমরা বুঝছো না তা বল পূর্বক তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। আর যদি তোমরা না দেখ ও না বোঝ তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করাও আমার কাজ নয়।



আর শয়তান যদি কখনো তোমাকে বিভ্রান্তিতে কেলে দেয় তবে যখনি তোমার এই ভূলের অনুভূতি হবে তার পর এই যালেম লোকদের কাছে বসবে না।

৬৯. তাদের কাজের কোন জিনিসেরই কোন দায়িত্ব পরহেযগার লোকদের উপর অর্পিত নয়; অবশ্য তাদের উপদেশ দান করা কর্তব্য । এই আশায় যে, তারা যদি তাদের ভ্রান্ত-নীতি ও চরিত্র হতে বিরত থাকে:

৭০. ষারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-ডামাশা বানিয়ে নিয়েছে, আর দুনিয়ার জীবন বাদেরকে ধোকায় নিমচ্জিড করেছে তাদের কথা ছেড়ে দাও। তবে তাদেরকেও এই কুরআন শুনিয়ে নসীহত ও সতর্ক করতে থাক, এই ভয়ে যে, কেউ কোথাও নিজস্ব কীর্তি-কলাপের দরুণ খারাব পরিনামে নিমচ্ছিত হয়ে না যায় ৷ বিশেষতঃ এমতাবস্থায় যে, আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার জন্যে কোন বন্ধু সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না।

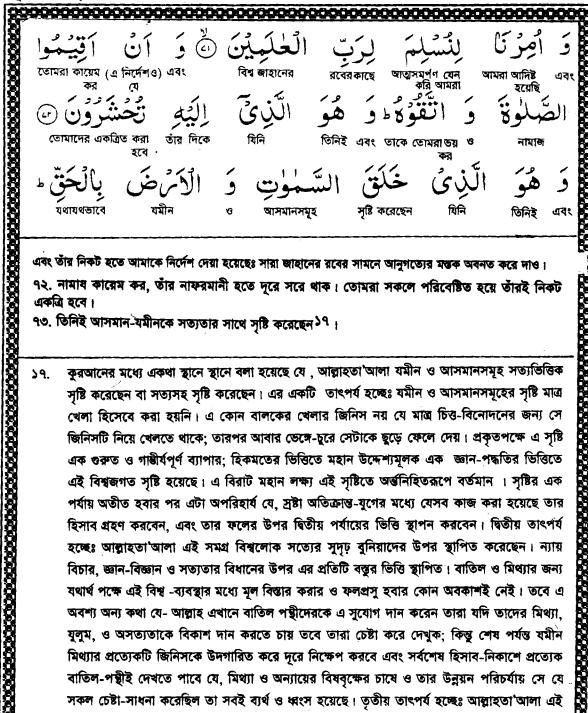




আর যদি সম্রাব্য সক্ষম জ্রিনিস 'ফিদিয়া' দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায় তবে তাও তার নিকট হতে কবুল করা হবে না। কেননা এই সব লোক তো নিজেদের কাজের ফলেই ধরা পড়ে যাবে। সত্যকে অস্বীকার করার পরিণামে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্যে ও পীড়নকারী আযাব ভোগ করার জন্যেও দেয়া হবে। রুকু-৯

৭১. হে নবী, তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করঃ আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবকে কি ডাকব যারা আমাদের না উপকার করতে পারে, না পারে কোন ক্ষতি করতে? বিশেষতঃ আল্লাহ যখন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, এখন কি আমরা উন্টা পায়ে ফিরে যাব? আমরা কি নিজেদের অবস্থা এমন ব্যক্তির মত বানিয়ে নিব যাকে শয়তান মরুভূমির বুকে বিদ্রান্ত করে দিয়েছে এবং সে দিশাহারা লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরেছে? অথচ তার সংগী-সাধীরা তাকে ডাকছে, এই দিকে আস, সহজ-সঠিক পথ এই দিকেই রয়েছে। বলঃ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর হোদায়াতই হচ্ছে সত্যতার হেদায়াত

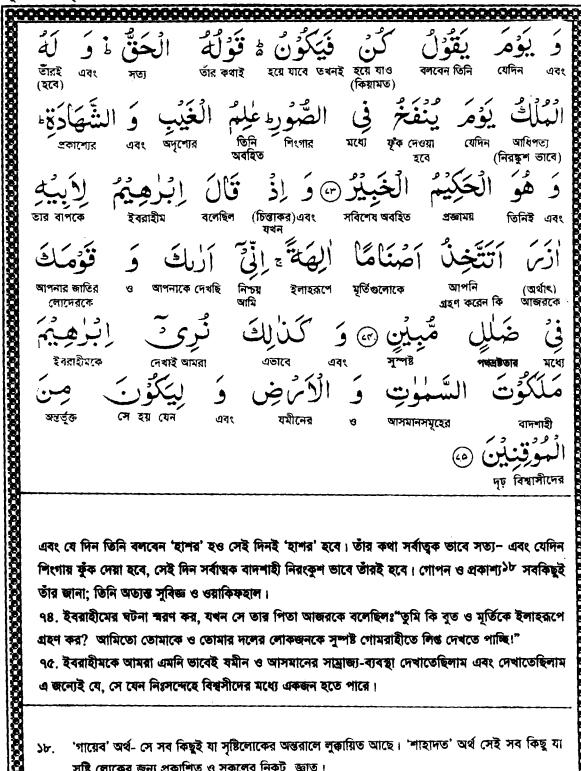
١٩.



এবং তাঁর নিকট হতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ সারা জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের ৭২. নামাধ কারেম কর, তাঁর নাফরমানী হতে দূরে সরে থাক। তোমরা সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই নিকট একত্রি হবে।

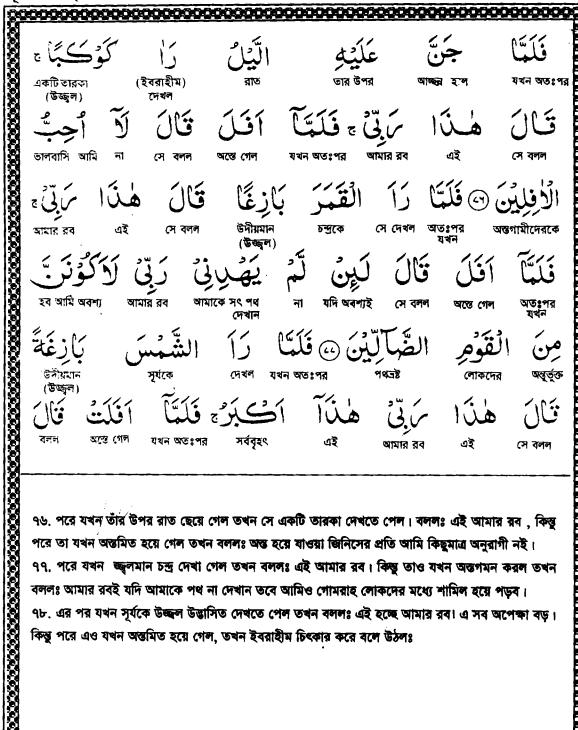
৭৩. তিনিই আসমান-যমীনকে সত্যতার সাথে সৃষ্টি করেছেন^{১৭}া

কুরআনের মধ্যে একথা স্থানে স্থানে বলা হয়েছে যে , আল্লাহতা আলা যমীন ও আসমানসমূহ সত্যভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন বা সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন। এর একটি তাৎপর্য হচ্ছেঃ যমীন ও আসমানসমূহের সৃষ্টি মাত্র খেলা হিসেবে করা হয়নি। এ কোন বালকের খেলার জিনিস নয় যে মাত্র চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে জ্ঞিনিসটি নিয়ে খেলতে থাকে: তারপর আবার ভেঙ্গে-চুরে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ সৃষ্টি এক হুরুত ও গাম্বীর্যপূর্ণ ব্যাপার: হিকমতের ভিত্তিতে মহান উদ্দেশ্যমূলক এক জ্ঞান-পদ্ধতির ভিত্তিতে এই বিশ্বজ্ঞগত সৃষ্টি হয়েছে। এ বিরাট মহান লক্ষ্য এই সৃষ্টিতে অর্প্তনিহিতরূপে বর্তমান । সৃষ্টির এক পর্যায় অতীত হ্বার পর এটা অপরিহার্য যে, স্রষ্টা অতিক্রান্ত-যুগের মধ্যে যেসব কাজ করা হয়েছে তার হিসাব গ্রহণ করবেন, এবং তার ফলের উপর বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করবেন। দিতীয় তাৎপর্য হচ্ছেঃ আল্লাহতা আলা এই সমগ্র বিশ্বলোক সত্যের সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর স্থাপিত করেছেন। ন্যায় বিচার. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যতার বিধানের উপর এর প্রতিটি বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত। বাতিল ও মিধ্যার জন্য যথার্থ পক্ষে এই বিশ্ব -ব্যবস্থার মধ্যে মূল বিস্তার করার ও ফলপ্রসু হবার কোন অবকাশই নেই। তবে এ অবশ্য অন্য কথা যে- আল্লাহ এখানে বাতিল পদ্বীদেরকে এ সুযোগ দান করেন তারা যদি তাদের মিথ্যা যুলুম, ও অসত্যতাকে বিকাশ দান করতে চায় তবে তারা চেষ্টা করে দেখুক: কিন্তু শেষ পর্যন্ত যমীন মিথ্যার প্রত্যেকটি জিনিসকে উদগারিত করে দূরে নিক্ষেপ করবে এবং সর্বশেষ হিসাব-নিকাশে প্রত্যেক বাতিল-পন্থীই দেখতে পাবে যে, মিখ্যা ও অন্যায়ের বিষবৃক্ষের চাষে ও তার উনুয়ন পরিচর্যায় সে যে সকল চেষ্টা-সাধনা করেছিল তা সবই ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়েছে। তৃতীয় তাৎপর্য হচ্ছেঃ আল্লাহতা আলা এই সমগ্র বিশ্বলোক সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ সত্তার সত্যতার ভিত্তিতে তিনি এই বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। তাঁর আদেশ এখানে এজন্যে চলে যে তাঁর সৃষ্টি করা বিশ্বে একমাত্র তিনিই স্থ্রুম পরিচালনার ন্যায্য অধিকার রাখেন। অন্য কারুর এখানে হুকুম পরিচালনার কোনই অধিকার নেই।



এবং যে দিন তিনি বদবেন 'হালর' হও সেই দিনই 'হালর' হবে। তাঁর কথা সর্বাত্তক ভাবে সত্য- এবং যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেই দিন সর্বাত্মক বাদশাহী নিরংকুশ ভাবে তাঁরই হবে। গোপন ও প্রকাশ্য^{১৮} সবকিছুই তাঁর জানা: তিনি অত্যন্ত সুবিজ্ঞ ও ওয়াকিফহাল।

- ৭৪. ইবরাহীমের ঘটনা স্বরণ কর, যখন সে তার পিতা আজরকে বলেছিলঃ"তুমি কি বৃত ও মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? আমিতো ভোমাকে ও ভোমার দলের লোকজনকে সুষ্পষ্ট গোমরাহীতে লিঙ দেখতে পাছিং!"
- ৭৫. ইবরাহীয়কে আমরা এমনি ভাবেই ষমীন ও আসমানের সাম্রাজ্য-ব্যবস্থা দেখাতেছিলাম এবং দেখাতেছিলাম এ জনোই যে, সে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বসীদের মধ্যে একজন হতে পারে।
- 'গায়েব' অর্থ- সে সব কিছুই যা সৃষ্টিলোকের অন্তরালে লুক্কায়িত আছে। 'শাহাদত' অর্থ সেই সব কিছু যা **کلا**. সৃষ্টি লোকের জন্য প্রকাশিত ও সকলের নিকট জ্ঞাত।



৭৬. পরে যখন তাঁর উপর রাত ছেয়ে গেল তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বললঃ এই আমার রব ় কিন্তু পরে তা যখন অন্তমিত হয়ে গেল তখন বললঃ অন্ত হয়ে যাওয়া জিনিসের প্রতি আমি কিছুমাত্র অনুরাগী নই। ৭৭. পরে যখন জ্জ্বলমান চন্দ্র দেখা গেল তখন বললঃ এই আমার রব। কিন্তু তাও যখন অন্তগমন করল তখন বললঃ আমার রবই যদি আমাকে পথ না দেখান তবে আমিও গোমরাহ লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব। ৭৮. এর পর যখন সূর্যকে উচ্ছল উদ্ভাসিত দেখতে পেল তখন বললঃ এই হচ্ছে আমার রব। এ সব অপেকা বড়। কিন্তু পরে এও যখন অন্তমিত হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম চিৎকার করে বলে উঠলঃ



হে লোকজন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানাহ্ম আমি সেসব হতে নিঃসম্পর্ক ^{১৯}।

৭৯. "আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সন্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি বিনি যমীন ও আসমান সমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কন্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।"

৮০. তাঁর জাতি তাঁর সাথে কণড়া করতে লাগল; সে জাতির লোকদের বললঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ৰগড়া করছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আর আমি তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ভয় করিনা। তবে আমার রব যদি কিছু চান, তবে ডা অবশ্যই হতে পারে । আমার আপ্রাহর জ্ঞান সকল জিনিসের উপর পরিবা**ও হরে আছে। এখন** ভোমাদের কি আদৌ হল হবে না^{২০}?

- হযরত ইব্রাহিম (আঃ) নবুয়াতের মর্যাদা লাভ করার পূর্বে যে প্রাথমিক চিন্তা ও মননের সাহায্যে সত্যের 79. উপলব্ধি লাভ করে ছিলেন এই আয়াতে সেই চিম্ভা ও মননের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য শেরক-আচ্ছনু পরিবেশে জনুলাভ করেও একজন সৃষ্ট্য বিবেক ও স্বচ্ছ জ্ঞান-বৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কেমন করে বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এবং এ সম্পর্কে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা-গবেষণা করে সভ্যের জ্ঞান লাভে কৃতকার্য হয়েছিলেন।
- মূলে এখানে 'ভাষাকুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এস সঠিক অর্থ হচ্ছেঃ কোন বিষয়ে গাফলতির ও **રે**૦. বিশ্বতিতে পড়ার পর হঠাৎ চমকিত হয়ে সেই জ্বিনিসকে শ্বরণ করা। এজন্য 😢 🕏 🕏 এর এই অনুবাদ করা হয়েছে। **তেনে কেন্দ্রের ক্রিন্তার করা হ**য়েছে।



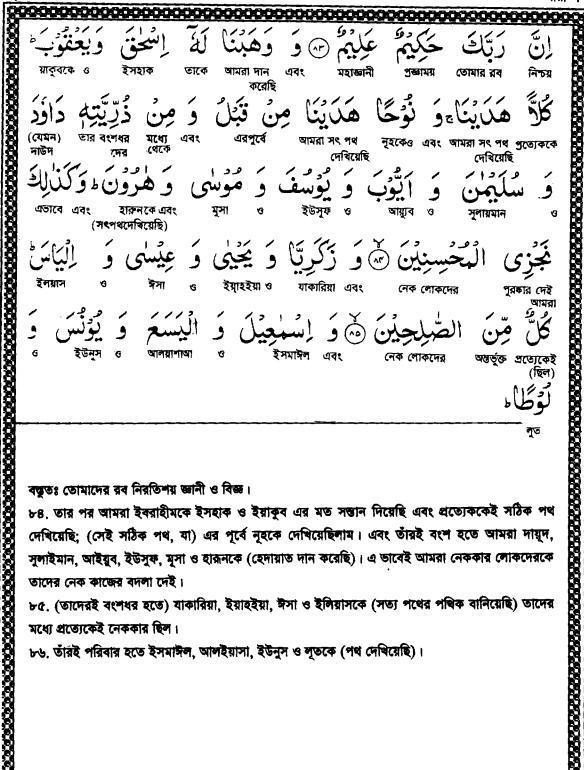
৮১. তোমাদের বানানো শরীকদের আমি কি করে ভর করতে পারি যখন তোমরা আল্লাহর সাখে এমন সব জিনিসকে শরীক বানাতে ভর করনা, যাদের সম্পর্কে তিনি তোমাদের নিকট কোন সনদ নাযিশ করেন নি? আমাদের দু'দলের মধ্যে কে অধিকতর শান্তি ও নিরাপন্তা লাভের অধিকারী? বল, যদি তোমাদের কোন কিছু জানা থাকে।

৮২. প্রকৃতপক্ষে নিরাপন্তা তাদেরই জন্য -ঠিক পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি।

রুকু-১০

৮৩. এই ছিল আমাদের সেই যুক্তি প্রমাণ বা আমরা ইবরাহীমকে তাঁর জাতির মেকাবিলার জন্য দান করেছি। আমরা যাকে চাই উচ্চতর মর্যাদা দান করি।

مريسي

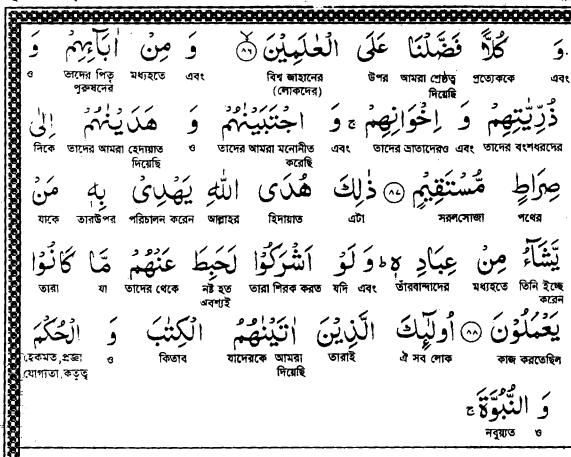


বস্তুতঃ তোমাদের রব নিরতিশয় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

৮৪, তার পর আমরা ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকৃব এর মত সম্ভান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি; (সেই সঠিক পথ, যা) এর পূর্বে নৃহকে দেখিয়েছিলাম। এবং তাঁরই বংশ হতে আমরা দায়ুদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হান্ধনকে (হেদায়াত দান করেছি)। এ ভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই।

৮৫. (তাদেরই বংশধর হতে) যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি) তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নেককার ছিল।

৮৬. তাঁরই পরিবার হতে ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস ও লৃতকে (পথ দেখিয়েছি)।



তাদের প্রত্যেককে আমি সমগ্র দূনিয়া জাহানের লোকদের উপর শ্রেষ্টজু-বৈশিষ্ট দান করেছি।

৮৭. উপরস্থু তাদের পিতা-মাতা, তাদের সন্তান এবং তাদের ভাই-বন্ধুদের মধ্য হতে বহু লোককে আমরা সম্মানিত করেছি, তাদেরকে নিজের খেদমতে মনোনীত করে নিয়েছি এবং সঠিক-সোজা পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছি।

৮৮. এটা আল্লাহর হেদায়াত, তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিছু তারা যদি শেরক করে থাকত, তবে তাদের সব কৃতকমর্হ বিনষ্ট হয়ে যেত।

৮৯. এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমরা কিতাব, হুকুম ও নবুর্য়ত দান করেছি^{২১}।

২১. পরগম্বরদেরকে তিনটি বন্ধু দান করার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম- 'কিভাব' অর্থাৎ আল্লাহতাআ'লার হেদায়াত-নামা (আদেশ-উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ), দ্বিতীয়- 'হকুম' অর্থাৎ এই হেদায়াত-নামার সঠিক বৃঝ ও উপলব্ধি এবং তার আদর্শ ও নীতি-নিয়মগুলোর জীবনের ব্যাপারসমূহের উপর সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার যোগ্যতা: এবং জীবনের সমস্যা সমূহের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তকারী অভিমত গ্রহণ করার আল্লাহ-প্রদত্ত ক্ষমতা; তৃতীয়— 'নবুয়াত' অর্থাৎ এই হেদায়াত-নামা অনুযায়ী সৃষ্টিলোকের পথ-প্রদর্শন করার আল্লাহ-প্রদত্ত পদ ও সনদ।

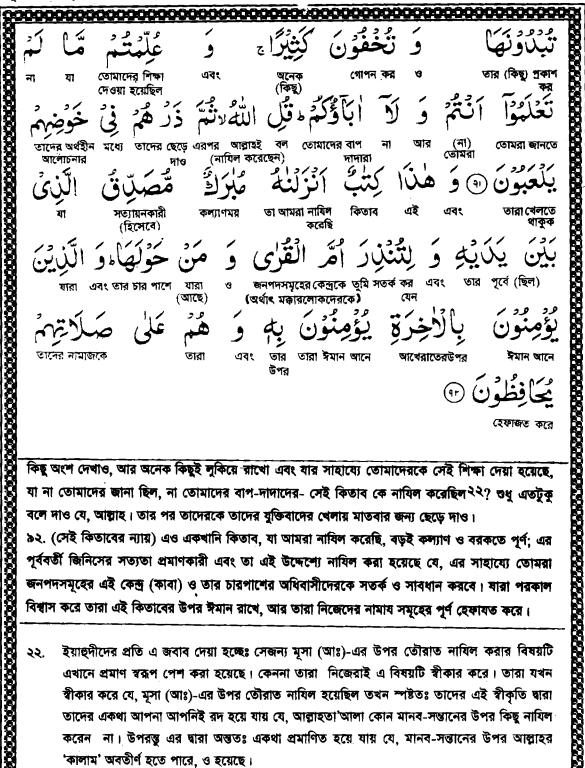
```
লোকদের উপর
                                ব্দর্পন করেছি
                                                  (তবে কোনপরোয়ানেই)
                                                            ঐ সব(নবীরসূল)
                                                                           অধীকারকারী
                                                                                                     তারা নয়
                              পরিচালনা করেছিলেন
                                        পারিশ্রমিক
                                                                     চাই আমি
                                                    আল্লাহকে
                                                               তারা মর্যাদা দিল
                                                                                    এবং
                                                                                               বিশ্বের লোকদের
                                                                     কোন
                                                                                                  নাযিল করেছেন
                                          (অর্থাৎ কিতাব)
                                                                    মানুষের
     তা তোমরা রাখ
                    লোকাদের জনো
                                                 Ø
                                                                     যুসা
                                                                                        এনেছিল
```

এখন তারা বদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবে (করতে পারে, কোন পরোয়া নেই) আমরা অন্য কিছু লোককে এই নিরামত সোর্পদ করেছি, যারা এর অ**স্বীকারকারী ন**র।

৯০. হে মুহামাদঃ আল্লাহর তরফ হতে তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তোমরা চলো এবং বলে দাও যে, আমি(তবলীগ ও হেদারাতের) কাব্দে তোমাদের প্রতি কোন মজুরীর প্রার্থী নই ৷ এতো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য এক সাধারণ নসীহত বিশেষ।

季季- >>

৯১. সেই গোকোরা আল্লাহ সম্পর্কে ভুল অনুমান করে নিয়েছে যখন তারা বলেছে যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেন নি। তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাহলে সে কিতাব -যা মুসা নিয়ে এসেছিল, যা সমগ্র মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও পর্থনির্দেশ ছিল, যাকে তোমরা টুকরা টুকরা করে রাখছ-



কিছু অংশ দেখাও, আর অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখো এবং যার সাহায্যে তোমাদেরকে সেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা না তোমাদের জানা ছিল, না তোমাদের বাপ-দাদাদের- সেই কিতাব কে নাযিল করেছিল ২২? ওধু এতটুকু বলে দাও যে, আল্লাহ। তার পর তাদেরকে তাদের যুক্তিবাদের খেলায় মাতবার জন্য ছেডে দাও।

৯২. (সেই কিতাবের ন্যায়) এও একখানি কিতাব, যা আমরা নাষিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতে পূর্ণ; এর পূর্ববর্তী জিনিসের সত্যতা প্রমাণকারী এবং তা এই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে যে, এর সাহায্যে তোমরা জনপদসমূহের এই কেন্দ্র (কাবা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক ও সাবধান করবে। যারা পরকাল বিশ্বাস করে তারা এই কিতাবের উপর ঈমান রাখে, আর তারা নিজেদের নামায সমূহের পূর্ণ হেঞাযত করে।

ইয়াহুদীদের প্রতি এ জবাব দেয়া হচ্ছেঃ সেজন্য মৃসা (আঃ)-এর উপর তৌরাত নাযিল করার বিষয়টি **રર**. এখানে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। কেননা তারা নিজেরাই এ বিষয়টি স্বীকার করে। তারা যখন স্বীকার করে যে, মুসা (আঃ)-এর উপর তৌরাভ নাযিল হয়েছিল তখন স্পষ্টতঃ তাদের এই স্বীকতি দ্বারা তাদের একথা আপনা আপনিই রদ হয়ে যায় যে, আল্লাহতা'আলা কোন মানব-সন্তানের উপর কিছু নাযিল করেন না। উপর্ভু এর দ্বারা অন্ততঃ একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মানব-সন্তানের উপর আল্লাহর 'কালাম' অবতীর্ণ হতে পারে, ও হয়েছে।



৯৩. সেই ব্যক্তির তুলনায় বড় বালেম আর কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিখ্যা দোষারোপ করে, কিংবা বলে যে, আমার উপর কোন অহী নাযিল হয়েছে– অথচ প্রকৃতপক্ষে তার উপর কোন অহীই নাযিল করা হয়নি; অথবা যে আল্লাহর নাবিল করা জিনিসের মোকাবিলার বলে, আমিও এরূপ জিনিস নাবিল করে দেখাব; হায়, ভূমি যদি যালেমদেরকে সেই অবস্থার দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যাতনার হাবুড়ুবু খেতে থাকে। এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকে ঃ দাও, বের কর তোমাদের জ্ঞান-প্রাণ; আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শান্তি হিসেব লাম্বনার আয়াব দেয়া হবে, আল্লাহর উপর মিখ্যা দোয়ারোপ করে যা তোমরা অকারণ প্রদাপ বকছিলে, এবং তার আয়াতের মোকাবেলায় অহংকার-বিদ্রোহ দেখাতেছিলে।

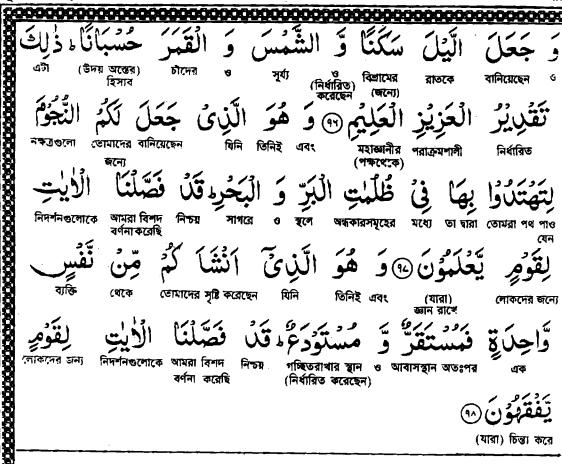


৯৪. (এবং আল্লাহ বলবেন) নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমাদের সামনে হাজির হয়েছ, যেমন আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে আমরা দুনিয়ায় যাকিছু দিরেছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছে। এখন আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের সেই শাকায়াতকারীদেরকেও তো দেখি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করছিলে যে, তোমাদের কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হরে গেছে এবং তোমরা বা ধারণা করতে তা সবই আন্ধ তোমাদের নিকট হতে বিশীন হয়ে গেছে।

李-75

৯৫. দানা ও বীজ্ঞ দীর্ণকারী হচ্ছেন আল্লাহ^{২৩}। ডিনিই জীবনকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে বের করেন জীবন্ত হতে ^{২৪}। এসৰ কাজেরই আসল কর্তা হচ্ছেন স্বন্নং আল্লাহ, তা হলে তোমরা কোখার ভ্রান্ত হয়ে যাছ। ৯৬. রাত্রির আবরণ দীর্ণ করে রঙ্কিন প্রভাতের তিনিই উদ্বেষ করেন,

- অর্থাৎ ভূমির অভ্যন্তরে বীজকে বিদীর্ণ করে তার থেকে উদ্ভিদের অংকুর ও চারার বিকাশকারী। ২৩.
- 'জ্ঞীবিত' থেকে 'মৃত' বহির্গত করার অর্থ- প্রাণহীন উপাদান থেকে জীবন্ত জীব সৃষ্টি করা। আর 'মৃত' ₹8. থেকে 'জীবিত'কে নির্গত কার অর্থ- জীবদেহ থেকে নিম্পাণ বস্তু বের করা।

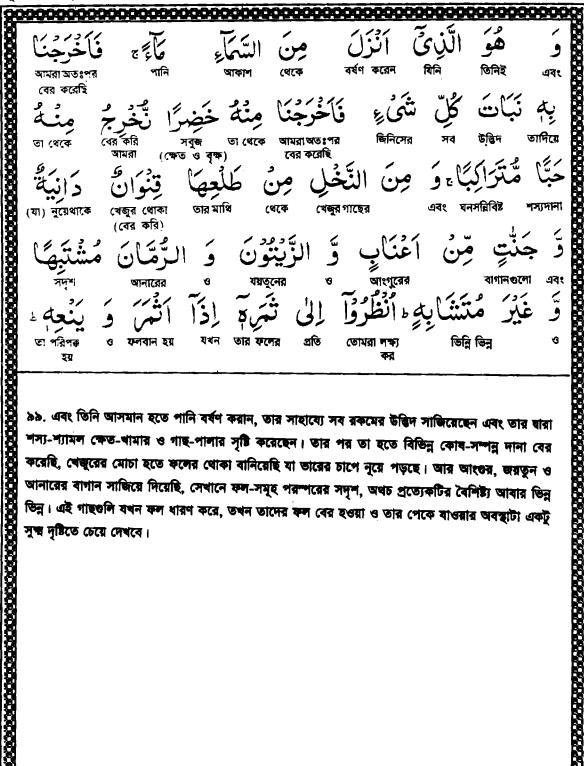


তিনিই রাত্রিকে শান্তির সময় বানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই চন্দ্র ও সূর্বের উদয়-অন্তের হিসেব নির্দিষ্ট করেছেন; বস্তুতঃ এ সবই সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী নির্ধারিত পরিমাণ।

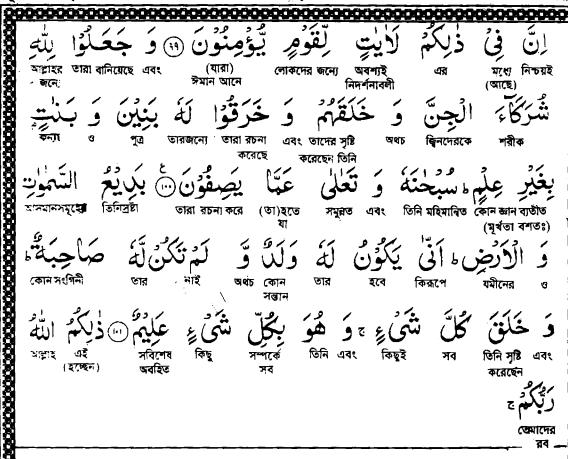
৯৭. এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকাসমূহকে মন্ধ্র-সমূদ্রের গভীর অন্ধকারে পথ জানার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্যকর, আমরা চিহ্ন সমূহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি^{২৫} – তাদের জন্য বারা জ্ঞানী।

৯৮. এবং তিনিই এক প্রাণী হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার পর প্রত্যেকেরই জন্য একটি অবস্থানের স্থল রয়েছে, আর একটি আছে তাকে গদ্ধিত রাখার জারগা। এই নিদর্শনসমূহ আমরা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করলাম তাদের জন্য থারা জ্ঞান-বৃদ্ধি-সম্পন্ন লোক।

২৫. অর্থাৎ এই সত্যের নিদর্শনসমূহ যে, আল্লাহ মাত্র একজন; অন্য কোন দ্বিতীয় জন আল্লাহর গুনাবলী ধারণ করে না ও আল্লাহর ক্ষমতা ও অধিকারেও কেউ অংশীদার নেই, এবং আল্লাহর স্বত্ব ও হকসমূহে অন্য কেউ হকদার নেই।



৯৯. এবং তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করান, তার সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ সাঞ্জিরেছেন এবং তার ছারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছ-পালার সৃষ্টি করেছেন। তার পর তা হতে বিভিন্ন কোষ-সম্পন্ন দানা বের করেছি, খেঞ্বুরের মোচা হতে ফলের খোকা বানিরেছি যা ভারের চাপে নৃয়ে পড়ছে। আর আংগুর, জরতুন ও আনারের বাগান সান্ধিয়ে দিয়েছি, সেখানে ফল-সমৃহ পরস্পরের সদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই গাছতদি যখন ফল ধারণ করে, তখন তাদের ফল বের হওয়া ও তার পেকে বাওয়ার অবস্থাটা একটু সুস্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবে।



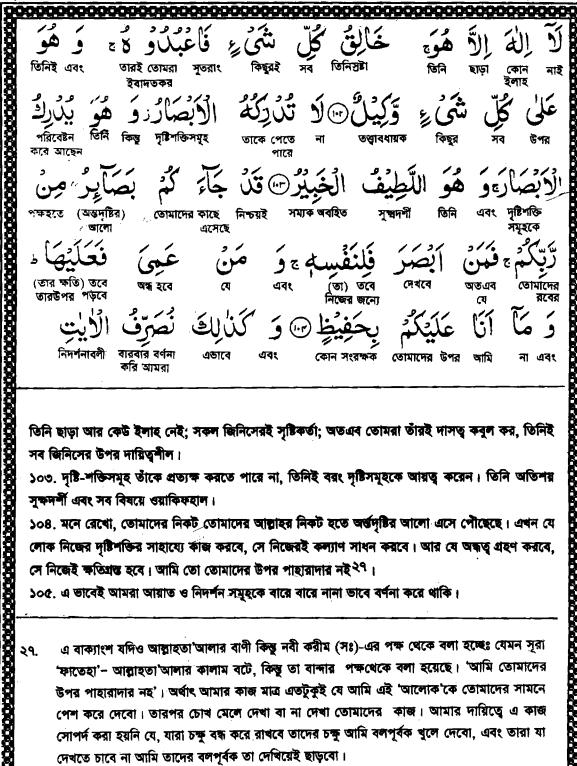
এই সব জ্বিনিসেই সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিহিত রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান এনে থাকে। রুকু-১৩

১০০. এ সম্বেও শোকেরা জ্বিনদের আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নেয়^{২৬} অথচ তিনিই (আল্লাহ) তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর (আল্লাহর) জন্য পুত্র কন্যা রচনা করে; অথচ তিনি তাদের এসব কথা হতে পবিত্র ও মহান।

১০১. তিনি আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক; তাঁর সন্তান হতে পারে কিরূপে যখন তাঁর জীবন-সংগিনীই কেউ নেই? তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জ্বিনিস সম্পর্কে তিনি জ্বানী।

১০২. এই হচ্ছেন আল্লাহ ভোমাদের রব,

২৬. অর্থাৎ নিজেদের অলীক কল্পনা ও অনুমানে এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, এই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনায় ও মানুষের ভাগ্য-রচনায় ও ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আল্লাহর সংগে সংগে অপরাপর প্রচ্ছনু সন্তাসমূহ শরীক আছে—কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেই বৃদ্ধি ও বিকাশের দেবতা, কেউ ধণ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী, কেউ রোগ-ব্যাধির দেবী। আত্মা,শয়তান, রাক্ষস, দেবতা ও দেবীদের সম্পর্কে এই সব ধরনের অলীক ধারণা-বিশ্বাস দুনিয়ার সমস্ত মুশরিক জাতিগুলির মধ্যে বরাবর পাওয়া যায়।



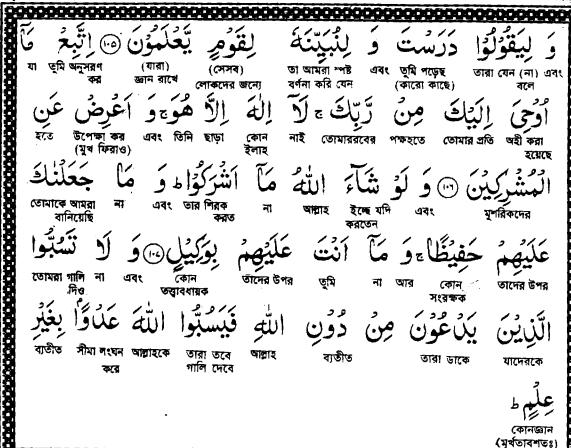
তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই; সকল জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা; অভএব তোমরা তাঁরই দাসত্ব কবুল কর, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল।

১০৩. দৃষ্টি-শক্তিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আরত্ব করেন। তিনি অতিশয় जुक्जनी व्यर जय वियस्य उग्नाकिकशान।

১০৪. মনে রেখো, ভোমাদের নিকট ভোমাদের আল্লাহর নিকট হতে অর্ব্যন্তির আলো এসে পৌছেছে। এখন যে লোক নিজের দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কান্ধ করবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধত্ব গ্রহণ করবে, সে নিজেই ক্ষতিশ্রন্ত হবে। আমি তো তোমাদের উপর পাহারাদার নই^{২৭}।

১০৫. এ ভাবেই আমরা আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে বারে বারে নানা ভাবে বর্ণনা করে থাকি।

এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহতা আলার বাণী কিন্তু নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছেঃ যেমন সূরা 'ফাতেহা'– আল্লাহতা'আলার কালাম বটে, কিন্তু তা বান্দার পক্ষথেকে বলা হয়েছে। 'আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নহ'় অর্থাৎ আমার কাজ মাত্র এতটুকুই যে আমি এই 'আলোক'কে তোমাদের সামনে পেশ করে দেবো। তারপর চোখ মেলে দেখা বা না দেখা তোমাদের কাজ। আমার দায়িত্বে এ কাজ সোপর্দ করা হয়নি যে, যারা চক্ষু বন্ধ করে রাখবে তাদের চক্ষু আমি বলপূর্বক খুলে দেবো, এবং তারা যা দেখতে চাবে না আমি তাদের বলপূর্বক তা দেখিয়েই ছাড়বো।

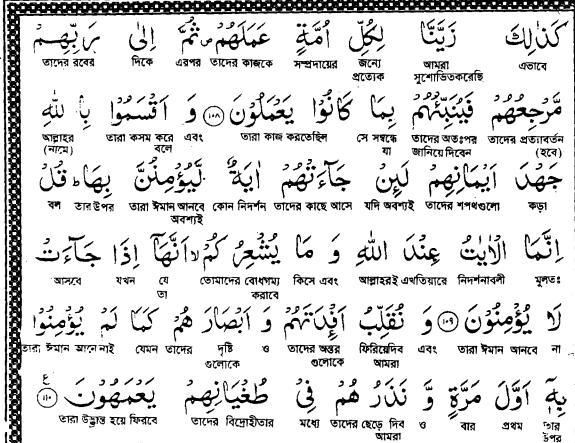


করি এই জন্য বে, এরা বলবে, তুমি কারো নিকট হতে পড়ে এসেছ, আর জ্ঞানবান লোকদের সামনে আমরা প্রকৃত সত্যকে উদ্যাটিত ও উদ্ভাসিত করে তুলব।

১০৬. হে মুহাম্বদ, ভোমার প্রতি ভোমার আল্লাহর নিকট হতে যে অহী নাযিপ হরেছে তুমি তারই অনুসরণ করে চল। কেননা, সেই তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং এই মুশরিকদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হরো না।

১০৭. <mark>আন্তাহর ইচ্ছাই যদি হত তবে(তিনি এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যে) এরা শেরক করত না। তোমাকে</mark> আমরা এদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি, আর তমি তাদের জন্য দায়িত্বশীলও নও।

১০৮. এবং (হে ইমানদার লোকেরা)ঃ এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিরে যাদের ইবাদত করে তাদেরকে তোমরা গালাগালি দিওনা। এমন যেন না হয় যে, এরা শেরকের ক্ষেত্রে অশ্বসর হতে গিয়ে মূর্থতাবশতঃ আল্লাহকেই গালাগালি দিতে তক্ষ করবে।



আমরা তো এভাবেই প্রতিটি মানব-মন্ডণীর জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের নিজেদের রবেরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তারা কি কি কাঞ্জ করছিল তা তিনি তাদেরকে বলে দিবেন।

১০৯. এরা কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে যে, আমাদের সামনে কোন নিদর্শন যদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তবে আমরা তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনব। হে মুহাম্বদ, তাদেরকে বল যে, আল্লাহর নিকট নিদর্শন অনেক রয়েছে। আর তোমাদেরকে কোমন করে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শনসমূহ সুস্পন্ট হয়ে উঠলেও এরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয়্ব ।

১১০. তারা যেমন প্রথম বারে তার প্রতি ঈমান আনে নি তেমনি করেই আমি তাদের দিল ও দৃষ্টিকে নানা দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে তাদের আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকার জ্ন্য ছেড়ে দিয়ে থাকি।

২৮. এ কথা মৃসলমানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কেননা তারা অস্থিরতার সংগে কামনা কর্রাছল যে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হোক, যা দেখে তাদের পথভ্রষ্ট ভায়েরা সত্য-সঠিক পথে এসে যায়।

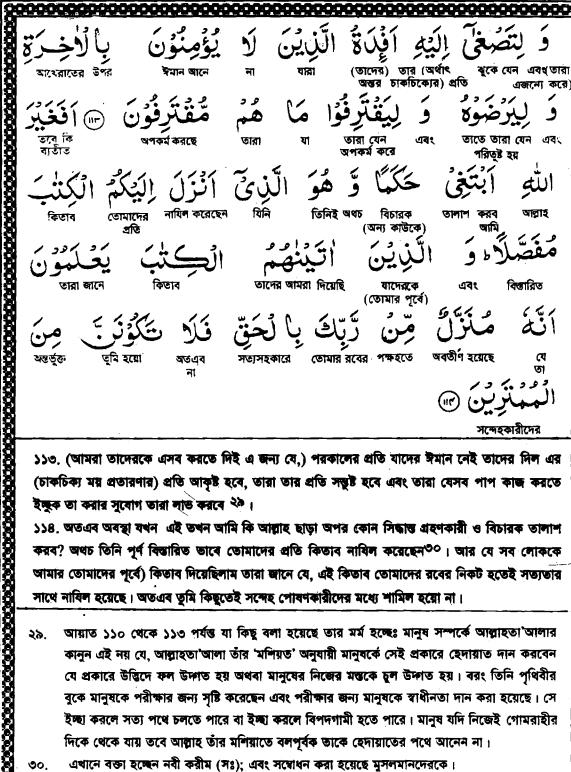
والما



李-28

১১১. আমরা যদি ফেরেশতাও তাদের প্রতি নাবিল করতাম, মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকেও যদি তাদের চোখেই সামনে একত্রিত করে দিতাম, তবুও তারা ঈমান আনত না। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছাই যদি এমন হয় (বে, তারা ঈমান আনবে) তবে অন্যকথা। কিন্তু অনেক লোকই অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে।

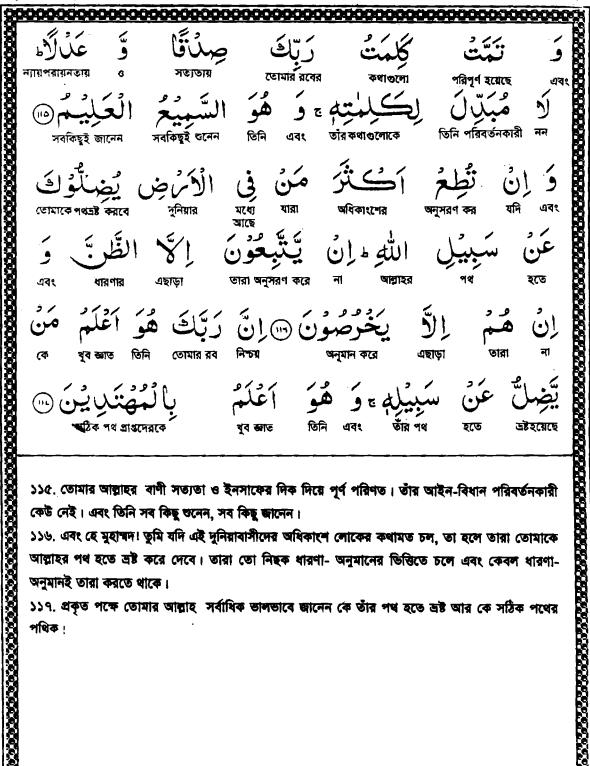
১১২. আর আমরা তো এ ভাবেই চিরদিন শয়তান-মানুষ আর শয়তান-জ্বিনকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি, এরা পরস্পরের কাছে মনোহরী কথা ধোকা ও প্রভারণার ছলে বলতে থাকে। ভারা এরূপ করবে না এটা যদি তোমার রবের ইচ্ছা হড ভবে ভারা এরূপ কখনো করত না। অতএব তোমরা ভাদেরকে ভাদের অবস্থার উপর ছেডে দাও- তারা মিখ্যা কথা বলতে ও মিখ্যা চর্চা করতে থাকুক।



১১৩. (আমরা তাদেরকে এসব করতে দিই এ জন্য যে,) পরকালের প্রতি যাদের ঈমান নেই তাদের দিল এর (চাক্চিক্য ময় প্রভারণার) প্রতি আকৃষ্ট হবে, ভারা ভার প্রতি সন্তুট হবে এবং ভারা যেসব পাপ কাচ্চ করতে ইন্দুক তা করার সুবোগ তারা লাভ করবে 🤏 ।

১১৪. অতএব অবস্থা যখন এই তখন আমি কি আল্লাহ ছাড়া অপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বিচারক তালাশ করব? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত ভাবে ভোমাদের প্রতি কিতাব নাষিল করেছেন^{৩০}। আর যে সব লোককে আমার তোমাদের পূর্বে) কিভাব দিয়েছিলাম তারা জ্বানে যে, এই কিভাব ভোমাদের রবের নিকট হতেই সভ্যভার সাথে নাবিল হয়েছে। অতএব তুমি কিছুতেই সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ো না।

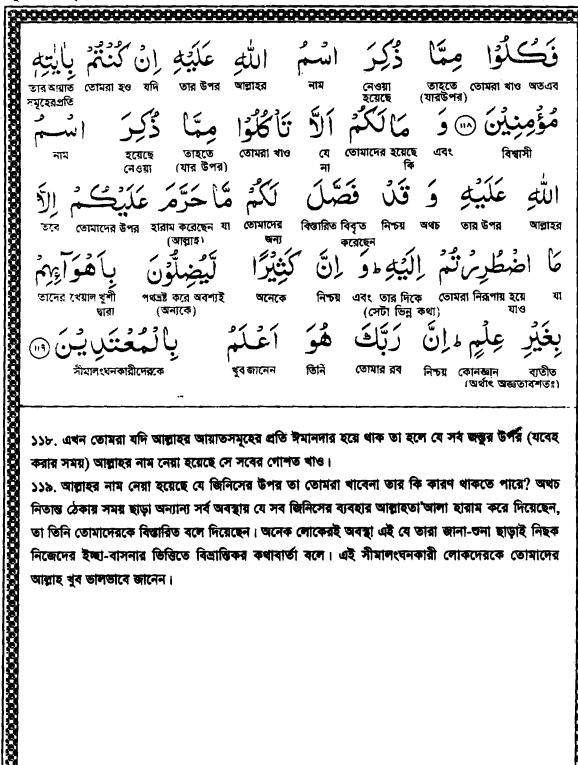
- আয়াত ১১০ থেকে ১১৩ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার মর্ম হচ্ছেঃ মানুষ সম্পর্কে আল্লাহতা আলার ২৯. কানুন এই নয় যে, আল্লাহডা'আলা তাঁর 'মশিয়ড' অনুযায়ী মানুষকে সেই প্রকারে হেদায়াভ দান করবেন যে প্রকারে উদ্ভিদে ফল উদ্গত হয় অথবা মানুষের নিজের মন্তকে চুল উদ্গত হয়। বরং তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পরীক্ষার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। সে ইচ্ছা করলে সত্য পথে চলতে পারে বা ইচ্ছা করলে বিপদগামী হতে পারে। মানুষ যদি নিজেই গোমরাহীর দিকে থেকে যায় তবে আল্লাহ তাঁর মশিয়াতে বলপূর্বক তাকে হেদায়াতের পথে আনেন না i
- এখানে বক্তা হচ্ছেন নবী করীম (সঃ): এবং সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে।



১১৫. তোমার আল্লাহর বাণী সভ্যভা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ব পরিণত। তাঁর আইন-বিধান পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এবং তিনি সব কিছু খনেন, সব কিছু জানেন।

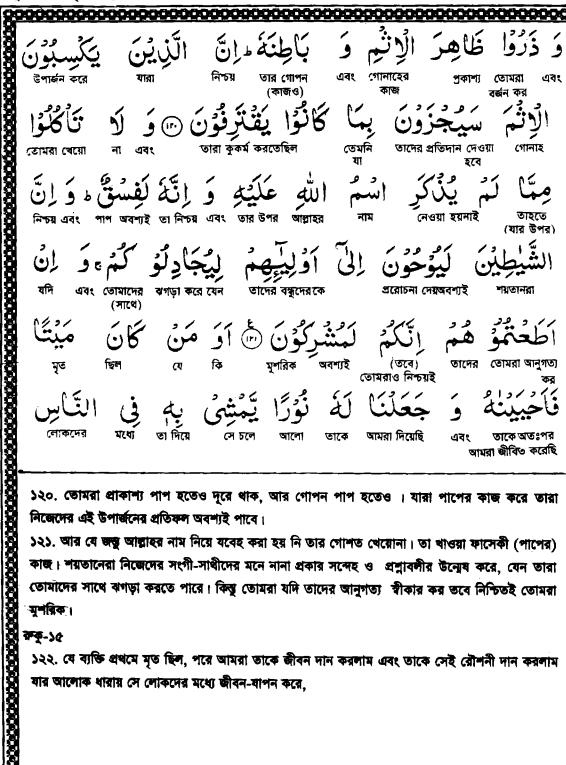
১১৬. এবং হে মুহাম্বদ। তুমি যদি এই দুনিয়াবাসীদের অধিকাশে লোকের কথামত চল, তা হলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা- অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা-অনুমানই তারা করতে থাকে।

১১৭. প্রকৃত পক্ষে তোমার আল্লাহ সর্বাধিক ভালভাবে জ্ঞানেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট আর কে সঠিক পথের পথিক !



১১৮. এখন তোমরা যদি আল্লাহর আয়াভসমূহের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক ডা হলে যে সর্ব জম্ভর উর্ণীর (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সে সবের গোশত খাও।

১১৯. আল্লাহর নাম নেরা হয়েছে যে জিনিসের উপর তা তোমরা খাবেনা তার কি কারণ থাকতে পারে? অখচ নিতান্ত ঠেকার সময় ছাড়া অন্যান্য সর্ব অবস্থায় যে সব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহতা আলা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। অনেক লোকেরই অবস্থা এই যে তারা জানা-তনা ছাড়াই নিছক নিজেদের ইচ্ছা-বাসনার ভিন্তিতে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে। এই সীমালংঘনকারী লোকদেরকে তোমাদের আল্লাহ খুব ভালডাবে জানেন।

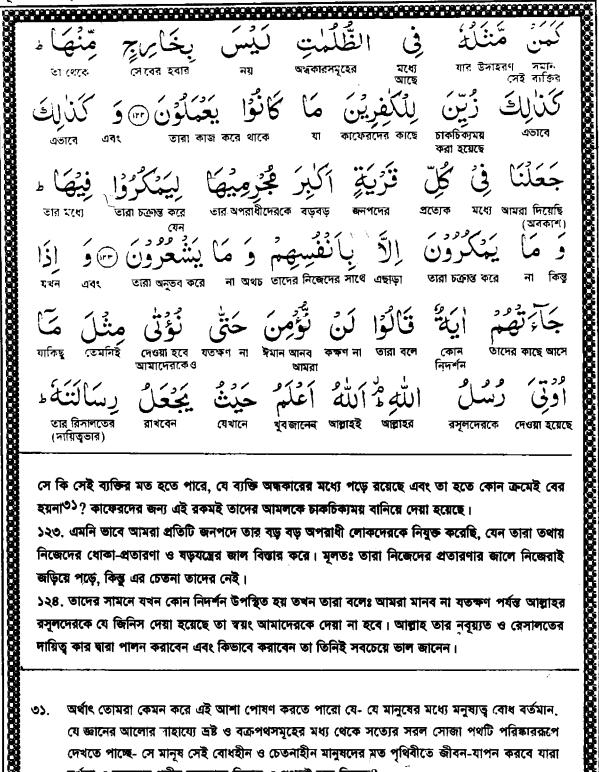


১২০. ভোমরা প্রাকাশ্য পাপ হতেও দূরে থাক, আর গোপন পাপ হতেও । যারা পাপের কাছ করে ভারা নিজেদের এই উপার্জনের প্রতিফল অবশাই পাবে।

১২১. আর বে জন্ম আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয় নি তার গোশত খেরোনা। তা খাওয়া ফাসেকী (পাপের) কান্ত। শয়তানেরা নিজেদের সংগী-সাধীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্লাবদীর উন্মেষ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার কর ভবে নিচিতই তোমরা মুশব্রিক।

李季-5仓

১২২. বে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমরা তাকে জীবন দান করলাম এবং তাকে সেই রৌলনী দান করলাম যার আলোক ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবন-যাপন করে,

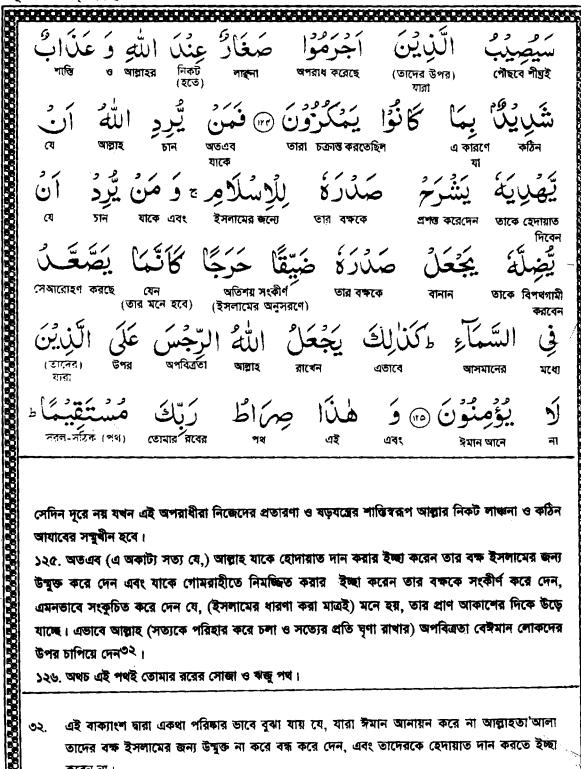


সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং তা হতে কোন ক্রমেই বের হয়না^{৩১}? কাফেরদের জন্য এই রকমই তাদের আমলকে চাকচিকাময় বানিরে দেয়া হয়েছে।

১২৩. এমনি ভাবে আমরা প্রতিটি জনপদে তার বড় বড় অপরাধী লোকদেরকে নিযুক্ত করেছি, যেন তারা তথায় নিজেদের ধোকা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। মূলতঃ তারা নিজেদের প্রতারণার জালে নিজেরাই জড়িয়ে পর্ডে, কিন্তু এর চেতনা তাদের নেই।

১২৪. তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তখন তারা বলেঃ আমরা মানব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসুলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে তা স্বয়ং আমাদেরকে দেয়া না হবে। আল্লাহ তার নবৃয়্যত ও রেসালতের দায়িত্ব কার ঘারা পালন করাবেন এবং কিভাবে করাবেন তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জ্ঞানেন।

অর্থাৎ তোমরা কেমন করে এই আশা পোষণ করতে পারো যে- যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যভু বোধ বর্তমান **۵**۵. যে জ্ঞানের আলোর নাহায্যে ভ্রষ্ট ও বক্রপথসমূহের মধ্য থেকে সত্যের সরল সোজা পথটি পরিষ্কাররূপে দেখতে পাচ্ছে- সে মানৃষ সেই বোধহীন ও চেতনাহীন মানুষদের মত পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে যারা মুর্খতা ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে বিভ্রান্ত ও পথত্রষ্ট হয়ে ফিরছে?



সেদিন দূরে নম্ন যখন এই অপরাধীরা নিজেদের প্রভারণা ও ষড়যন্ত্রের শান্তিস্বরূপ আল্লার নিকট লাঞ্চনা ও কঠিন আযাবের সমুখীন হবে।

১২৫. অতএব (এ অকাট্য সত্য যে,) আল্লাহ যাকে হোদারাভ দান করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে গোমরাহীতে নিমচ্ছিত করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন, এমনভাবে সংকৃচিত করে দেন যে, (ইসলামের ধারণা করা মাত্রই) মনে হয়, তার প্রাণ আকাশের দিকে উড়ে যাছে। এভাবে আল্লাহ (সভ্যকে পরিহার করে চলা ও সভ্যের প্রতি ঘৃণা রাখার) অপবিত্রতা বেইমান লোকদের উপর চাপিয়ে দেন^{৩২}।

১২৬. অথচ এই পথই তোমার ররের সোজা ও ঋজু পথ।

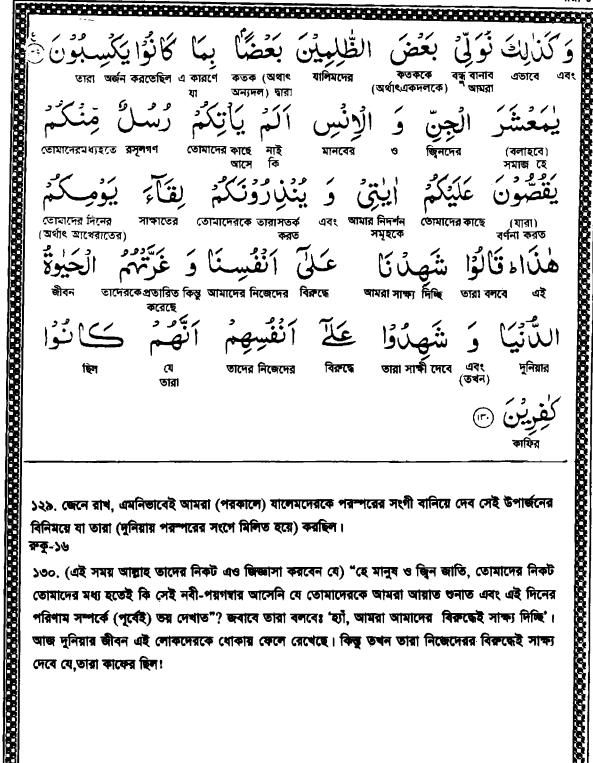
এই বাক্যাংশ দ্বারা একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, যারা ঈমান আনায়ন করে না আল্লাহতা আলা ૭૨. তাদের বন্ধ ইসলামের জন্য উত্মুক্ত না করে বন্ধ করে দেন, এবং তাদেরকে হেদায়াত দান করতে ইচ্ছা করেন না।



নসীহত গ্রহণকারীদের জন্য তার চিহ্ন সমূহ উজ্জ্বল করে দেয়া হয়েছে।

১২৭. তাদের জন্য তাদের আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপন্তার ঘর রয়েছে, তিনিই তাদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের অবলম্বিত সঠিক নির্ভুল কর্ম-পদ্ধতির কারণে।

১২৮. যেদিন আল্লাহ এই সব লোককে ধরে একত্রিত করবেন সেই দিন তিনি জ্বিনদেরকে (অর্থাৎ শয়তান জ্বিনদেরকে) সম্বোধন করে বলবেনঃ "হে জ্বিন সমাজ, তোমরা তো মানব সমাজের উপর খুব বাড়াবাড়ি করলে।" মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা নিবেদন করবেঃ 'হে পরোযারদেগার। আমরা পরস্পরের ঘারা খুব ফায়দা পৃটিরাছি। এবং এখন আমরা সেই অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে। 'আল্লাহ বলবেনঃ আল্লা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্লাম। এখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। এ হতে রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। তোমাদের আল্লাহ निश्नात्मरः नर्वछ । विछा।



১২৯. জেনে রাখ, এমনিভাবেই আমরা (পরকালে) যালেমদেরকে পরস্পরের সংগী বানিয়ে দেব সেই উপার্জনের বিনিময়ে যা তারা (দুনিয়ায় পরস্পরের সংগে মিলিত হয়ে) করছিল। ক্লকু-১৬

১৩০. (এই সময় আল্লাহ ভাদের নিকট এও জিজ্ঞাসা করবেন যে) "হে মানুষ ও জ্বিন জাতি, তোমাদের নিকট ভোমাদের মধ্য হতেই কি সেই নবী-পয়গদার আসেনি যে ভোমাদেরকে আমরা আরাড খনাত এবং এই দিনের পরিণাম সম্পর্কে (পূর্বেই) ভয় দেখাত"? জবাবে তারা বলবেঃ 'হ্যাঁ, আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আজ দুনিয়ার জীবন এই লোকদেরকে ধোকায় কেলে রেখেছে। কিন্তু তখন তারা নিজেদেরর বিক্লছেই সাক্ষ্য দেবে যে তারা কাফের ছিল!



অক্ষম করতে

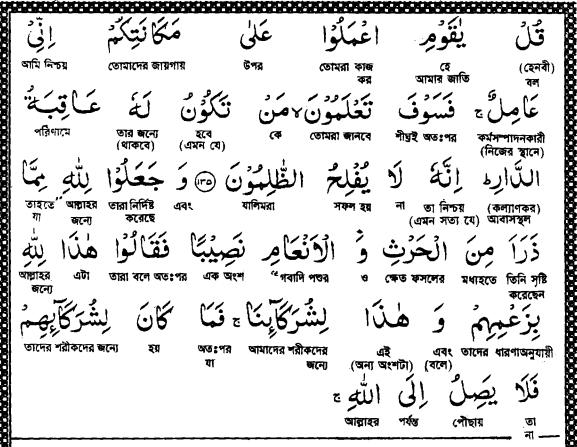
(আলাহকে)

১৩১. (এই সাজ্য তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এই জন্য, যেন প্রমাণ হরে বার যে,) তোমাদের রব জনপদ সমূহকে যুদুম করে ধাংগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, বখন ভার অধিবাসীরা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত ছিলনা।

১৩২. প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুপাতে হর। আর তোমাদের রব লোকদের আমল সম্পর্কে বে-খবর

১৩৩. তোমাদের রব পর মুখাপেকী নন; অনুগ্রহদান তাঁর নীতি। ডিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে বাবেন, এবং তোমাদের স্থলে অন্য লোকদের আনবেন, ষেমন করে তিনি ভোমাদেরকে অপর কিছু লোকদের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।

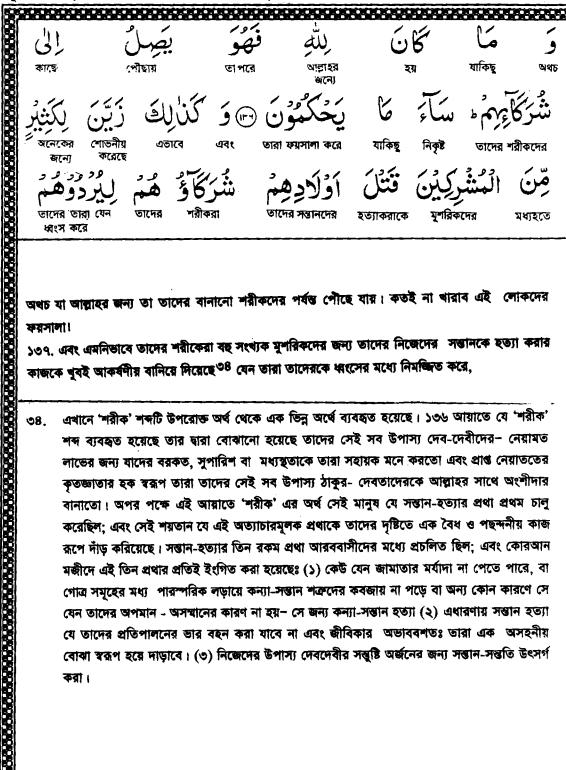
১৩৪. তোমাদের কাছে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে। আর তোমরা আল্লাহকে দুর্বল জক্ষম করে দেয়ার মত ক্ষমতা রাখনা।



১৩৫. হে মুহামদ, বলে দাও বে, তোমরা নিজেদের জারগার থেকে আমল করতে থাক, আর আমিও নিজের স্থানে আমল করছি। অতিশীঘ্র তোমরা জানতে পারবে বে, শেষ অবস্থা কার পক্ষে কল্যাপমর হয়। যাই হোক একথা চুড়ান্ত সত্য বে, যালেম কখনো কল্যাণ ও সাকল্য লাভ করতে পারে না।

১৩৬. এই লোকেরা আল্লাহর জন্য তার নিজেরই পন্নদা করা ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পত হতে একটি অংশ নির্দিষ্ট করছে। এবং বলে ঃ এ আল্লাহর জন্য -এ তাদের নিজস্ব ধারণা-কল্পনা মাত্র- আর এ আমাদের বানানো শরীকদের জন্য। কিন্তু যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য তা আল্লাহর নিকট পৌছে না^{৩৩}।

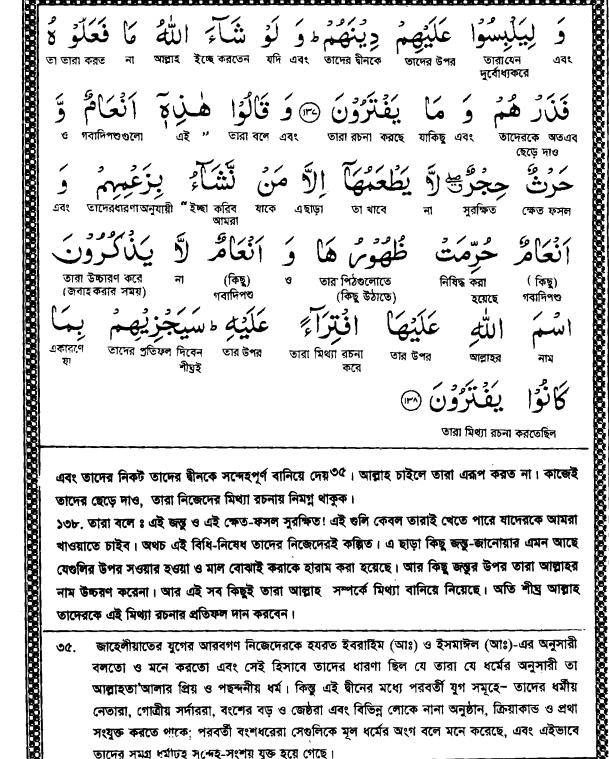
৩৩. তারা আল্লাহর নামে যে অংশ নির্দিষ্ট করতো তার মধ্যেও নানা প্রকার বাহানাবাজী করে যেন-তেন প্রকারে নিজেদের কল্পিত দেব-দেবীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ যে শস্য বা ফল প্রভৃতি তারা আল্লাহর অংশে নির্দিষ্ট করতো তার মধ্য থেকে যদি কিছু কিছু পড়ে যেত তবে তা শরীকদের অর্থাৎ দেব-দেবীদের অংশে শামিল করে দেয়া হতো। কিন্তু অপর পক্ষে যদি শরীকদের অংশ থেকে কিছু পতিত হতো যা আল্লাহর অংশের সংগে মিশ্রিতি হয়ে যেতো; তাহলে তা পুনরায় শরীকদের অংশেই শামিল করে দেয়া হতো। যদি কোন কারন বশতঃ নযর ও নিয়াযের শস্য নিজেদের ব্যবহার করার প্রয়্রোজন হতো তবে আল্লাহর অংশ থেকে নিত, কিন্তু শরীকদের অংশে হাত দিতে ভয় পেতো, পাছে কোন বিপাদ ঘটে!



অখচ যা আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের পর্যন্ত পৌছে যায়। কতই না খারাব এই সোকদের सर्ग्यमाना।

১৩৭. এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সম্ভানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীর বানিরে দিরেছে^{৩৪} যেন তারা তাদেরকে ধংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে.

এখানে 'শরীক' শব্দটি উপরোক্ত অর্থ থেকে এক ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩৬ আয়াতে যে 'শরীক' **98**. শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাদের সেই সব উপাস্য দেব-দেবীদের- নেয়ামত লাভের জন্য যাদের বরকত, সুপারিশ বা মধ্যস্থতাকে তারা সহায়ক মনে করতো এবং প্রাপ্ত নেয়াততের কতজ্ঞাতার হক স্বব্ধপ তারা তাদের সেই সব উপাস্য ঠাকুর- দেবতাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাতো। অপর পক্ষে এই আয়াতে 'শরীক' এর অর্থ সেই মানুষ যে সন্তান-হত্যার প্রথা প্রথম চালু করেছিল: এবং সেই শয়তান যে এই অত্যাচারমূলক প্রথাকে তাদের দৃষ্টিতে এক বৈধ ও পছন্দনীয় কাজ রূপে দাঁড করিয়েছে। সন্তান-হত্যার তিন রকম প্রথা আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল: এবং কোরআন মঞ্জীদে এই তিন প্রধার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছেঃ (১) কেউ যেন জামাতার মর্যাদা না পেতে পারে, বা গোত্র সমূহের মধ্য পারস্পরিক লড়ায়ে কন্যা-সম্ভান শত্রুদের কবজায় না পড়ে বা অন্য কোন কারণে সে যেন তাদের অপমান - অসম্মানের কারণ না হয়- সে জন্য কন্যা-সম্ভান হত্যা (২) এধারণায় সম্ভান হত্যা যে তাদের প্রতিপালনের ভার বহন করা যাবে না এবং জীবিকার অভাববশতঃ ভারা এক অসহনীয় বোঝা স্বরূপ হয়ে দাড়াবে। (৩) নিজেদের উপাস্য দেবদেবীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সন্তান-সন্তুতি উৎসর্গ করা।

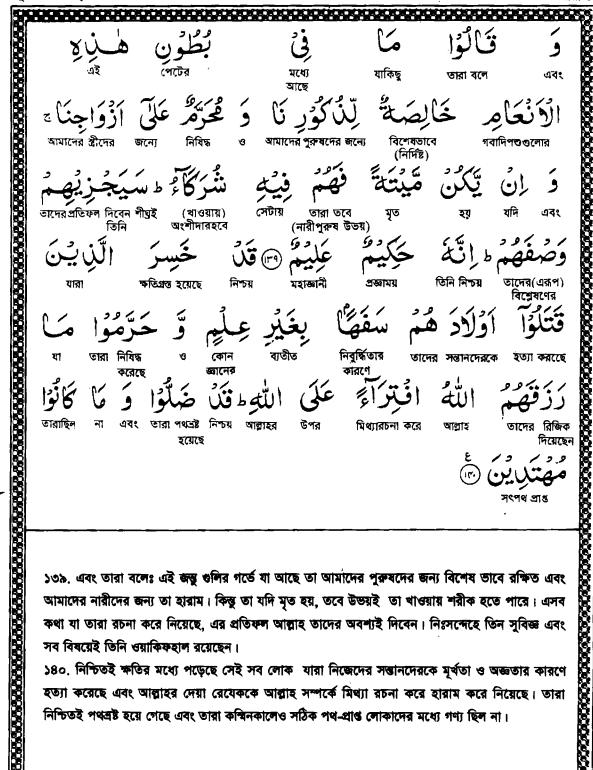


তারা মিথ্যা রচনা করতেছিল

এবং ভাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়^{৩৫}। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করত না। কাজেই তাদের ছেডে দাও, তারা নিজেদের মিখ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক।

১৩৮. তারা বলে ঃ এই জম্বু ও এই ক্ষেত-ফসল সুরক্ষিত! এই গুলি কেবল তারাই খেতে পারে যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাইব। অথচ এই বিধি-নিষেধ তাদের নিজেদেরই কক্সিত। এ ছাড়া কিছু জন্তু-জানোয়ার এমন আছে যেগুলির উপর সধ্যার হওয়া ও মাল বোঝাই করাকে হারাম করা হয়েছে। আর কিছু জন্তুর উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চরণ করেনা। আর এই সব কিছুই তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিধ্যা বানিয়ে নিয়েছে। অতি শীঘ্র আল্লাহ তাদেরকে এই মিখ্যা রচনার প্রতিফল দান করবেন।

জাহেলীয়াতের যুগের আরবগণ নিজেদেরকে হযরত ইবরাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর অনুসারী OC. বলতো ও মনে করতো এবং সেই হিসাবে তাদের ধারণা ছিল যে তারা যে ধর্মের অনুসারী তা আল্লাহতা'আলার প্রিয় ও পছন্দনীয় ধর্ম। কিন্তু এই দ্বীনের মধ্যে পরবর্তী যুগ সমূহে- তাদের ধর্মীয় নেতারা, গোত্রীয় সর্দাররা, বংশের বড় ও জেষ্ঠরা এবং বিভিন্ন লোকে নানা অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকান্ড ও প্রথা সংযুক্ত করতে পাকে: পরবর্তী বংশধরেরা সেগুলিকে মূল ধর্মের অংগ বলে মনে করেছে, এবং এইভাবে তাদের সমগ্র ধর্মাট্র সন্দেহ-সংশয় যুক্ত হয়ে গেছে।



১৩৯. এবং তারা বলেঃ এই রুম্ব গুলির গর্ভে যা আছে তা আর্মাদের পুরুষদের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত এবং আমাদের নারীদের জন্য তা হারাম। কিন্তু তা যদি মৃত হয়, তবে উভয়ই তা খাওয়ায় শরীক হতে পারে। এসব কথা যা তারা রচনা করে নিয়েছে, এর প্রতিষ্ণল আল্লাহ তাদের অবশ্যই দিবেন। নিঃসন্দেহে তিন স্বিজ্ঞ এবং সব বিষয়েই তিনি ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

১৪০. নিশ্চিতই ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেই সব লোক যারা নিজেদের সম্ভানদেরকে মূর্যতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া রেযেককে আল্লাহ সম্পর্কে মিখ্যা রচনা করে হারাম করে নিয়েছে। তারা নিচিডই পথএট হয়ে গেছে এবং তারা কশ্বিনকালেও সঠিক পথ-প্রাপ্ত লোকাদের মধ্যে গণ্য ছিল না।

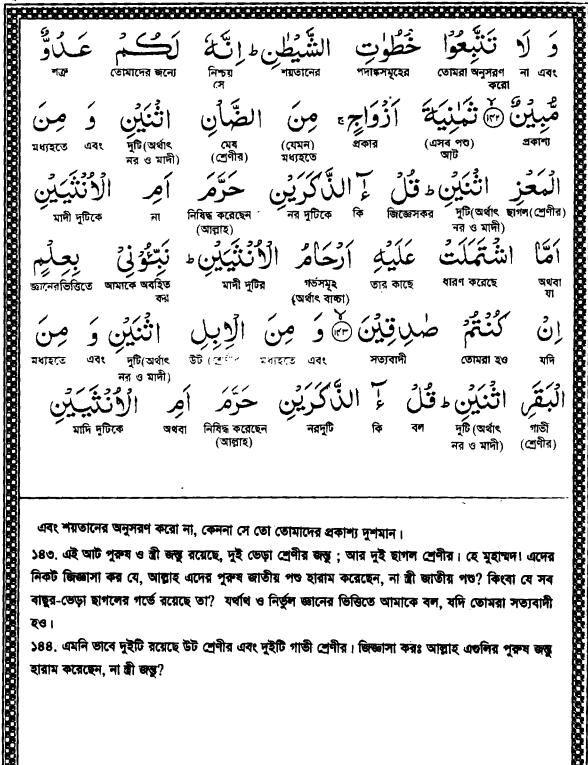


ক্ৰকু-১৭

১৪১. তিনি আল্লাহই বিনি নানা প্রকারের লতা বিশিষ্ট ও স্বীয় কান্ডের উপর দভারমান বৃক্ষ-বিশিষ্ট বাগান প্রদা করেছেন । যিনি খেজুর গাছ ও কেতে ফসল ফলিয়েছেন যা হতে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়। যিনি যয়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল বাহ্যিক রূপে পরস্পর সদৃশ এবং স্বাদ বিভিন্ন। ভোমরা তার উৎপাদন খাও, যখন ডা ফল ধারণ করবে এবং ডাঁর (আল্লাহর) হক আদায় কর যখন এই সবের ফসল আহরণ করবে। আর তোমরা সীমা লংখন করোনা। কেননা আল্লাহ সীমা লংখনকারী লোকদের পছন্দ করেন না।

১৪২. সেই আল্লাহই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তুও সৃষ্টি করেছেন যা যাত্রী বহন ও ভার বহনের কাজে বৰষ্বত হয়, এবং যা খাদ্য ও বিছানার প্রয়োজন পূর্ণ করে^{৩৬}। ভোমরা খাও সেই সব জিনিস যা আল্লাহ তোমাদেরকৈ দান করেছেন

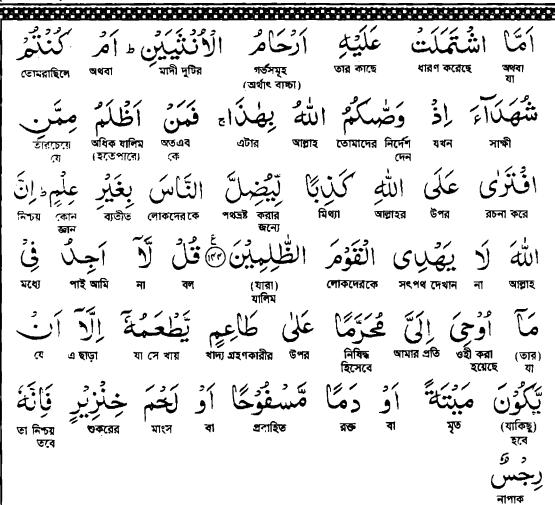
অর্ধাৎ তাদের চামড়া ও পশম থেকে বিছানা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।



এবং শয়তানের অনুসরণ করো না, কেননা সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমান।

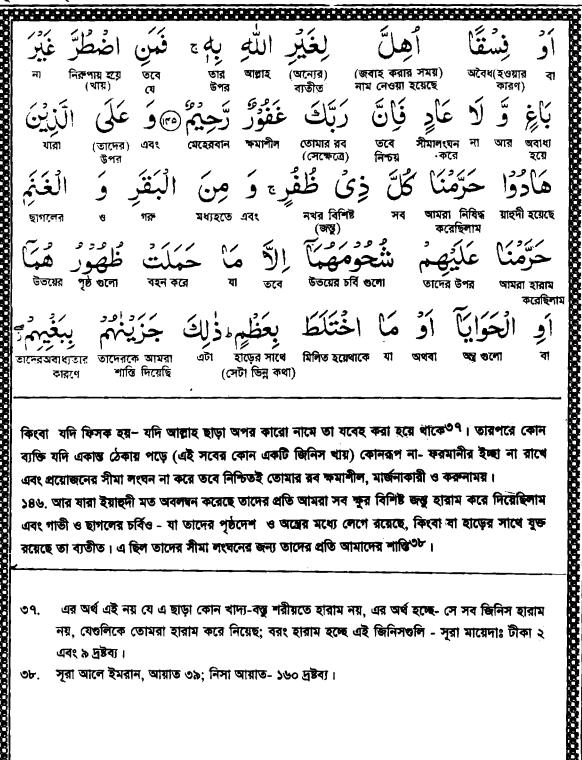
১৪৩. এই আট পুরুষ ও ব্রী জম্ভু রয়েছে, দুই ভেড়া শ্রেণীর জম্ভু ; আর দুই ছাগল শ্রেণীর। হে মুহাম্মদ। এদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, আল্লাহ এদের পুরুষ জাতীয় পত হারাম করেছেন, না ব্রী জাতীয় পত? কিংবা যে সব বাছুর-ভেড়া ছাগলের গর্ভে রয়েছে তা? যর্থাধ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে বলু যদি তোমরা সভ্যবাদী रेख।

১৪৪. এমনি ভাবে দুইটি রয়েছে উট শ্রেণীর এবং দুইটি গাভী শ্রেণীর। জিজ্ঞাসা করঃ আল্লাহ এতদির পুরুষ জন্ত হারাম করেছেন, না ত্রী জন্ত?



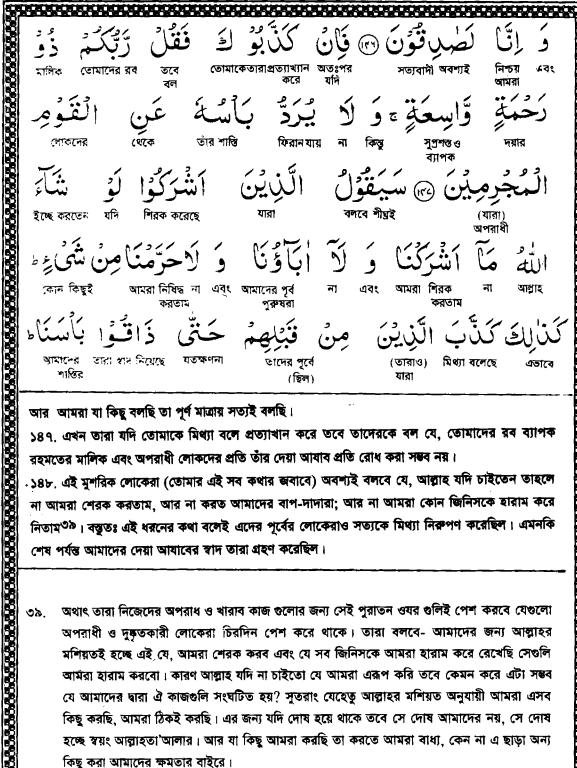
কিংবা উট ও গাভীর গর্ভে অবস্থিত বাছুর হারাম? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এই গুলির হারাম হওয়ার হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছিলেন? তা হলে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় যালেম আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর নামে মিখ্যা কথা প্রচ র করে; যার উদ্দেশ্য তথু এই যে, লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ছাড়াই ভূল পথে পরিচালিত করা হবে? নিশ্চিতই আল্লাহ এই সব যালেমকে হেদায়াত করেন না। রুকু-১৮

১৪৫. হে মৃহাম্মদ! এদেরকে বল যে, আমার নিকট যে অহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাইনা যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম হতে পারে; তবে তা যদি মৃত, প্রবাহিত রক্ত কিংবা ওকরের গোশত হর তবে অন্য কথা। কেননা তা নাপাক জিনিষ।



কিংবা যদি ফিসক হয়- যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে তা যবেহ করা হয়ে থাকে^{ও ৭}। তারপরে কোন ব্যক্তি যদি একান্ত ঠেকায় পড়ে (এই সবের কোন একটি জিনিস খায়) কোনরূপ না- ফরমানীর ইচ্ছা না রাখে এবং প্রয়োজনের সীমা লংঘন না করে তবে নিশ্চিতই ভোমার রব ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও করুনাময়। ১৪৬. আর যারা ইয়াহদী মত অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি আমরা সব কুর বিশিষ্ট জব্বু হারাম করে দিরেছিলাম এবং গাভী ও ছাগলের চর্বিও - যা তাদের পৃষ্ঠদেশ ও অন্তের মধ্যে লেগে ররেছে, কিংবা বা হাড়ের সাথে যুক্ত রয়েছে তা ব্যতীত। এ ছিল তাদের সীমা লংঘনের জন্য তাদের প্রতি আমাদের শাস্তি^{৩৮}।

- এর অর্থ এই নয় যে এ ছাড়া কোন খাদ্য-বস্তু শরীয়তে হারাম নয়, এর অর্থ হচ্ছে- সে সব জ্বিনিস হারাম 99. নয়, যেণ্ডলিকে তোমরা হারাম করে নিয়েছ; বরং হারাম হচ্ছে এই জিনিসণ্ডলি - সূরা মায়েদাঃ টীকা ২ এবং ৯ দ্রষ্টব্য ।
- সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৯: নিসা আয়াত- ১৬০ দুষ্টব্য। ৩৮.

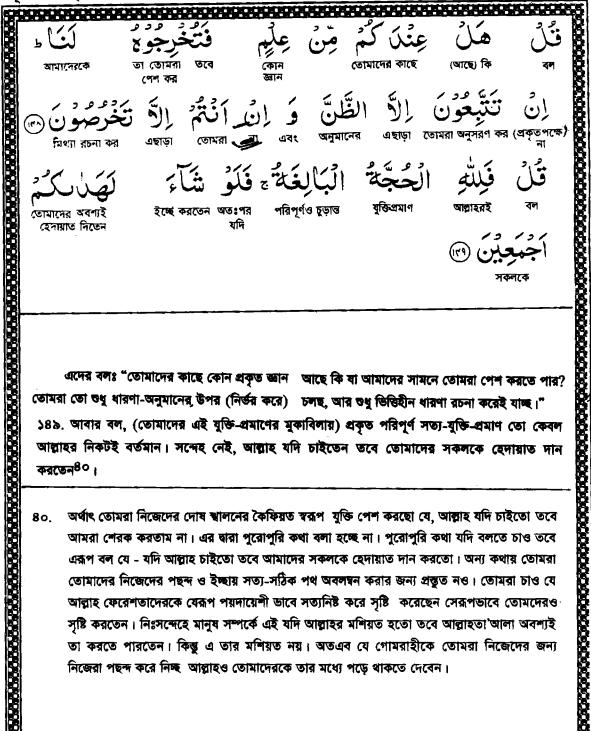


আর আমরা যা কিছু বলছি তা পূর্ণ মাত্রায় সত্যই বলছি।

১৪৭, এখন তারা যদি তোমাকে মিধ্যা বলে প্রত্যাখান করে তবে তাদেরকে বল যে, তোমাদের রব ব্যাপক রহমতের মালিক এবং অপরাধী লোকদের প্রতি তাঁর দেয়া আযাব প্রতি রোধ করা সম্ভব নয়।

.১৪৮. এই মুশরিক লোকেরা (তোমার এই সব কথার জ্বাবে) অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে না আমরা শেরক করতাম, আর না করত আমাদের বাপ-দাদারা: আর না আমরা কোন জিনিসকে হারাম করে নিতাম^{৩৯}। বস্তুতঃ এই ধরনের কথা বলেই এদের পূর্বের লোকেরাও সত্যকে মিধ্যা নিরুপণ করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাদের দেয়া আযাবের স্বাদ তারা গ্রহণ করেছিল।

অথাৎ তারা নিজেদের অপরাধ ও খারাব কাজ গুলোর জন্য সেই পুরাতন ওযর গুলিই পেশ করবে যেগুলো ৩৯. অপরাধী ও দৃষ্কতকারী লোকেরা চিরদিন পেশ করে থাকে। তারা বলবে- আমাদের জন্য আল্লাহর মশিয়তই হচ্ছে এই যে, আমরা শেরক করব এবং যে সব জিনিসকে আমরা হারাম করে রেখেছি সেগুলি আর্মরা হারাম করবো। কারণ আল্লাহ যদি না চাইতো যে আমরা এরূপ করি তবে কেমন করে এটা সম্ভব যে আমাদের দারা ঐ কাজগুলি সংঘটিত হয়? সূতরাং যেহেড় আল্লাহর মশিয়ত অনুযায়ী আমরা এসব কিছু করছি, আমরা ঠিকই করছি। এর জন্য যদি দোষ হয়ে থাকে তবে সে দোষ আমাদের নয়, সে দোষ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহতা'আলার। আর যা কিছু আমরা করছি তা করতে আমরা বাধ্য, কেন না এ ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।



এদের বলঃ "তোমাদের কাছে কোন প্রকৃত জ্ঞান আছে কি যা আমাদের সামনে তোমরা পেশ করতে পার? তোমরা তো তথু ধারণা-অনুমানের উপর (নির্ভর করে) চলছ, আর তথু ভিন্তিহীন ধারণা রচনা করেই যাচ্ছ।" ১৪৯. আবার বল, (তোমাদের এই যুক্তি-প্রমাণের মুকাবিলায়) প্রকৃত পরিপূর্ণ সত্য-যুক্তি-প্রমাণ তো কেবল আল্লাহর নিকটই বর্তমান। সন্দেহ নেই, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে ভোমাদের সকলকে হেদায়াত দান করুতেন80।

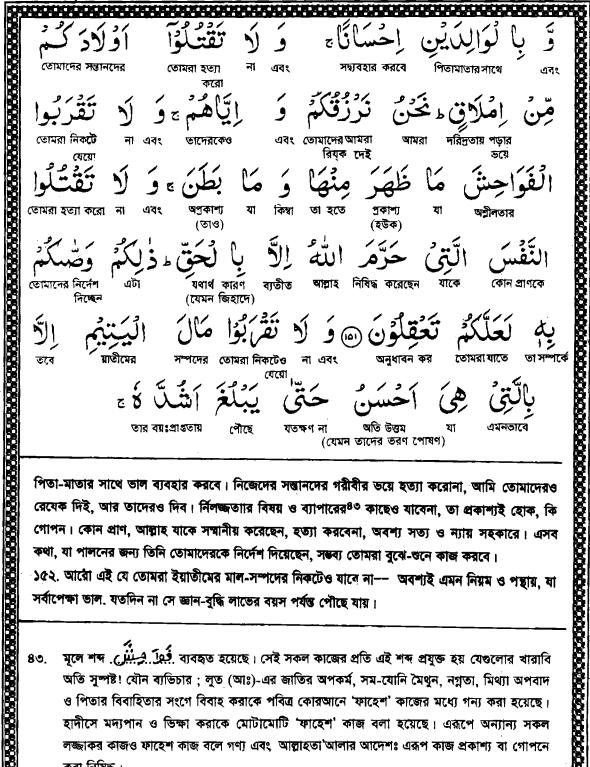
অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দোষ খালনের কৈফিয়ত স্বরূপ যুক্তি পেশ করছো যে, আক্লাহ যদি চাইতো তবে 80. আমরা শেরক করতাম না। এর ঘারা পুরোপুরি কথা বলা হচ্ছে না। পুরোপুরি কথা যদি বলতে চাও তবে এক্সপ বল যে - যদি আল্লাহ চাইতো তবে আমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতো। অন্য কথায় তোমরা তোমাদের নিজেদের পছন্দ ও ইচ্ছায় সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুত নও। তোমরা চাও যে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বেরূপ পয়দায়েশী ভাবে সত্যনিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন সেরূপভাবে তোমদেরও সৃষ্টি করতেন। নিঃসন্দেহে মানুষ সম্পর্কে এই যদি আল্লাহর মশিয়ত হতো তবে আল্লাহতা আলা অবশ্যই তা করতে পারতেন। কিন্তু এ তার মশিয়ত নয়। অতএব যে গোমরাহীকে তোমরা নিজেদের জন্য নিজেরা পছন্দ করে নিচ্ছ আল্লাহও তোমাদেরকে তার মধ্যে পড়ে থাকতে দেবেন।



১৫০. এদের বল বে, 'ভোমাদের সেই সাঁকী উপস্থিত কর যারা সাক্ষ্য দেবে বে, আল্লাহই এই জিনিসওলোকে হারাম করেছেন'। ভারা যদি সাক্ষ্য দেরই তা হলেও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবেনা⁸⁵। এবং কমিনকালেও তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে চলবে না। যারা আমাদের আরাতগুলোকে মিখ্যা মনে করেছে, আর যারা পরকাল অস্বীকারকারী এবং যারা অন্যান্যকে নিজেদের রবের সমতুল্য করে নিয়েছে। ক্লক্র-১৯

১৫১. হে মৃহারদ। এই লোকদের বল বে, তোমরা এস ,আমি তোমাদের তনাব তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বিধি-নিবেধ আরোপ করেছেন^{৪২}। (তা হল) এই বে, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না।

- ৪১. অর্থাৎ যদি তারা সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং এটা বোঝে যে, সাক্ষ্য সেই কথার দেয়া উচিত যে সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তবে তারা কথনো এই সাক্ষ্যদান করার সাহস করবে না। কিন্তু যদি তারা শাহাদতের দায়িত্ব উপলব্ধি না করেই এতটা হঠকারিতা দেখায় যে আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করতে বিধা না করে, তবে চাদের এই মিখ্যায় তুমি তাদের সহযোগী হয়ো না।
- 8২. অর্থাৎ তোমরা যে বাধ্য-বাধকতার মধ্যে গ্রেকতার হয়ে আছু সেগুলি তোমাদের প্রভুর নির্দেশিত বাধ্য-বাধকতা নয়।



পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। নিজেদের সম্ভানদের গরীবীর ভয়ে হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরও রেযেক দিই. আর তাদেরও দিব। নিঁপজ্জতাার বিষয় ও ব্যাপারের^{৪৩} কাছেও যাবেনা, তা প্রকাশ্যই হোক, কি গোপন। কোন প্রাণ, আল্পাহ যাকে সন্মানীয় করেছেন, হত্যা করবেনা, অবশ্য সত্য ও ন্যায় সহকারে। এসব কথা, যা পালনের জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সম্বয় তোমরা বুঝে-ভনে কাজ করবে। ১৫২. আরো এই যে তোমরা ইয়াতীমের মাল-সম্পদের নিকটেও যাবে না— অবশাই এমন নিয়ম ও পদ্বায়, যা সর্বাপেক্ষা ভাল. যতদিন না সে জ্ঞান-বৃদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌছে যায়।

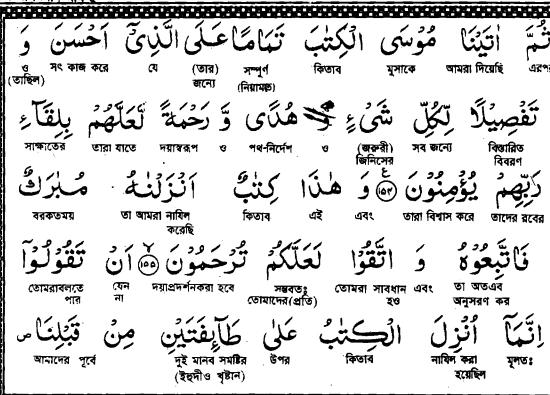
মলে শব্দ ্রেট্রান্ট্র ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সকল কাজের প্রতি এই শব্দ প্রযুক্ত হয় যেগুলোর খারাবি 80. অতি সৃষ্পষ্ট! যৌন ব্যভিচার ; লুত (আঃ)-এর জাতির অপকর্ম, সম-যোনি মৈথুন, নগুতা, মিথ্যা অপবাদ ও পিতার বিবাহিতার সংগে বিবাহ করাকে পবিত্র কোরআনে 'ফাহেশ' কাজের মধ্যে গন্য করা হয়েছে। হাদীসে মদ্যপান ও ভিক্ষা করাকে মোটামোটি 'ফাহেশ' কাজ বলা হয়েছে। এরূপে অন্যান্য সকল লজ্জাকর কাজও ফাহেশ কাজ বলে গণ্য এবং আল্লাহতা আলার আদেশঃ এরূপ কাজ প্রকাশ্য বা গোপনে করা নিষিদ্ধ ।



আর মাপে-ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ কর। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই দিই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। আর যখন কথা বল, ইনসাফের কথা বল, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন। এবং আল্লাহর ওরাদা পুরা কার⁸⁸। এ সব বিষয়ের হোদায়াত আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন: হয়ত ভোমরা নসীহত কবুল করবে।

১৫৩. এও তাঁর হেদারাত যে, এই-ই আমার সোজা ও সরল পথ, অতএব তোমরা এই পথেই চল: এ ছাড়া অন্যান্য পথে চলো না: চললে তা তাঁর পথ হতে সরিয়ে নিয়ে তোমাদের ছিন্র-ভিন্র করে দিবে। এই হচ্ছে সেই হেদায়াত. যা তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। সম্বতঃ তোমরা বাঁকা পথ হতে বাঁচতে পারবে।

'আব্রাহর ওয়াদা' এর অর্থ- সেই আহাদ বা প্রতিশ্রুতি যা মানুষ ও আক্লাহ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে 88. প্রকৃতিগত ভাবেই বাধা হয়ে যায় যখনই একজন মানুষ আল্লাহর পৃথিবীতে এবং মানুষের সমাজে জন্মলাভ করে।



১৫৪. আবার আমরা মুসাকে কিতাব দান করেছিলাম বা মঙ্গলজনক নীতি গ্রহণকারী মানুষের প্রতি ছিল নিরামতের পূর্বতা বিধারক ও সকল জরুরী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এবং পরিপূর্ব হেদারাত ও রহমত করুপ। (এবং বনী ইসরাঈলকে এই উদ্দেশ্যে তা দেরা হয়েছিল যে,) হয়ত লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাত হওরার প্রতি ইয়ান আনবে ^{৪৫}।

क्क-२०

১৫৫. এমনিভাবে এই কিতাব আমরা নাযিল করেছি; এ এক বরকত ওয়ালা কিতাব। অতএব ভোমরা তা অনুসরণ করে চল এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি-আচরণ গ্রহণ কর। হয়ত বা ভোমাদের প্রতি রহমত নাথিল করা হবে।

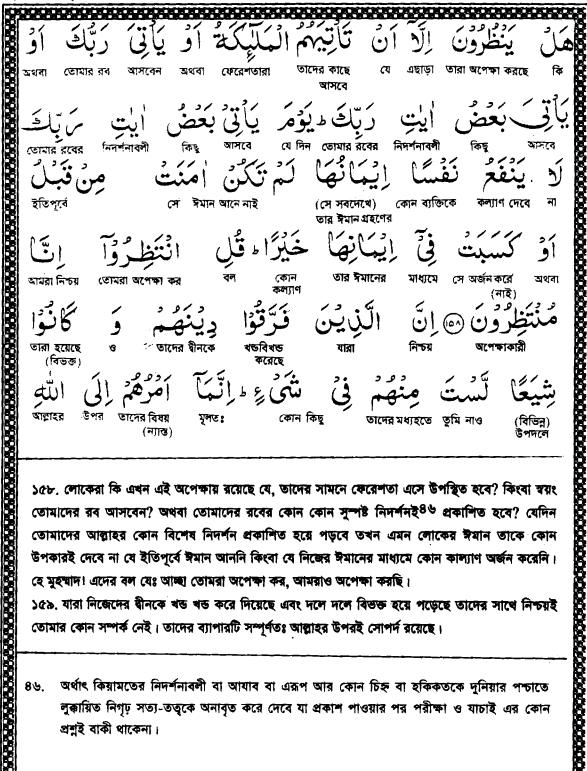
১৫৬. এখন তোমরা বলতে পারনা যে, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দুই মানব-সমষ্টিকে দেয়া হয়েছিল

৪৫. অর্থাৎ মানুষ যেন নিজেকে দায়িত্বহীন না ভাবে, এবং এ সত্য যেন তারা মেনে নেয় যে একদিন তাদেরকে তাদের প্রতিপালক প্রভ্র সামনে হায়ির হয়ে নিজেদের কাজের জবাব-দিহি করতে হবে।

	0000000000000		
َلِيْنَ ﴿ اَوْ تَقُولُوا لَـوُ عام الله الله الله عام الله عام الله الله الله الله الله الله الله ال			ं) 9 निच्य धवर
	• /	चांप्रीट उंगे बामाप्तत छनत नाविन कर	ता बाखविक
كُمُ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً ۚ	هُوَ مِنْ رَبِّ مِنْ رَبِّ	جُمَاءَ كُمْ بَيِيَّنَا	فَقَانَ ۔
198149611		প্রমাণ ভোমাদের কাছে প্রসেছে	এখন নিক্য
বিমুখ হয় ও আলোহর নিদর্শ	করে	ভারচেয়ে অধিক যাগি যে (হতেপার	
ب فون عن اینتنا استان الاستان الاستا		' প্রতিফল দিব আমরা	जा (बरक
		•	デッタ タ み い 日 守 書
		यो 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	पि एवं प्रता वन वा खर्म प्राप्त खर्म वा खर्म खनवि एवं प्रे प्राप्त खर्म वा खर्म जनवि एवं प्राप्त खर्म वा खर्म	विन (टामता क्ल वा जननाई जाएन ज्यामान जनविर्ध प्राप्त जनविर्ध प्राप्त जनविर्ध प्राप्त जनविर्ध प्राप्त जनविर्ध जाएन जाएन जाएन जाएन जाएन जाएन जाएन जाएन	विष (छापता वन या खनगाई जात्तत खथाग्रन र एउ जायताहिनाय कर्म विकास खनगाई जात्तत खथाग्रन र एउ जायताहिनाय हुन कर्म कर्म कर्म क्षेत्र कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर

এবং আমরা কিছুই জানতাম না যে, তারা কি পড়ত ও পড়াত।

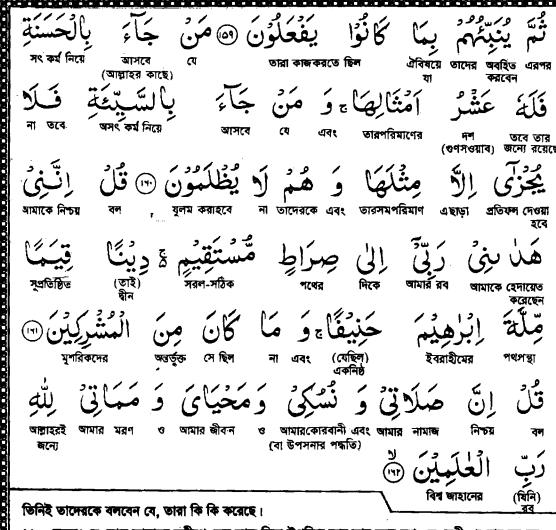
১৫৭. আর ভোমরা এখন এই বাহানাও করতে পারনা বে, আমাদের উপর যদি কিভাব নাবিল করা হত তা হলে তাদের অপেকা আমরা অধিক মাত্রার সংপধগামী প্রমানিত হতাম। বছুতঃ ভোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহর নিকট হতে এক উজ্জ্বলতম দলীল এবং হেদারাত ও রহমত এসেছে। এখন বে লোক আল্লাহর আরাতকে মিধ্যা বলবে, অস্বীকার করবে এবং এ হতে বিমুখ হবে তার অপেকা বড় যালেম আর কে হতে পারে? যারা আমার আরাত হতে মুখ কিরিয়ে থাকে, তাদের এই বিমুখ হবার শান্তি স্বরূপ আমরা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শান্তি অবশ্যই দেব।



১৫৮. লোকেরা কি এখন এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, তালের সামনে কেরেশতা এসে উপস্থিত হবে? কিংবা স্বয়ং তোমাদের রব আসবেন? অথবা তোমাদের রবের কোন কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনই^{৪৬} প্রকাশিত হবে? যেদিন ভোমাদের আল্লাহর কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন এমন লোকের ইমান ভাকে কোন উপকারই দেবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আননি কিংবা যে নিজের ঈমানের মাধ্যমে কোন কাল্যাণ অর্জন করেনি। হে মূহস্বাদ। এদের বল যেঃ আচ্ছা তোমরা অপেকা কর, আমরাও অপেকা করছি।

১৫৯. যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড খন্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাখে নিভয়ই তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণতঃ আল্লাহর উপরই সোপর্দ রয়েছে।

অর্থাৎ কিয়ামতের নিদর্শনাবলী বা আযাব বা এরূপ আর কোন চিহ্ন বা হকিকতকে দুনিয়ার পশ্চাতে 8৬. লুকায়িত নিগৃঢ় সত্য-তত্ত্বকে অনাবৃত করে দেবে যা প্রকাশ পাওয়ার পর পরীক্ষা ও যাচাই এর কোন প্রশুই বাকী থাকেনা।

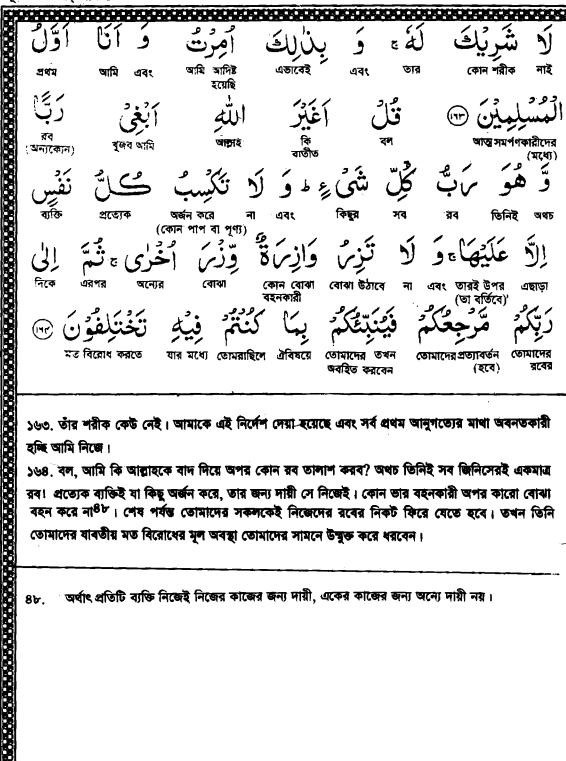


১৬০. বন্ধুতঃ যে লোক আল্লাহর সমীপে নেক কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য দশ গুন বেশী পুরস্কার রয়েছে। আর যে পাপের কাজ নিম্নে আসবে তাকে ততখানি প্রতিষ্ক্র দেয়া হবে যতখানি সে অপরাধ করেছে। আর কারো উপর যুদুম করা হবে না।

১৬১. হে মৃহদ্বাদ। বলঃ আমার আল্লাহ নিঃসন্দেহেই আমাকে সঠিক-নির্ভূল পথ দেখিরে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ ও সর্বোড তাবে নির্ভূল দীন, যাতে বক্রতার কোন স্থান নেই। এ ইবরাহীমের অবলম্বিত পথ ও পছা; যা সে একান্তিক নির্চার সাথে এহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের মধ্যে ছিল না।

১৬২. বল, আমার নামায, আমার সর্ব প্রকার ইবাদত অনুষ্ঠানসমূহ^{8 ৭}, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য।

8৭. এখানে 'নুসূক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কোরবানীও হয় এবং সাধারণভাবে বন্দেগী-উপাসনার সকল প্রকার- পদ্ধতির উপরও এ শব্দ প্রযুক্ত হয়।



১৬৩, তাঁর শরীক কেউ নেই। আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সর্ব প্রথম আনুগত্যের মাথা অবনতকারী হঙ্গি আমি নিজে।

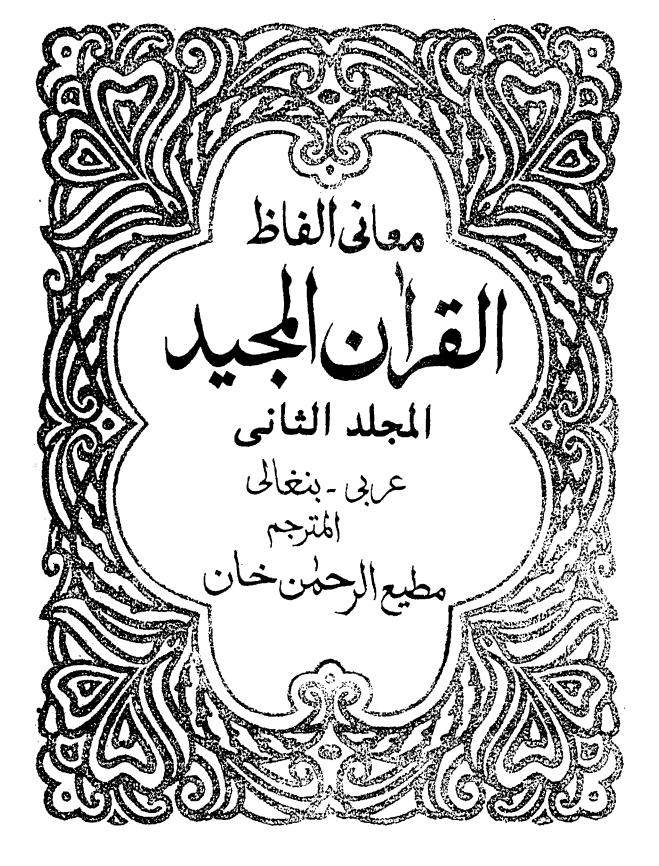
১৬৪. বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কোন রব তালাশ করব? অথচ তিনিই সব জিনিসেরই একমাত্র রব। প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু অর্জন করে, তার জন্য দায়ী সে নিজেই। কোন ভার বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করে না^{৪৮}। শেষ পর্যন্ত ভোমাদের সকলকেই নিঞ্জেদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের বাৰতীয় মত বিরোধের মূল অবস্থা তোমাদের সামনে উত্মুক্ত করে ধরবেন।

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী, একের কাজের জন্য অন্যে দায়ী নয়। 8b.





১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীকা বানিরেছেন এবং তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে অপর কোন কোন লোকের মোকাবেলার অধিক উচ্চ মর্বাদা দান করেছেন। এ উদ্দেশ্যে যেন তোমাদেরকে যা কিছু দিরেছেন তা তিনি তোমাদেরকে বাচাই করতে পারেন। নিঃক্ষেহে তোমাদের আল্লাহ শান্তিদানের ব্যাপারেও খুবই সিছ্কহন্ত এবং বিসুল ভাবে ক্ষমাকারী এবং রহমত দানকারীও।



www.icsbook.info

